প্রসাদ-পদাবলী।

শ্রীশ্রীকালী-কীর্ত্তন

ভবজলধি-নিমগ্ন-রুগ্ন-জনগণ-বিমোচন-করণ-কারণ ভুবন-
পালিকা কালিকার গোষ্ঠাদিলীলা বর্ণন।

বন্দনা।

বন্দে শ্রীগুরুদেব কি চরণ। অন্ধপুট খোলে ধন্ধ সব হরণ॥
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধ কি নয়ন। রামভ নাম শুনায়ত করণ॥
কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণ। তপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণ॥
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণ। প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণ॥

মায়ের বাল্যলীলা।

গৌরচন্দ্রী।

গিরিবর আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে॥
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে॥

আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে।
উঠে বোসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে॥
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগৎ-জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥

প্রভাত সময় জানি, হিমগিরি রাজরাণী,
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি, চেতনা জন্মায় রাণী,
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত॥
বারে বারে ডাকে রাণী, জননী জাগৃহি জাগৃহি জাগৃহি॥
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
পুলকিত কোকবধূ শোক নিবায়॥
উঠ উঠ প্রাণ গৌরি, এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি,
উঠগো, এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি॥
সূত মাগধবন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি,
নিদ্রাং জহিহি জহিহি জহিহি॥
গাত্র উত্থানং কুরু করুণাময়ি।
সকরুণদৃষ্টিং ময়ি দেহি দেহি দেহি॥

ভজন।

চল গো মন্দাকিনীজলে, শিবপূজা বিল্বদলে,
মাই শুন ওলো মাইকি ভাষ।
তখন গৌরীর কনকমুখে মৃদু মৃদু হাস॥
মা ডাকিছে রে।

কোকিল কলরুত,　শীতল মারুত,
হতরুচি সম্প্রতি ভাতি শিখী।
নায়ক মলিন,　বিলোকনে কুমুদিনী,
কম্পিতবিগ্রহা মলিনমুখী॥
কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন দীন,　দীনদয়াময়ি দুর্গে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি।
ভীমভবার্ণবমম্বুধু তারয়,　কৃপাবলোকনে,
মাম্পাহি মাম্পাহি মাম্পাহি॥

অথ মায়ের বাল্যরূপ দর্শনে গিরিরাজ ও গিরিরাণী বিমোহিত হইতেছেন।

তখন রত্নসিংহাসনে গৌরী,　নিকটে মেনকা গিরি,
অনিমিষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।
রাণী বলে পুণ্যতরুফল সেই,　মন্দিরে প্রকাশ এই,
দোঁহে ভাসে আনন্দসাগরে॥
প্রভাতে শ্রীঅঙ্গ নেহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে তনু,　সুললিত লোচন সজল,
হরল মুখে বাণী॥
ঘেরল অবল, সবহুঁ রমণী মুখমণ্ডল,
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।
কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল,　বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেয়ল আনি॥
হিমকর বদন,　রদন মুকুতাবলি, করতল কিশলয়, কমল পাণি।
রাজিত তহি কনকমণিভূষণ,　দিনকরধাম চরণতলখানি॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর যো মাই, ধ্যান অগোচর জানি।
দাস প্রসাদে বলে, সেই ব্রহ্মময়ী, জগজন মন বিকচ করতহিঁ ভাণি॥

অথ মায়ের পুষ্পচয়ন ও শিবপূজা।

পূজে বাঞ্ছা বৃষকেতু, পুষ্পচয়ন হেতু,
উপনীত কুসুমকাননে গো—　নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাতা।
নানা ফুল তুলি, চিত্তে কুতূহলী, গমন কুঞ্জরগমনে॥

করুণাময়ী সঙ্গে সহচরী, প্রেমানন্দে গৌরী, স্নান মন্দাকিনীর জলে।
হরিষ তোমার যে কপালে চাঁদের আলো,
সে কপালে বিভূতি কি সাজে ভাল।
অঙ্গে কৌষেয় বসন সাজে,
দেখ, আমার বুকে যেন শেল বাজে,
অন্তরে পূজেন শঙ্কর করবীবিল্বদলে॥

অথ করুণাময়ীর ঘন গালবাদ্য।

গালবাদ্য ঘন, সজললোচন, প্রণাম যেমন বিধি।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, প্রসীদ শঙ্কর, দেব দিগম্বর, কৃপাময় গুণনিধি॥
করুণাকর দেবদেব শঙ্কর।
ও প্রভু করুণাকটাক্ষ কর দেবদেব শঙ্কর॥
সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্লেশ।
শ্রম বিনা কে করে কটাক্ষলেশ॥

অথ মায়ের ব্রত অনশনে মেনকার স্নেহ প্রকাশ।

ব্রত অনশন, স্বস্তিক আসন *
মানসে শঙ্কর ধ্যান।
দিনকর করে, শ্রমবারি ঝরে,
মলিন সে চাঁদ-বয়ান॥
কবি রামপ্রসাদের বাণী, কান্দে মেনকা রাণী,
কি কর কি কর মা এটা।
এ নব বয়সে, কুমারী এদেশে,
এমন কঠোর করে কেটা।
গৌরীর আমার ননীর পুতলী তনু, উপরে প্রচণ্ড ভানু,
কিরণে উন্নয় † নবনীত।
মরি মরি সুকুমারী, নবীন কিশোরী গৌরী,
বাছা কেন কর গো মা এমন অনীত॥
স্বর্গ যদি মনে লয়, পিতা তব হিমালয়,
হিমালয় আলয় সবার।
কিম্বা বাঞ্ছ হৃদে ঈশ, তার লাগি এত ক্লেশ,
রতনে যতন করে কার॥

* আসন বিশেষ। † উন্ন-আর্দ্র। উন্নয়-গলিয়া যায়

কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষমালা, কার লাগি মা হয়েছ ভৈরবী বালা,
তুমি যারে চিন্ত রাত্রদিবা, সেই নির্গুণের গুণ কিবা,
তার চিন্তায় পাপপুণ্য, সে কেবল মহা শূন্য,
যারে পূজ বিল্বদলে, শুনেছি গো মা সে তোমার পদতলে।
একাসনে অনাহার, আরাধনা কর কার,
এ কঠোর তপে কিবা ফল।
মরমে মরম ব্যথা, মা রাখ মায়ের কথা,
ছাড় এ কঠোর, গৃহে চল॥
তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধুজলে সে ডুবিল,
সেই শোক যখন উঠে মনে।
প্রাণ আমার যেমন তা প্রাণ জানে॥
সে শোক ভুলেছি বাছা তোর মুখ চেয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, তিতে রাণী আখির জলে,
একি কর মায়ের মাথা খেয়ে॥

অথ মেনকা গৌরীকে গৃহে আসিতে কহিতেছেন।।

দয়াময়ি, আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ
কেমন কেমন কেমন করে॥
দুটি আঁখির পুতলি গো আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ।
প্রেমানন্দ সিন্ধু, তার পূর্ণ ইন্দু,
মন গজেন্দ্র আলান॥
এ মন তোমাতে রয়েছে বান্ধা,
ত্রিভুবনসারা পরা গো ধন্যা।
কি পুণ্য করেছি, উদরে ধরেছি,
ত্রিগুণধারিণী কন্যা॥
যদি কন্যা ভাবে দয়া গো, তবে বাছা,
এই কথা রাখ মা'র।
গিরিরাজার কুমারী, ভৈরবীর বেশ ছাড়,
ব্রহ্মচারিণীর আচার॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে গো, ভাবে জননী,
মা কত কাচগো কাচ। *
তুমি মাতা মহেশ পিতা, পিতার প্রসবস্থলী মাতা,
মহেশ ঘরে আছ॥

অথ ভগবতীর গৃহে গমন।

কোন্ জন বুঝে মায়া বিশ্বমোহিনীর।
জগদম্বা মন্দিরে চলিলেন কর ধরি জননীর॥
নিরখি জননী মুখ মৃদু মৃদু হাসে।
ধরণীধরেন্দ্র রাণী প্রেমানন্দে ভাসে॥
তুরীয়া † চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা।
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে দুহিতা॥
অঙ্গনে বৈঠল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে।
আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে॥

নিরখি নিরখি বদন ইন্দু। পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু॥
ছল ছল ছল নয়ন। লোল চন্দ্র বদনে চুম্বন॥
মধুর মধুর বিনয় বাণী। গদ গদ গদ কহত রাণী।
কোটি জনম পুণ্যজন্য। কোলে কমল লোচনা॥
দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর,
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, থোর থোর দোলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি, হসিত বদন বেরি বেরি,
চোরি চোরি থোরি থোরি, মন্দ মন্দ বোলনা॥
ঝুনুর ঝুনুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ,
পদতল স্থলকমলনিন্দি, নখ হিমকরগঞ্জনা।
কলিত ললিত মুকুতাহার, মেরু বিকচহিমকরাকার,
বিধুর তটিনী বিবদনীর, ছলে তনুরঞ্জনা॥
কষিত কনক বিমল কান্তি, মনহি তাপ করত শান্তি,
তনু তিরপিত নয়নসুখ, কল্মষনিকরভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবিতনয়শঙ্কা, মদনমথন অঙ্গনা॥

---

* খেলা খেল। † পরম ব্রহ্ম।

রাণী বলে ওগো জয়া, ভাল কথা মনে গো হইল।
জয়া বলে পুণ্যবতী কি কথা তোমার মনে গো হইল॥
রাণী বলে, আমি কবো ক'রে ভেবেছিলাম।
আরবার আমি ভুলে গেলাম॥
এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল॥
রাণী বলে, নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেরি উমার গায়।
পুন হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায়॥
একথা বুঝাব আমি কারে।
তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো॥
আপন অঙ্গে যখন পড়ে গো আঁখি।
উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি॥
কি গুণে এ গুণ জন্মিল অঙ্গে।
ওগো পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন গুণ গো॥
কাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে।
প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে॥
সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয়।
দর্পণের যে গুণ গো তা জনে কেমনে রয়॥
স্ফটিকে গ্রহণ করে জবা পুষ্প আভা।
স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতি শুন।
ও তোমার অঙ্গের গুণ নয় শ্রীঅঙ্গের গুণ॥
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল।
শ্রীঅঙ্গের যে গুণ গো সেই গুণে মিশিল॥
তুমি উমা ছাড়া হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গে।
ওগো রাণী অমন আর কি দেখা যায় তার প্রসঙ্গ॥

ভজন।

হয় নয় অন্তরে গো রোয়ে। আপন অঙ্গ দেখ গো চেয়ে॥
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ সুধাকর। আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর।
এক চন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তোমা ক'রে নয়, * সকল অঙ্গময়, বিরাজে যে যখন নিরখি॥ ধ্রু

---

* তোমা বলিয়া নহে।

এক মুখে কত কব উমার রূপ গুণ।
উমার রূপে নানা রূপ প্রসবে সংহারে পুনঃ॥
দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে।
পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে॥

রাণী বলে ওগো জয়া, কুস্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে।
গত ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি,
গিলিতে ধেয়েছে মুখচাঁদে॥
শুনেছি পুরাণে বহু, মুখখানা বটে রাহু,
শরীরের সংজ্ঞা তার কেতু।
এ রাহুর জটা মাথে, দারুণ ত্রিশূল হাতে,
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু॥

ভজন।

রাহু গ্রাস করে যে শশীরে, সেই শশী রাহুর শিরে।
কোথা গেলে গিরিবর, শিবস্বস্ত্যয়ন কর,
গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্বৌষধির জলে স্নান করাও,
জয়া বলে সর্ব্ববিঘ্ন নাশ তাহে জানি॥
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে, এ কথা শুনিয়ে হাসে,
অন্য স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
যদি দুর্গা বুঝ থাক, আমার বচন রাখ,
জপ করাও মায়েরে দুর্গানাম॥

ভজন।

শিবস্বস্ত্যয়নে কিবা কাম। সেই শিব জপেন দুর্গানাম।
শ্রীদুর্গানামগুণগানে। শিব না মরিল বিষপানে॥
যার নামের ফলে চরণবলে। শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে॥
দুর্গানাম সংসারসাগরে তরি। কাণ্ডারী তায় ত্রিপুরারি॥
যে দুর্গা নামে বিঘ্ন হরে। সেই দুর্গা কন্যারূপে তোমার ঘরে॥
আমি সার কথা তোমারে কই। ওতো তোমার কন্যা নয় ঐ ব্রহ্মময়ী।

হিমগিরি সুন্দরী, স্নান করাইয়া গৌরী,
পুন বসাইল সিংহাসনে।
তখন গদ গদ ভাবভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
সাজাইল যেমন উঠে মনে॥

সুচারু বকুল মালে, কবরী বান্ধিল ভালে,
হরি চন্দনের বিন্দু দিল।
উপরে সিন্দূরবিন্দু, রবিকরে যেন ইন্দু,
হেরি হেরি নিমিষ তেজিল।
দোথরি মুকুতা হার. কোন সহচরী আর,
গেঁথে দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন, চাঁদ বেড়া তারা যেন,
উদয় কোরেছে মেঘের কোলে॥
তারার কপালে তারা, তারাপতি যেন তারা ঘেরা,
তারায় তারা সাজে ভালো।
বদন সুধাংশু হেন, তাহে তারা মুক্তা ঘন,
কেশরূপ ঘন করে আলো॥
হাসিয়া বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ ছলে,
রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া ধায়, দন্তশ্রেণী দেখা যায়,
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী॥
জটা বলে বটে এই পুণ্যকাল, ইথে দান করা ভাল,
চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়।
কৃপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ,
প্রাণদান দিয়া লৈতে চায়॥

জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা। ছি ছি ও কথা তুলনা॥
ছি ছি যার পায় চাঁদ উদয় হয়। তার মুখে কি তুলনা সয়॥
শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি। নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মিল কলানিধি।
শ্রীমুখতুলনা যদি না পাইল চাঁদে। সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ি কাঁদে॥
একথা শুনিয়া সখী বলিছে অনেক। সবে মাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক॥
ভুবনবিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার। পরিপূর্ণ হৈলে দেবে করয়ে আহার॥
এই হেতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম। বিচার করিল মনে বিষ্ণু গুণধাম॥
বাসনা হইল সুধাসঞ্চয়কারণে। চাঁদ পাত্র বদলিয়া রাখিল বদনে॥
পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল। দশ খণ্ড হোয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল॥
কত জনে কত কহে সার শুন কই। এক চাঁদ দশ খণ্ড চেয়ে দেখ অই॥
চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা। চাঁদ আর কমলে হইল শাত্রবতা * ॥
হাসিয়া বিজয়া বলে একি শুনি কথা। কেন চাঁদ কমলে হইল শাত্রবতা॥

---

* শত্রুতা, বিপক্ষতা।

চাঁদ বলে,ইহা সয় কি আমার শোভা যার মুখেরে যায়। ছি রে কমল তাই হইতে চায়।
এত বলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল আকাশে। অভিমানে কমল সলিলমাঝে ভাসে॥
উচ্চপদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে। বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্মশোভা হরে॥
বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বহু। করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু॥*
নিরখি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশ। ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ॥
অভয় পদ ভজনের দেখ২ প্রভাব। শত্রুভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্রভাব॥
দুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ। করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ॥
রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি। উভয়তঃ সিত পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী॥
বাহিরের অন্ধকার গগন চাঁদে হরে। মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে॥

অথ ভগবতীর নৃত্য।

রাণী বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম,
উমা একবার নাচ গো।
একবার নেচেছো ভবে, তেমনি করে আবার নাচিতে হবে,
নূপুর দিয়াছি পায়, সুমধুর ধ্বনি তায় গো॥
শুনেছি নিগূঢ় বাণী, চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি,
ওগো আমার উমা নাচে ভাল। মা নেচে সফল কর, মায়ের ইহ পরকাল
বাজে ডম্ফ জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল। বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল॥
চৌদিকে বেড়িল নব নব বধূজাল। পূর্ণচন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণপদ্মমাল॥
প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল। কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল॥
কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকান্তিচ্ছটা। শশহীন শশাঙ্ক সুপূর্ণ মুখঘটা॥
ভুবনে ভূষিত রূপ এটা মাত্র ছল! ভুজঙ্গ ভূষণে রূপ করে টলমল॥
রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে। বান্ধা কি ভূষণ ছলে।
প্রভাতে নূতন গান শুন স্মেরযুতা।† উষাকালে উক্তি উল্লাসিত শৈলসুতা॥
শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্টা সুতজ্ঞানে। প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে। করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মোক্ষ অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥

জয়া বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম,
জগদম্বা চল পুষ্পকাননে।
চল চল পুষ্পবনে, জয়া দাসী যাবে সনে॥

---

* ঈষৎ হাস্যযুক্তা। † অমাবস্যা।

জগদম্বে বিলম্বে ও চলিত চিত্তপদ চলনা ॥
লোহিতস্বর্ণতলারুণপরাভব, নখরুচি হিমকরসম্পদদলনা ॥
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন, সুমধুর নূপুর কিঙ্কিণী কলনা ॥
সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহে, বিহরসি হরশিরসি শশি ললনা ॥
কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে, বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর, দীন দয়াময়ী সন্তত ছল ছলনা ॥

অথ ভগবতীর উদ্যানে ভ্রমণ ও মহাদেবের বিচ্ছেদ জন্য খেদ উক্তি।

জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা। পুষ্প কাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা ॥
মত্ত কোকিল কূজিত পঞ্চস্বরে। গুণ গুণ গঞ্জিত মন্দ ভ্রমরে ॥
তরু পল্লবশোভিত ফুল্ল ফুলে। মাতা বৈঠল চারু কদম্বমূলে ॥
মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে। পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযূষ ক্ষরে ॥
চারু সৌরভ সঙ্গ সুধীর সমীর। প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর ॥
পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে। শিবশঙ্করী শঙ্করগান করে ॥
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে। শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে ॥
ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর। ত্রিপুরাসুরগর্ব্ববিনাশকর ॥
জয় বেদবিদাম্বর * ভূতপতে। জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বগতে ॥
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু। পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু ॥
কমনীয় কলেবর পঞ্চমুখে। মম চারু নামাবলী গান সুখে ॥
সুরশৈবলনীজলে পূত জটা। জটালম্বিত চারু সুধাংশুছটা ॥
জটা ব্রহ্মকটাহ তব ভেদ করে। করে শৃঙ্গবিষাণ শশা শিখরে ॥
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভু হে। লোকনাথ হে নাথ নাথ প্রভু হে ॥
ভবভাবিনী ভাবিত ভামভাবে। ভবভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে ॥

অথ পুষ্পকাননে শিবপার্ব্বতীর মিলন ও কথোপকথন।

প্রেয়সীর খেদগানে, সদাশিবের উচাটন করে প্রাণে,
লোলচিত্ত উঠে চমকিয়া।
ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী, গমন শিখরিপুরী,
নন্দী আন বৃষভে সাজাইয়া ॥

---

* দেবজ্ঞ শ্রেষ্ঠ।

কদম্বকুসুম অনু পুলকে পূর্ণিত তনু,
ঈশান বিষাণ পূরে নাচে।
উভয়তঃ মত্ত গূঢ় বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড়,
ভৈরব বেতাল চলে পাছে॥

ধুয়া

ভাল ভৈরব বেতাল রে।
নাচিছে কাল, বাজিছে গাল,
বেতাল ধরিছে তাল।
কেহ নাচিছে গাইছে তুলিছে হাত।
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ॥
প্রেয়সীর প্রেমরসে, গদ গদ তনু বশে,
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুরতরঙ্গিণী, কুল কুল উঠে ধ্বনি,
সঘনে গরজে বিষধর॥
ভণে রামপ্রসাদ ভাল, সুখদ বসন্তকাল॥

অথ হরগৌরীর সাক্ষাৎ।

উপনীত মন্দাকিনীতীরে।
নিরখি সুন্দরীমুখ, মরমে পরম সুখ
লোচন তিতিল প্রেম নীরে॥
নন্দি, এ কি রূপ মাধুরী, আহা মরি আহা মরি,
গঠিল যে সে কেমন বিধি।
চঞ্চল মনোমীন, হৃদিসরোবর ত্যজি,
প্রবেশিল লাবণ্য জলধি।
আহা আহা মরি মরি, কিবা রূপ মাধুরী,
হাসি হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
অপাঙ্গ লোচনে, মোহিনী কি গুণে,
চৈতন্য নিগূঢ় হরে॥
কে রে কুঞ্জরগামিনী, তনু সৌদামিনী,
প্রথম বয়স রঙ্গিণী।
যৌবন সম্পদ, ভাবে গদগদ,
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী॥

কে রে নির্ম্মলবর্ণাভা, ভুজগ মণি ভূষণ শোভা
হয়ে ভূষণে কিবা কাজ।
পূর্ণচন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জলে,
নাহি বাসে লাজ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরীছবি,
মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কাম রিপু, জর জর বপু,
সে রূপের কি কব বিশেষ॥

যদি বল অনূঢ়া কালের একি কথা। শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছ কোথা॥
উভয়তঃ সুসম্ভাষ সঙ্কেত সংবাদ। উভয়তঃ চিত্তমধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ॥
আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেথা রব। কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুরে লব॥
রমণীর শিরোমণি পরম রতন। রতনভূষণে কার নাহি বা যতন॥
নিজ হংসে হংসী সদা মানসগামিনী। চৈতন্যরূপিণী নিত্য স্বামীর স্বামিনী॥
নখজ্যোতি পরংব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা। নিখিলব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী কর্ত্তা তব কেটা!
আমার এই ভগ্ন অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ। তোমার বিহনে নাহি অন্য প্রয়োজন॥
পুরুষ বিহনে হয় বিধবা প্রকৃতি। প্রকৃতি বিহনে আমার বিধবা আকৃতি
অনুচ্চার্য্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ। নির্গুণে সগুণ কর প্রসব ত্রিগুণ॥
নিজে আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব। তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥
তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চভূত কায়া। ঘটে ঘটে আছ যেমন জলে সূর্য্যছায়া॥
বেদে বলে তত্ত্বী যোগী তত্ত্ব কোরে ফিরে। সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনীতীরে॥
দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান। শিখরীকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান॥
মর্ম্ম কোয়ে স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি। জননী চলিল যথা গিরিরাজরাণী॥
বাল্যলীলা এই মা'র জনকভবনে। গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্রকাননে॥

গোষ্ঠলীলারম্ভঃ।

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে, শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে।
শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন, শঙ্করী সমান স্থান একাম্রকানন।

মায়ের গোষ্ঠে গমন।

ভজন।

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে।
যাব হে একাম্রবনে॥

কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ, একাম্রকাননে মাতা করিল প্রবেশ।
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব, অধরে সংযোগ করি উর্দ্ধমুখে রব।
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু, পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু।

ধূয়া।

জগদম্বারে যব পূরে বেণু, যব পূরে বেণু,
ধায় বৎস ধেনু, উঠে পদরেণু।
রেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেম তরঙ্গ, সো মাকি রঙ্গ, নেহারে পতঙ্গ॥
হত কোকিল মান, সুমাধুরী তান, স্বরে হরে জ্ঞান।
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ॥
ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপলা প্রকাশে।
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমানন্দে ভাষে॥

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ, কষিতকাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস।
বিচিত্র বসন মণিকাঞ্চন ভূষণ, ত্রিভুবন দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ।
স্বয়ম্ভু-যুগল পর সুরনদী কূলে, * স্বয়ম্ভু পূজেন নিত্য করপদ্ম ফুলে।
নাভিপদ্মভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে, লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে।
ঈশ্বর-মোহন ইষু † নয়ন তরল, বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল।
নিখিলব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড, ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর দুগ্ধভাণ্ড।
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান, ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান।

ভজন।

এমন রূপ যে একবার ভাবে। ভাবিলে সাযুজ্য পাবে॥
একাম্রকাননে জগতজননী ফিরে। ঘন ঘন হই রব করে সঙ্গিনীরে॥
সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে ধীরে।
নীলাম্বরাঞ্চল, পবনে চঞ্চল, আকুল কুন্তল ব্যাপিল শিরে।
মহাচিত্ত অরুন্তুদ, কোপে বিধুন্তুদ গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে॥
বিবুধ বধূ, যোগায় মধু, তনু সুশীতল ধীর সমীরে।
ঘন ঝরে শ্রমজল, গলিত কজ্জল, যেমন কালসাপিনী ধায় নাভি বিবরে॥

* স্বয়ম্ভুযুগল—স্তন। সুরনদী—মণিহার। † তীর।

ধূয়া।

মা ডাকিছে রে, আয় সুরভি
নব নব তৃণ, তটিনী জল শীতল, দূরে ধায়ত
কাছে মায় রে সুরভি ॥

উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে, সারি সারি নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে।
উৰ্দ্ধমুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে, ভুনয়নে প্রেমধারা হাম্বা রবে ডাকে।
লোমাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ স্রবে বাঁটে, সুরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে।
সুরভির নব বৎস শোভা উরূপরে, মন্দাকিনীধারা যেন সুমেরুশিখরে।
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি জগদম্বাশিরে, সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেমনীরে।
কৌতুকে আকাশপথে হরিহরধাতা, গোচারণে গমন করিলা বিশ্বমাতা।
ভুবনমোহন মার গোচারণলীলা, মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিলা।

একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখো ধেনু ॥
আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা।
এবার হোয়েছ কোন গোপালের কন্যা ॥
আগো! তোমার গুণ কে জানে। ধ্রু

মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদি দশ অবতার, নানা রূপে নানা লীলা সকলি তোমার।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি সূক্ষ্মস্থূলা। কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা ॥
তারা তুমি জ্যেষ্ঠা মূলা অচরমা সতী। তব তত্ত্বমূলে নাই শ্রুতিপথে শ্রুতি ॥
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব। শক্তিযুক্ত শিব সদা শক্তিলোপে শব ॥
অনন্তরূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা। স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তব অনন্ত মহিমা ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়রূপিণী। আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল। সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল ॥
এই হেতু কালীনাম ধর নারায়ণি। তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরু ধ্যানে করে সব জীব। কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব ॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার। কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার ॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার। গুণ ভেদে গুণময়ী হোয়েছ সাকার ॥
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য। সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য ॥
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়। যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায় ॥

পশুপতিকান্তা কান্তি নেত্রে একবার। নিরখ পতিতজনে ক্ষতি কি তোমার ॥
তৃণে শৈলে কূপে গঙ্গাজলে চন্দ্রকর। সমান নিপাত বিশ্বব্যক্ত শশধর ॥
দুর্গানাম দুর্ল্লভ লবার প্রাক্‌কালে। জপিলে জঞ্জাল যায় নাহি লয় কালে ॥

কি জানি করুণাময়ী কারে হৈলে বাম। সম্পদ রক্ষার হেতু জপে দুর্গানাম॥
দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই। সে তরে সংসার ঘোরে সর্ব্ব পূজ্য সেই॥
ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটী বর্ষ কয়। তথাচ মহিমা গুণ সীমা নাহি হয়॥
মহাব্যাধি ঘোরে দুর্গা দুর্গা যদি বলে। কষ্ট নষ্ট চিরায়ু অচিন্ত্য ফল ফলে॥
দুঃস্বপ্নে গ্রহণে দুর্গা স্মরণে পলায়। পুনরাগমন ভয় পরবর্ণে গায়॥
শ্রীদুর্গা দুর্ল্লভ নাম নিস্তারের তরি। কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডারী॥
তথাচ পামর জীব মোহকূপে মজে। ইচ্ছা সুখে বিষপানে তাপানলে ভজে॥
বদনকমল বাক্য সুধারস ভর। সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নর॥
তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু। সুধারস মাধুরী কি স্মরহরবধূ॥
শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী। কালিকা বিজয়ী হরি চিত্ত মোহ হরি॥
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে। তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে॥
চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দিয়া। অকাল মরণহরা অচল তনয়া॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবনিতম্বিনী। চিত্তাকাশে প্রকাশ নবীন কাদম্বিনী॥

অথ ভগবতীর রাসলীলা।

জগদম্বা কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী। ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখচাঁদে। সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশরাহুভ্রমে কাঁদে॥
সিন্দূর অরুণ আভা বিষম মানসী। উভয় গ্রহণে মেঘ পূর্ণিমার নিশি॥
বিনতানন্দনচঞ্চু সুনাসিকা ভান। ভুরু ভুজঙ্গম শ্রুতি বিবরে পয়াণ॥
ও রূপ লাবণ্য জলনিধি স্থির জলে। নয়ন সফরী মীন খেলে কুতূহলে॥
কনক মুকুরে কি মাণিক্য রাগ প্রভা। তার মাঝে মুক্তাবলী ওষ্ঠ দন্ত শোভা॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল প্রতিবিম্ব শ্রীবদন। চারুচক্র রথে চড়ি এসেছে মদন॥
নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অচলজা। মীন নিকেতনে কি উড়িছে মীন ধ্বজা।
করিকর ভুজঙ্গ মৃণাল হেমলতা। কোন তুচ্ছ কমনীয় বাহুর তুল্যতা॥
ভুজদণ্ড উপমার একমাত্র স্থান। সুর তরুবর শাখা এই সে প্রমাণ॥
হরি গঙ্গা প্রবাহ যমুনা লোমশ্রেণী। নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানি॥
মহাতীর্থ বেণী তীরে স্বয়ম্ভুযুগল। স্নান করো মন রে অনন্ত জন্ম ফল॥
উত্তরবাহিনী গঙ্গা মুক্তাহার বটে। সুচারু ত্রিবলী বিরাজিত তার তটে॥
কবি করে বিবেচনা যে ঘটে যে জ্ঞান। মণিকর্ণিকার ঘাটে সুচারু সোপান॥
রসময় বিধাতার কিবা কব কাণ্ড। রূপসিন্ধু মন্থিবার মধ্যদেশ দণ্ড॥
কাঞ্চিদাম রজ্জু তায় বুঝহ প্রবীণ। ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার। সহজে জঘনে ধরে গুরুতর ভার॥

ভব স্থানে মনোভব পরাভব হোয়ে। ভূণবাণ দ্বিগুণ এসেছে বুঝি লয়ে॥
জঙ্ঘা তূণ পদাঙ্গুলি নখ ফলি শরে। রতিকান্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি হরে॥

অথ কালীকীর্ত্তন সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

[রামপ্রসাদের কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে যে গ্রন্থের কথা শুনা যায়, তাহা পাওয়া না। কোবিদ বৈদ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেক অনুসন্ধানে উহার যে কয়েক পঙ্‌ক্তি বাহির করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সন ১২৬০ সালের ১ লা পৌষ তারিখে মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, আমরা এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী, ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী।
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে, রাই আমার মোহনমোহিনী॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে॥
কুটিল কটাক্ষশরে। জিনিল কুসুমশরে॥
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ। সখী বকুলে বানাইল বেশ।
তার গন্ধে অলিকুল, হইয়া আকুল, কেশে করিছে প্রবেশ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস, মুখপদ্ম কোরেছে প্রকাশ॥
উরে কলিকা যে আছে, কি জানি ফুটে পাছে, এথার হৃদয়ে তরাস॥
ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার, অপরূপ শোভা হোল আর।
একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি, সদন মদন রাজার॥
অলকা কোলে মতিহার, কিবা বিচিত্র ভাব বিনা তার।
যেন রাহুর মুখমাঝে, দশনরাজিরাজে, চাঁদেরে করেছে আহার॥
আঁখি লোল * অনুমানি এই, চাঁদে হরিণশিশু আছে যেই॥
তনু সুধায় লুকায়েছ, ব্যাধে বধে পাছে, দিগ নিহারই সেই॥
চারু অপাঙ্গ কাম কামান, নাসাতিলক শর খরসান।
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর, ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান॥

* চঞ্চল।

সঙ্গীত কৃষ্ণবিষয়ক।

কেহ কেহ নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত কয়েকটীও কৃষ্ণকীর্ত্তনের অংশ বলিয়া বিবেচনা করেন। তজ্জন্য এই স্থলেই এগুলির সন্নিবেশ করা হইল।

দান প্রসঙ্গ।

ওহে নূতন নেয়ে। ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে॥
দু কূল রহিল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করে হে দেয়া, * মাঝ্ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি, নটো † হোক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছা তবে হইবে হে বেদ॥
যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণ রক্ষায় তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিং পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল॥
কহিছে প্রসাদ দাস, রস রাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাতে এত বাদ সাধা উচিত কি হয়॥

ও নৌকা বাওহে ত্বরা করি, নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজ বধূর সঙ্গে॥
আতপ লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী
চালন কর মনের রঙ্গে।
আপন করহে পণ, চাওহে যৌবন ধন,
হাস ভাস প্রেমতরঙ্গে॥
আগে চরাইতে ধেনু, বাজায়ে মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে।
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন বা বিষয় পেয়ে,
ধেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে॥

---

* দেবতা, অর্থাৎ মেঘ অথবা দেহ। † নষ্ট।

ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,
কাজ কি হে কথায় প্রসঙ্গে।
সময় উচিত কও, কোনরূপে পার হও,
দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে ॥

সীতা-বিলাপ।

[সীতাবিলাপ কোন্ রামপ্রসাদের কৃত, তাহা বলিতে পারি না। নীলুর দলের রামপ্রসাদ বা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, যিনিই ইহার প্রণেতা হউন না কেন, ভরসা করি প্রসাদপদাবলীতে ইহার স্থান সন্নিবেশ সে জন্য অসঙ্গত বিবেচিত হইবে না।]

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম, কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।
জনক দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে, লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে।
আইল জীবন-নাথেরে দেখিতে, শিরে কর হানি পড়িয়া মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে ॥
(সীতার) লোচনে সলিল পড়িছে ঝরিয়া, রামের দুখানি চরণ ধরিয়া
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া, কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে ॥
অভাগিনী ডাকে উঠনা ত্বরিতো, শুনিয়া না শুনো এ কোন্ উচিতো,
কমল নয়নে চাহনা চকিতো, বিদরে পরাণো করনা স্থগিতো,
প্রবোধ দেহনা উঠিয়ে হে!
ধূলায় ধূসর এ হেন শরীর, দুকূল আকুল হোয়েছে কটীর,
ললাট ফলকে পড়িছে রুধির, দিবসে সকলি দেখি যে তিমির,
আলো কর প্রভু জাগিয়ে হে ॥
কর হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া, কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া, কেমনে এমন দেখিব বসিয়া,
পরাণ যাইছে ফাটিয়ে হে।
ললাটে লিখন ঘুচাতে নারে, আপনি উদরে ধরেছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে, আহা নাথ নাথ কি হলো আমার এ
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে ॥
ধিক্ ধিক্ তোরে বলিরে তনয়, বুঝিলাম তোরা আমার ত নয়,
এমন করিতে সমুচিত নয়, প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে ॥

এ ছার জীবন কেমনে রাখিব, তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব, নহে হলাহল অশন করিব
কি কাজ এ দেহ রাখিয়ে হে।
প্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী, রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল কানকী, এখনি উঠিবেন রাঘব ধানুকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো॥

শিব সঙ্কীর্ত্তন।

[১]

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্ বব বম্ বম্ বম্ গাল বাজিয়া॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি দানব সাথ, শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগযজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া॥
শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি, নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥
বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া।
বৃষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমিকি, দ্রিমিকি, হরিগুণে হর নাচিয়া॥
বদন ইন্দু টল টল টল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরি উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া॥

[২]

বব বম্ বম্ ভোলা।
মাগী যেমন মিন্সে তেমন তেম্নি দুটী চেলা॥

আরোহণ বৃষোপরে, শিঙ্গে ডম্বুর করে, মুখে বলে হরে হরে রুদ্রাক্ষ মালা ॥
জটাতে কুলু কুলুধ্বনি বিরাজিতা সুরধুনী।
মস্তকেতে মণি ফণী অর্দ্ধচন্দ্র ভালা।

সঙ্গীত।

[১]

আমায় দেও মা তবীলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী ॥
পদ রত্নভাণ্ডার সবাই লোটে, ইহা আমি সইতে নারি ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, মাগো তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর কেবল চরণধূলার অধিকারী।
যদি, তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি ॥
প্রসাদ বলে অমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥

[২]

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোক-ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত ॥
আশিলক্ষ যোনি ভ্রমি পশুপক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ যাতনাতে হলেম হত ॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোকের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয় পদ ॥
কুপুত্র হয় অনেক গো মা, কুমাতা নয় কখনত।
প্রসাদ যে কুপুত্র তোমার করে রেখো পদানত ॥

[৩]

মন কৃষিকাজ তোর এসে না।
এমন মানব-জমি রৈলো পড়ে, আবাদ করলে ফোলতো সোণা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দশতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।
আছে একতারে মন এইবেলা তুই, চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি তায় সেঁচনা।
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥

[৪]

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥
মায় সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতারে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দূরে যাবে মনের ব্যথা॥
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা।
ওমা যে জন তোমার নাম করে মা, তার কপালে ঝুলি কাঁথা॥

[৫]

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না মেলে।
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি-কর কুড়িয়ে পাবে, শিবের যুক্তি মতন নিলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হল্‌দি গায় মেখে যাও, ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে॥

[৬]

আর কাজকি আমার কাশী।
ওরে কালী পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
হৃৎকমলে ধ্যান কালে, আনন্দসাগরে ভাসি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।

ওরে অনল দাহন যথা কর তুলারাশি
গয়ায় করে পিণ্ড দান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী॥

(৭)

মন কেনরে ভাবিস এত।
যেন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালেরো কাল যে মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকেরে ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালেরে ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই হলিরে পাগলের মত।
অমন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত।
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত।
ও মন দুর্গানামে ভয় থাকে না ঘুচে যায় ভাবনা যত॥
দ্বিজ রাম প্রসাদ বলে, মনের ভুলে ভেবে ভেবে হলে হত।
এখন গুরুদত্ত তত্ত্ব ধর কি করিবে রবিসুত॥

(৮)

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে॥
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, মা পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।
পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল খেটে॥
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেম্নি ধারা ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্মডুরি দেনা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে

(৯)

এবার আমি বুঝ্‌ব হরে।
মায়ের ধর্‌বো চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌বো আমি যারে তারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে॥
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বল্‌বো তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কেমন করে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিল কোন বিচারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে।
রাম প্রসাদ বলে ভয় করিনে, মায়ের অভয় পদের জোরে॥

(১০)

ভাবনা কালী ভাবনা কিবে।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবে॥
অরুণ উদয়কাল, ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবে॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড় দর্শনের এই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জোষ্ঠা মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবে॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবে॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সেই প্রবেশে সেই পুর।
রাম প্রসাদ বলে ভাঙ্‌লো ভুর, আগুন বেঁধে কে রাখিবে

(১১)

আমি কাজ হারালাম কালের বশে॥
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে।
যখন তারা ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ বিদশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আপন বশে॥
এখন আমার ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে॥
যমদূত এসে, শিয়রেতে বসে, ধরবে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজিয়ে মাচা, কল্‌সী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডী বেশে॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥

(১২)

মন করোনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥
হোয়ে ধর্ম্মতনয় ত্যজ আলয়, বনে গমন হেরে পাশা।
হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তব শিবের দৈন্য দশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা॥
হরিষে বিষাদ আছে মন, করনা এ কথায় গোসা।
ওরে সুখেই দুঃখ দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা॥
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পূরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না রতিমাষা॥
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥

(১৩)

অভয় চরণ সব লুটালে।
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে, শিখেছিলে মা বাপের কুলে।
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা, তেম্নি দাতা কি আমায় হ'লে॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
সদা ভাং খেয়ে সে মত্ত ভোলা, তুষ্ট কেবল বিল্বদলে॥
মা হোয়ে মা জন্মে জন্মে, কত দুঃখ আমায় দিলে।
প্রসাদ বলে এবার মোলে ডাকবো সর্ব্বনাশী বলে॥

(১৪)

এবার বাজি ভোর হলো।
ও মন কি খেলা খেলাবে বল॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ পঞ্চে আমায় দাগা দিল।
এবার ব'ড়ের ঘর করে ভর মন্ত্রীটী বিপাকে মলো॥
দুটী অশ্ব দুটী গজ ঘরে বসে কাল কাটালো।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে তবে কেন অচল হলো॥
দু'খানা তরী নিমক ভরি বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে ঘাটের তরী ঘাটে রৈলো॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মোর কপালে অবশেষে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণার পাশে পীলের কিস্তি মাত হ'ল॥

(১৫)

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥
গণ্ডযোগে জন্ম হ'লে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব ॥
[ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা দিব ॥] *
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে কালী বলে কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভালমতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥

(১৬)

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারি ॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে, গরল খাইয়ে প্রাণে মারি ॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলামজারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারী ॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী ॥
হুজুরে উকীল যে জনা, ডিস্‌মিস্ তাঁর আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দী, যেরূপেতে আমি হারি ॥
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি ॥

(১৭)

নিত্যই তোর বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি নাক মনরে ঠেটা ॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোঠা।
যখন আস্‌বে শমন, বাঁধবে কসে মন, কোথা রবে বাপ খুড়া জেঠা ॥

* এই দুই পঙ্‌ক্তি পরবর্ত্তী সংযোজন মাত্র, রামপ্রসাদের বলিয়া বিশ্বাস হয় না

মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চ্যাটা
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে আছে যে রে জাব্‌দা আঁটা॥
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়বে সংসারের লেঠা।

(১৮)

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি ; থাক্‌বো না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে।
কিন্তু এমন কল করেছ কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে॥
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদ ভাসে
আমার সেই যে কালী, মনের কালী, হলেম কালী তার বিষয় বশে॥

(১৯)

মন রে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥
যা পড়াই তাই পড় মন পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনার কর গতি॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে ক'দিন চলে, কররে চার ফলের স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শোন্ যুকতি।
ওরে বসে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি॥

(২০)

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাকতে না দেখলি মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলতে নেবে এলেন, বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটা, শেষে দিবে গোবর ছড়া॥
ভাই বন্ধু দারাসুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া॥

অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাঁড়া॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে মা তোমায় তারা।
তখন একবার এসে কন্যারূপে, রাম প্রসাদের বেঁধো বেড়া॥

(২১)

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥
তুমি পাষাণ মেয়ে, বিষম মায়া, কতই মা কাচাও গো কাচ।
উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ।
বুঝে ভার দেয় যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ।
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥

(২২)

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশে রজনী নাই মা, সে দেশের এক লোক পেয়েছি
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়া, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।
মণিমন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি।

(২৩)

কালীপদ মরকত আলানে, মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এঁটে।
কালীনাম তীক্ষ্ণ খড়্গে কর্ম্মপাশ ফেল কেটে॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে।
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে॥
নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল বুঝনা রে দুঃখ চেটে।

রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়, মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম কোরে ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে ॥

(২৪)

কে জানে রে কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন ॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাষে লোক হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধর্বে শশী হয়ে বামন ॥

(২৫)

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বলনা ॥
ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ সেই হলনা ॥
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ।
মনরে ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা ॥
কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল,
মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল ঐহিকের এরূপ ভাবনা।
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন ;
মনরে ওরে শ্রীনাথ দত্ত, ধর তত্ত্ব কলের কপাট খোলনা ॥
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী,
মনরে ওরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা ॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে,
মনরে ওরে সিন্দূর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা ॥

(২৬)

আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই ॥
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুখের বড়াই।

(২৭)

রসনে কালী নাম রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে,
কেবল বাদার্থমাত্র, ঘট পটরে॥
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস,
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্র বটরে॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে॥
শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে দ্বিঅক্ষর কর মনে,
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী বলে কাল কাটরে॥

(২৮)

মন রে আমার ভুলো মামা।
ও তুই জানিস না রে খরচ জমা॥
যখন ভবে জমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি,
ওরে জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা॥
বাদে হলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবিল বাকী,
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি, হবে না তোর লেখার সীমা।
প্রসাদ বলে, দেখসে বুঝে কিসের খরচ কাহার জমা।
একবার অন্তরেতে ভাব দেখি মন, কালীতারা উমাশ্যামা॥

(২৯)

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাক্‌বে আমার মন কেন কুপথে চলে॥
হেদে গো মা দশভূজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা।
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা-বিল্ব-গঙ্গাজলে॥
এ ভবসংসারে আসি, না করিলাম গয়াকাশী।
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাক্‌ব কালী কালী বলে॥
দ্বিজরামপ্রসাদে বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে।
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে॥

(৩০)

মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোরকুঠারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে
ষড়দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রঘোরে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌বো হাঁড়ি বুঝ্‌বে মন ঠারেঠোরে॥

(৩১)

মায়ার এ পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধজনে ধাবতি, অবদ্ধজনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই।
মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভাবে, সাহসে বাঁধিছ বুক॥
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা।
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব দুখ সুখ॥
দীপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে।
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখে রে একটুক॥
প্রাক্ত অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ।
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে দেখ রে আপনার মুখ॥ ৪২॥

(৩২)

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যেতে পাঁচ পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতিস্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটী।
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি॥
গর্ব্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি॥
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি।
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদিমেয়েটি॥
ওমা যা ইচ্ছা হয় তাই কর মা, তুমিতো পাষাণের বেটি॥

(৩৩)

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিসনা রে সর্ব্বনেশে॥

অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিসনা রে বসে বসে ॥
মনের মত মন যদি হও, রাখ রে যোগেতে নিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে ॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধিবে যতনে কসে।
ওরে রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয়চরণ পাবার আশে ॥

(৩৪)

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ যে মা সংসারী।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী ॥
জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্ম তদুপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরাপারে, যাননি সেই ব্রজেশ্বরী
নাতোয়ানি কাচ কাচ মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥

(৩৫)

এবার কালী কুলাইব।
কালি কোসে কালী বুঝে লব ॥
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করি, হৃদিপদ্মে নাচাইব ॥
কালীপদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে দিব ॥
কালী ভেবে কালী হোয়ে, কালী বলে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালী দিয়ে চলে যাব ॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু কালী বুলি না ছাড়িব ॥

(৩৬)

একবার ডাকরে কালীতারা বোলে, জোর করে রসনে
ও তোর ভয় কিরে শমনে ॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গাকাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্মকর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম কেবা জানে ॥

ভজনের ছিল ভরসা, স্বপ্ন মোক্ষ পূর্ণ আশ।
রামপ্রসাদের এই দশা, কিভাবে ভেবে মনে॥

(৫৭)

মন খেলাওরে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥
এড়ি বেড় তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি ধুলাধুলি।
আমি কালীর নামে মারব বাড়ি, ভাংব যমের মাথার খুলি॥
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাংলি, গলে দিলে কাঁথা ঝুলি॥

(৫৮)

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা॥
ওরে ধিক্ রে রসনা তব ইচ্ছা করে পায়স পিঠা।
নিরাকার সাকার ককার, ককার সবাকার ভিটা।
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কেটা॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাততালিটা॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জ্বেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল, স্রুব * কর মন্ত্র যেটা॥
আমার এ তনু দক্ষিণাকালীর, দেবো ভরের দাগা চিঠা॥

(৫৯)

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলিকাথা, সেটাও নিত্য নয়।
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনিতো দেখায়।
যেজন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়॥
এমা তুমিতো অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয়॥
যার পিতামাতা ভস্মমাখে, তরুতলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় ট্যাকা, এ বড় সংশয়॥
প্রমাদ ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা আর প্রসাদের আশায়॥

---

* ঘৃত প্রক্ষেপের পাত্র।

[৪০]

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাহিব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কতশত, গয়াগঙ্গা দেখতে পাব॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, নিদানকালে কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব॥

[৪১]

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম নিগম শিবের বচন, মানবি কি না মানবি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচলনা আর সিদ্ধি ঘোটা॥
যেজন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন মেলে না, গায় ছালি আর মাথায় জটা॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমায় লোহা পিটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এযে মায়েপোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥

[৪২]

মা মা বলে আর ডাকবনা।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশা,
দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না।
ডাকি বারেবারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুখ সন্তানে, মা ম'লে কি আর ছেলে বাচেনা।
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র, মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি, দিবি দিবি পুন জঠরযন্ত্রণা॥

[৪৩]

সামাল্ সামাল্ ডুবলো তরী।
আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা, ভজলে না হরসুন্দরী
প্রবঞ্চনার বিকীকিনি, করে ভরা কৈলে ভারী।
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে, সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী॥

একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হ'লো ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, মায়েরে কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়া ভারী, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন, প্রসাদ মায়ের আজ্ঞাকারী॥

[৪৪]

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোজতল্লাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে এক বয়সী।
যেমন অনুজ ধানুকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে, পদে গঙ্গা গয়াকাশী॥

[৪৫]

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলাম যথা তথা॥
দিবা হলো অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ,
তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে স্থান দাও গো জগন্মাতা॥
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্বর্গ দাতা।
রামপ্রসাদ বলে চরণতলে, রাখবে রাখ এই কথা॥

[৪৬]

পতিতপাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নাম সারা॥
তরাসে আকাশে বসি, বুঝেছি মা কাজের ধারা।
বশিষ্ঠে চিনিয়াছিলে, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিলে।
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা॥
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্যকারণ তোমার নাই।
ওয়ায় সয় তয় রয়, সেইরূপ বর্ণপারা॥*

---

* ঙ, স, ত, র,—বীজ মন্ত্র

দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠী একের বোঝা।
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥
পাগল বেটার কথায় মজে, এতকাল মলেম ভজে।
দিয়েছি গোলামি খৎ, এখন কি আর আছে চারা॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ।
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা॥
বসতি ষোড়শদলে, ব্যক্ত হবে ভূমণ্ডলে,
প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা॥

[৪৭]

কেমন করে, ছাড়ায়ে যাবা॥
দেখবো এবার অধম বলে।
ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা।
বৎস পাশে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা।
প্রসাদ বলে ফাঁকিজুঁকি, মাগো দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা।

[৪৮]

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥
দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালেনা, এল পুত্র গেল কোথা।
সন্তানে কুকর্ম্ম করে বলে সারে পিতামাতা।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয়না ব্যথা।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা।

[৪৯]

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা, যায় এই জমী॥
তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী॥
আমি মোলে এ মহলে, আর নাই হামি। *
মাগো এখন ভাল না রাখোত, থাকুক রামরামি। †

* প্রার্থী। † সমানে সমান, যেমন তেমনি।

গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে, লইল এই ভূমি।
কেবল কথা রবে কোথা রব কোথা রবে তুমি ॥
(অবশিষ্ট অংশ পাই নাই।)

[৫০]

আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত, বল্‌গে যা তোর যম রাজারে ॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীবরে ॥
সনদ আমার উরস্ পাটে, যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে।
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন যে দিগম্বরে ॥
সনদ পেলাম মায়ের কাছে এতে কি আর গলদ আছে।
প্রসাদ বলে ভয় দেখালে যাবরে মায়ের দরবারে ॥

[৫১]

আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা ॥
চেননা আমারে শমন, চিন্‌লে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা।
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালী চাপা সিকত নদী, তাতেও মহাল আছে তাজা ॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, জাননা সেই পদের মজা ॥

[৫২]

তারা আমি নই আটাসে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোক রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিলকালে ॥
মায়েপোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে ॥

[৫৩]

তোমার কে মা বুঝ্‌বে লীলে।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে ॥

তুমি দিয়ে, নিচ্চো তুমি, বাছ রাখোনা সাঁঝ সকালে।
তোমার অসীম কার্য্য অনিবার্য্য মাপাও যেমন যার কপালে ॥
তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দী ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে।
তুমি যেমন দেখাও তেম্নি দেখি, জলেই তুমি ভাসাও শিলে ॥
তোমার জারি জুরি আমার কাছে খাটবে না মা কোন কালে।
ওসব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে ॥

[৫৪]

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥
পাপপুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি ॥
শমন দমন শ্রীনাথ চরণ, সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী ॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ্‌না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী ॥

[৫৫]

দূর হয়ে যা যমের ভটা।
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা ॥*
বল্‌গে যা তোর যমরাজারে, আমার মতন নেছে কটা।
আমি যমের যম হ'তে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা ॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সাম্‌লায়ে বলিস্ বেটা।
কালী নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা ॥

[৫৬]

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়াছে ॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়ে'ছ।
ওরে স্বয়ং থাক্‌তে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে ॥
হিসাব বাকি থাকে যদি, দিবনারে তোদের কাছে।
ওরে রাজা থাক্‌তে কোটালের দোহাই, কোন্ দেশেতে কে দিয়াছে ॥
শিবরাজ্যে বসতি করি, শিব আমায় পাট্টা দিয়াছে।
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে, ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ॥

* ভট—যোদ্ধা, এখানে অনুচর বা দূত ॥

[৫৭]

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি ॥
গুরুদত্ত রত্নভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি ॥

[৫৮]

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি ॥
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥
দেহের মধ্যে সুজন যেজন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি ॥
সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥

[৫৯]

ইথে কি আর আপদ আছে।
এই যে তারার জমী আমায় দেছে ॥
যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য্য খোঁটা, ধর্ম্ম বেড়া, এদেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক হয়েছে ॥
দেখে শুনে ছয়টা বলদ, ঘর হোতে বাহির হয়েছে।
কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥
প্রেমভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
প্রসাদ বলে কালীবৃক্ষে, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥

[৬০]

মাগো আমার কপাল দুষী।
দুষী বটে গো আনন্দময়ী ॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী ॥
অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি।
না করিলাম ধর্ম্মকর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি ॥

জনমি ভারতভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমার একূল ওকূল দুকূল গেল, অকূলপাথারে ভাসি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাব্‌তে নারি দিবানিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে, দুর্গানামে দিব ফাঁসি॥

[৬১]

বড়াই কর কিসে গো মা।
জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে॥
আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, থাক ক্ষেপা সহবাসে।
তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা তুমি কোন্ পুরুষে॥
মাগীমিন্সে ঝগড়া করে, রৈতে নার আপন বাসে।
মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে, ফিরে কেন দেশে দেশে॥
প্রসাদ বলে মন্দ বলি, কেবল তোমার বাপের দোষে।
মাগো আমার বাপের নাম লইলে বিরাজ করে কৈলাসে॥

[৬২]

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌বো লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা॥

(৬৩)

আর ভুলালে ভুল্‌বোনা গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুল্‌বনা গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূলে উল্‌বনা গো॥
সুখদুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুণ তুল্‌বনা গো। *
ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুল্‌বনা গো॥
আশা বায়ুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুল্‌বনা গো॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুল্‌বনা গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌বনা গো॥

* ভ্রমণ করিব না।

(৬)

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে হরিষে ॥
আগে ভাংবো গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে।
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, রেখে দূরাদেশে।
রব রসাভাসে হা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ রসে ॥
ফলের ফলে সুফল লয়ে, যাইব নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ॥
মন কর কি লওরে সুধা দুজনাতে মিশে।
খাবে একই নিঃশ্বাসে যেন সূর্যাসম শোষে ॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠ শুদ্ধি তারাবেশে।
মাগী জানেনা যে মন কপাটে খিল দিয়াছি কোষে ॥

[৬৫]

ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জাননা, মাননা, শুননা কথা ॥
অশুচি শুচিকে লোয়ে দিব্য ঘরে কর শোভা।
যদি দুই সতীনে পীরিত হয়, তবে শ্যামা মারে পাবা ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান, করিলে কৈবল্য পাবা ॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাভার মত লবা।
ওরে মায়াসূত্র ভেদসূত্র তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা ॥
আত্মারামের অন্নভোগ, দুটা সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে, ব্রহ্মরসে মিশাইবা ॥

[৬৬]

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ ॥
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ ॥
কালীরূপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক ॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক ॥

[৬৭]

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজি কূপে পড়ে আপন খাবে ॥

ভবজরা পাপ রোগ, নীলাচলে নানা ভোগ,
ওরে জরে কাশী সর্ব্বনাশী ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে ॥
কালীনাম মহৌষধি, ভক্তিভাবে পান বিধি,
ওরে গান কর পান কর আত্মারামের আত্ম হবে ॥
মৃত্যুঞ্জয় উপযুক্ত, সেবায় হবে আশু মুক্ত,
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে পরমাত্মায় মিশাইবে ॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া ছাড়ি কল্পতরু ছায়া।
ওরে কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে মৃত্যুভয়টা কি এড়াবে ॥

[৬৮]

ছিছি মনভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে বিষয় বিষে হলি রাজি ॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি রাজা বট রীতি পাজি ॥
অহঙ্কার মদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেকবে যখন শিখবে তখন করবে কালে পাপোষ বাজি।
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।
পড়ে চেরের কোটায় মন টুটায় যে ভজে সে মদগাজি ॥
কুতুহলে প্রসাদ বলে জরা এলে আসবে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি কি করিবে ও বাবাজি ॥

[৬৯]

এ শরীরে কাজ কি রে ভাই দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক্ ধিক্ কালীনাম নাহি বলে ॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্ত মন না ডুবে চরণতলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ,
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে ॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে,
ওরে না পূরে অঞ্জলি যদি চন্দন জবা বিল্বদলে ॥
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রিদিবা,
ওরে কালীমূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে ॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার,
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম্র কি কখন ফলে ॥

[৭০]

মনরে ভালবাস তারে।
যেজন নেযায় ভবসিন্ধু পারে ॥

এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার পসারে।
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে।
সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে॥
অহঙ্কার দ্বেষ রাগ, প্রতিকূলে অনুরাগ,
দেহরাজ্য দিলে ভাগ বল কি বিচারে॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা সদাশিবাগারে।
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে॥

[৭১]

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হেদে গো জননি শিবে॥

তুমি লবে লবে বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে,
থাকে থাক যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো কাজ কি আমার ভেবে॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে॥
আপনি যদি আপন তরী ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয় পদে ডুবে ডুবে॥
গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমি তো সে হবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল তুমিই বিচারিবে।

[৭২]

আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় গো চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি আশয় জেনেছি তোমার চাতুরি॥
কিছু দিলেনা পেলেনা, নিলেনা খেলেনা, সে দোষ কি আমারি॥
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি॥
যশঃ অপযশঃ সুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী॥

প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরে আঁখঠারি।
ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥

[৭৩]

দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্বসনা।
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জানলা।
সদা পদ্মবনে হংসারূপে আনন্দরসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা॥

[৭৪]

সে কি এম্নি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে॥
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে॥
যে চরণে শরণ লয়ে দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লোটায়ে॥
প্রসাদ বলে রণে চল রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে হুঙ্কার ছাড়িয়ে॥

[৭৫]

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কতদিনে কাট্‌বে আমার এ দুরন্ত কালের ফাঁসি॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে পিতা হলেন শ্মশানবাসী॥

[৭৬]

তাই কালোরূপ ভালবাসি।
শ্যামা জগমন্মোহিনী এলোকেশী॥
কালোর গুণ না ভাল জানে শুক শম্ভু দেবঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব কালোরূপ তার হৃদয়বাসী।
কাল বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি॥

যতগুলি সঙ্গী মায়ের তারা সকল এক বয়সা।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর, বিরাজে পূর্ণিমার শশী।
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে কালোরূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক মন করোনাক দ্বেষাদ্বেষি॥

[৭৭]

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমি নাচাও তেমি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র সে সুতায় কাট্‌না কেটেছে।
সেই মায়া সূত্রে বেঁধে জীব ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে॥

[৭৮]

আর তোরে না ডাকব কালী।
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে লেংটা হয়ে রণ করিলি॥
দিয়াছিলি একটা বৃত্তি তাওতো দিয়ে হরে নিলি।
ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খেলি॥
রামপ্রসাদ বলে মা গো এবার কালী কি করিলি।
ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে ভরা তুলে লাভে মূলে ডুবাইলি॥

[৭৯]

এলোকেশা দিগ্বসনা।
কালী পূরাও মোর মনবাসনা॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি,
আমায় হবে কি না হবে দয়া বলে দেমা ঠিকঠিকানা॥
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে,
ওমা তুমি বিনে ত্রিভুবনে এ বাসনা কেউ জানেনা॥
(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই)

[৮০]

হয়েছি জোর ফরিয়াদী।
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা॥
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী নেচে উঠে ছটা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো পুরে হতে দূর করে দি॥

বিমাতা মরেন শোকেতে, ছটায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হয়ে যাই আশানদী॥
হুজুরে তজবিজ কর মা হাজির ফরিয়াদী দাদী। *
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন সাধারণ নয় যে তা দি॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ওমা তোমার পুতে সতিন সুতে জোর করে কার কাছে কাঁদি॥
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে বাপতো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি আর কি এবার ফাঁদে পা দি॥

[৮১]

কেরে ঐ মনোমোহিনী॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ পুঞ্জ, মণিমরকত কান্তি ছটা,
একি চিত্ত ছলনা দৈত্য দলনা ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী॥
সপ্ত পেতি, সপ্ত হেতি, † সপ্তবিংশ প্রিয় নয়নী।
শশী খণ্ড শিরসি, মহেশ উরসি হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে বেসরে মণি।
মরি হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধারস কূপ, বদনখানি॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা, নিকটে প্রমোদা, প্রমাদ গণি।
কহিছে প্রসাদ, না কর বিষাদ, পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে মানি।
না হব জয়ী রে, করুণাময়ী রে, করুণাময়ীরে বল জননী॥

[৮২]

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ, বিগলিত কেশ, বিবসনা হরহৃদে কত নাচ গো রণে॥
সদ্য হত দিতি-তনয় মস্তকহার লম্বিত সুজঘনে।
কত রাজিত কটীতটে, নরকরনিকর, কুণপ শিশু শ্রবণে॥
অধর সুললিত, বিম্ব বিনিন্দিত, কুন্দ বিকসিত, সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে॥
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও চরণে।
প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে॥

[৮৩]

এলো চিকুর নিকর নরকর কটীতটে হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী॥

---

* আসামী। † সাধন বিশেষ।

শব শিশু ইষু, শ্রুতিতলে, বামকরে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর, যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসি॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
সমস্তা স্বধাসা, * মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা, সুরেশানুকূলা ষোড়শী।
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবপ্রিয়া, ভবার্ণব ভয় বাসি।
জনুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা চরণে গয়াগঙ্গা কাশী॥

[৮৪]

নবনীল নীরদ তনুরুচি কে, ঐ মনোমোহিনী রে॥
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ।
কোটিচন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখমণ্ডল, নিন্দি সুধামৃত ভাষ॥
অবতংশ সে শ্রবণে, কিশোর বিধি হরি গলিত কুন্তলপাশ।
গলে সুন্দর বরণ সুহার লম্বিত সতত জঘনে নিবাস॥
বামার বাম করপর, খড়্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশি-শকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষচয় কর নাশ।
তব নাম বদনে, প্রকাশে যে জনে, প্রভবে এ কথা আভাস॥

[৮৫]

হুহুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা॥
তপন দহন শশী, ত্রিনয়নী ও রূপসী, কুবলয় দল তনুশ্যামা।
বিবসনা এ তরুণী, কেশ পড়িছে ধরণী, সমরনিপুণা গুণধামা॥
কহিছে প্রসাদ সার, তারিণী সম্মুখে যার,
যমজয়ী বাজাইয়া দামা॥

[৮৬]

বামা ও কে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী, ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে॥
কি সুখে হাসিছে, লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর সমরে মগনা, হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা আবেশে।
টলিয়া টলিয়া যাইছে চলিয়া, ধর রে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারী রে, চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে ছিন্নবেশে॥

---

* মাতৃকা দেবী।

কারে আর ভজরে, ও পদে মজরে, রূপে আলো করেছে দিগদশে।
কি করি রণে রে, হয়েছে মনে রে, প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে ॥

[৮৭]

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ।
বসনহীনা কে সমরে।
মদনমথন উরসি রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয় কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জনমনোহরা শমন সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে ॥
শস্ত্রে শাস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন নগরে।
কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু-কদম্বে,
সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে ॥

[৮৮]

ঢল ঢল জলদবরণে এ কার রমণী রে।
নখরাজি উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ শবরূপ, উরসি রাজে চরণ ॥
একি চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্করী, সম্বরণ কর রণ ॥
মগনা রণমদে, সচলা ধরাপদে, চরণে অচল চালন।
ফণিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত, প্রলয়ের এই কি কারণ।
প্রসাদ দাসে ভাসে, ত্রাহি নিজ দাসে, চিত্তমে মত্ত বারণ।
সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে, কদাচ না মানে বারণ ॥

[৮৯]

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু নিরখি অতনু চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শবরূপ, বামা রণে কে ॥
শিশু শশধর ধরা শুভ্রধরা, সুহাস মধুরাধরা,
প্রাণ ধরা ভার, ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর কর ঝলকে ॥
বামা অগণ্য, বটে ধন্যা কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতিগুলা, নখ কুলা দন্ত মূলা,
এলো চুলা গায় ধূলা ভয় করে হে ॥

কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে।
তার অপরাধে ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে ॥

[৯০]

মরি ও রমণী কি রণ করে।
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদভরে,
রথরথী সারথী তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে ॥
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায়, পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসি শশী খসি, পড়ে তরাসে।
নিরুপমা রূপছটা ভেদ করে ব্রহ্মকটা,
প্রবল দনুজঘটা, গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগিনী ধরিছে তাল
মরি কিবা সুরসাল, গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ বধু, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু, মৃদু মৃদু হাসে ॥
সবার আশার আশা, ঘুচায়েছে আশা বাসা,
জীবনে নিরাশা, ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে ॥

[৯১]

এলোকেশে কে শবে এলোরে বামা।
নখরনিকর হিমকরবর রঞ্জিত বন তনু মুখ হিমধামা ॥
নব নব সঙ্গিনী, নব রসরঙ্গিণী, হাসত ভাষত নাচত বামা।
কুলবালা বাহুবলে, প্রবল দনুজদলে, ধরাতলে হতরিপু সমা ॥
ভৈরব ভূত প্রমথগণ, ঘন রবে রণজয় শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, বব বম্ বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজিছে দামামা ॥
ভবভয় ভঞ্জন, হেতু কবিরঞ্জন, মুকুতি করম সুনামা।
তব গুণ শ্রবণে, সতত মম মনে, ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা ॥

[৯২]

মোহিনী আশা বাসা ঘোর তমোনাশা বামা কে।
ঘোর ঘনা কান্তি ছটা ব্রহ্ম কটা ঠেকেছে॥
রূপসী শিরসি শশী, হরোরসি এলোকেশী,
মুখ ঝালা সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে।
দ্রুত চলে আশু টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা কব কিবা দিবা নিশি করেছে।
ক্ষীণ হীন ভাগ্যহীন, দুষ্ট চক্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীর বাদে কি প্রমাদে ঠেকেছে॥

[৯৩]

সদাশিব শবে আরোহিণী কামিনী।
শোভিত শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী॥
একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্ত্তিমতী মনোভব, ভবকামিনী।
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশী রাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকতজনে, দিবস রজনী॥

[৯৪]

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতাসবে॥
গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লবে॥
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে অনল নিবে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে॥

[৯৫]

শ্যামা বামা কে?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ সুধাকরমণ্ডলবদনী রে॥
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে॥

বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথরথী গজবাজী বয়ানে পূরে॥
মম দল প্রবল, সকল হত বল চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর, ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে।
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপা লেশ, জননী কালিকে॥

[৯৬]

চিকণ কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে।
অরুণ কমলদল, বিমল চরণতল, হিমকর নিকর রাজিত নখরে।
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে, ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে।
শমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল, লম্বগতি পতিত যুবতী অধরে॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা, কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরষিত শরধর, কত কত শত শত রে।
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবি ভাবি নয়ন ঝরে।
ও পদ পঙ্কজপল্লবে বিহরতু, মামক মানস হাস ধরে॥

[৯৭]

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল।
যোগিনীগণ সকল ভৈরব সমর করে, করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস, উর্দ্ধে শোণিত পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম গণ গণ গণ মবয়ব নন্থ মণ্ডল ভাল।
তা তা থেই থেই দ্রিমকি দ্রিমকি ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল।
প্রসাদ কলয়তি হে শ্যামা সুন্দরি, রক্ষ মম পরকাল।
দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ বারয় কাল করাল॥

[৯৮]

সমর ক'রে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবন মোহিনী॥
ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল নূতন জলধর বরণী॥
শব শিব হৃদয় মন্দাকিনী রাজিত চল চল উজ্জ্বল ধরণী।
তদুপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর নিকর, সুধা যামিনী॥

কলয়তি কবিরঞ্জন করুণাময়ী করুণাকুরু হরমোহিনী
গিরিবরকন্যে, নিখিল শরণ্যে, মম জীবনধন জননী ॥

[৯৯]

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসি।
বিহরে বামা স্মরহরে ॥
সুরী কি অসুরী কি নাগী কি পন্নগী কি মানুষী।
নাসে মুকুতাফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থো'র থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
একি করে করী করে ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা সুনবীনা বস্ত্রহীনা ষোড়শী।
নীলকমল দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচ কলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা এ প্রবল চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥
দিতিসুতচয় সমর প্রচণ্ড সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হবে সেটা দুঃখরাশি।
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী ॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ,
হৃদয়কমলে সতত বাস শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে জয়ী কালে তুচ্ছ বাসি,
কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥

(১০০)

ও কার রমণী সমরে নাচিছে। দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে
তনু নব ধারাধার, রুধিরধারানিকর, কালিন্দীর জলে কি কিংশুক ভাসিছে।
এমন বিমল শশী, কত সুধা ক্ষরে হাসি, কালরূপে তমোরাশি-রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা-কমল-পদে,
মুক্তি হেতু যোগী হৃদে ভাসিছে ॥

(১০১)

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়সে।
দনুজদলনা, ললনা সমরে শবে বিগলিত কেশ ॥
ঘনঘোরনিনাদিনী, সমর বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
রঙ্গিণীবর সঙ্গিনী, নগনা সমান বেশ ॥

গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর-নর হৃদয়-ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটীদেশ।
ক'হাছ প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব-পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ॥

(১০২)

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম রূপসা,
বিহরে সমরে বামা বিগলিতকেশী।
তনু অনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি।
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব-ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেকে আকাশে উঠে,
গিলে রথরথী গজবাজি রাশি রাশি॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার,
চৈতন্যরূপিণী নিত্য ব্রহ্ম-মহিষী।
সেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী॥

(১০৩)

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুরঘটা, গমনে করটা, বিবসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা, ললাটে বালার্ক বিধু,
শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু, মনোজ্ঞা মধুরমুখী, মধুর লালসা॥
সোমমৌলি-প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গলধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কর্ম্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমাধ্যা, হরিহরব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বাসা॥

(১০৪)

এবার আমি করব কৃষি।
ওগো এ ভবসংসারে আসি॥
তুমি কৃপাবিন্দুপাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী॥

দেহ জমীন মঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি,
মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে, আনন্দসাগরে ভাসি॥
হৃদয়মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
কত দুঃখ কাঁটা পায়ে ফোটে, মুক্ত কর মা মুক্তকেশী॥
কাম আদি ছয়টা বলদ বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা, তারার ও রাঙ্গা চরণে মিশি॥

(১০)

তারা তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরা দেরে কেটে॥
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া বেড়ী কেটে॥

(১০৮)

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব-কথা তায় সুধাবি।
অশুচি শুচিকে লয়ে দিব্য ঘরে তবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়ায়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে হইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে, এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
ওরে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মনটী হবি।

(১০৭)

জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেয়োনা রে ভোলা মন ঘুমেতে হারাবে ধন॥

নব দ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে, হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সিঁধ, হরে লবে সব রতন॥
(অবশিষ্ট অংশ পাই নাই)

(১০৮)

মা তোমারে বারে বারে, জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখনীরে, স্রোতের সেহলার মত॥
আমার যে মা মূল বাধা নাই, কোথায় যেতে কোথা দাঁড়াই,
ছয় দিকেতে ছয় রিপুর টান্ মাঝে পড়ে হলাম হত।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে,
দাঁড়াও একবার হৃদ্কমলে, দেখে যাই জনমের মত।

(১০৯)

মন কেন তোর ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লি না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তাই জান না॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয় আলো চাল আর বুট ভিজনা॥
জগৎকে পালিচ্ছেন যে মা, সাদরে তাও কি জাননা।
তুই কি করিবি বলি দিয়ে, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥
(শেষটুকু পাই নাই।)

(১১০)

সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে, মাগো জগতে কলঙ্ক রবে॥
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাড়া হবে॥
সাগরে যার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে।
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গানাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটাবে॥
(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই।)

(১১১)

আমায় ছুঁও না রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে॥
শোনরে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়াছে।
আমি ছিলেম গৃহবাসী কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে॥

মন রসনা এই দু'জনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে।
ইহা করে শ্রবণ রিপু ছয় জন ডিঙ্গা ছেড়ে চলে গেছে॥
যে জোর একঘরে আমি সে জোর আমার বজায় আছে।
প্রসাদ বলে, বেজাত মোলে যম যেন আসে না কাছে॥

(১১২)

এস দেখি মন তুমি আমি বিরলেতে বসিরে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরুচরণে,
পদে লুকায়ে সুধা খাব যমের বাপের কি ধার ধারি রে।
মন বলে করিবে চুরি ইহার সন্ধান বুঝিনে রে।
গুরু দিয়েছেন যে ধন অভয়চরণ কেমনে খরচ করিরে।
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলসা করিরে।
মধুপুরী যাব মধু খাব শ্রীগুরুর নাম হৃদে ধরিরে॥

[১১৩]

আমার অন্তরে আনন্দময়ী,
সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি, নামটী কভু নাহি ভুলি॥
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মা বিরাজে শতদলে,
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥

[১১৪]

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে॥
এ ঘাটে তরণী নইলে কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গানামে কলঙ্ক রবে মা নইলে খালাস কর ভবে॥
ডাকি পুনঃপুনঃ শুনিয়া না শুন ধর্ম্ম না রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে শরণ নিবার কাজ কি তবে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা মোর ক্ষতি কিছু না হবে।
মা তোর কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম জগজ্জনে আর নাহি লবে॥

(১১৫)

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে॥

হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়াইয়া আছি করপুটে।
কবে আদালত-শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে॥
সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিববাক্য ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে, শমনভয়ে মা ইচ্ছা হয় পালাই ছুটে॥
যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে।

(১১৬)

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ওকে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদপদ্মাসনে॥
গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলে কাণে কাণে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র তাও হারালেম সাধন বিনে॥
প্রসাদ বলে, কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিমকালে জয় দুর্গা বলে স্থান পাই যেন ঐ চরণে॥

(১১৭)

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী, তত্ত্বমসি বিগলিতকেশী॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।*
মায়ের করুণা বরুণা ধারা অসিধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।†
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশমহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসি।
ঐযে গলাতে বেঁধেছে আমার কালীনামের ফাঁসি॥

(১১৮)

কালী নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে।
শোন্‌রে শমন তোরে কই, আমি ত আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে।
ছেলের হাতের মোয়া নয় যে খাবে ভোগা দিয়ে॥

* বরুণা নদী উত্তরে, অসি নদী দক্ষিণে, মধ্যে কাশী বা বারাণসী।

† তৎ—ত্বম্‌-অসি, তুমিই সেই, এবং সোঽহং—আমিই সেই, এই তত্ত্বজ্ঞান, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একত্ব-জ্ঞান।

কটু বল্‌বি সাজাই পাবি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, যেন শ্যামা-গুণ গেয়ে,
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাব, চক্ষে ধূলা দিয়ে॥

(১১৯)

জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে বল্‌বে পাগল হলো॥
লোকে মন্দ বলে বলবে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা যা ভাল তাই করা ভাল॥
কালীনামের খড়্গ তুলে মায়া মোহ কেটে ফেলো।
করে মিছে মায়ায় টানাটানি রামপ্রসাদের প্রমাদ হলো॥

(১২০)

জানিগো জানিগো তারা তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোনা॥
কেহ যায় মা পাল্‌কী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে,
কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা॥
(অবশিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হই নাই)

(১২১)

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
ভবে আমার কি হইবে গো মা॥
অগম্য জলেতে মীনের আশ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়,
ও সে যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাইকো জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে,
রামপ্রসাদ বলে, মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে॥

(১২২)

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘড়ি।
(ভবসংসার বাজারের মাঝে)
ঐ যে মন ঘড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি॥
কাক গণ্ডী মণ্ডী গাঁথা, পঞ্জরাদি নানা নাড়ী।
ঘড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘড়ি লক্ষে দুটা একটা কেটে, হেসে দেও মা হাতচাপড়ি॥
প্রসাদ বলে, দক্ষিণা বাতাসে ঘড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি॥

(১২৩)

সে কি শুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥
ষট্‌চক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলে করে বসতি।
নেংটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি ॥
ওরে বল দেখি মন, সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি ॥
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥

(১২৪)

এই দেখ সব মাগীর খেলা।
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা ॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাজের বেলা
প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা।

(১২৫)

শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে ॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে।
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে তিন রজ্জুতে বাধা আছে ॥
সহস্রদলকমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে ॥
দ্বারে আছে শক্তি বাধা চৌকিদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে তাইতে প্রাণ নির্ভয় আছে ॥
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে।
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকী আছে ॥
রামপ্রসাদ বলে, এই ঘরে, চন্দ্র সূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমোনাশ করি তারা হৃদ্‌মন্দিরে বিরাজিছে ॥

(১২৬)

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।
যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল,
তার কেন কালরূপ হ'ল
কালরূপ অনেক আছে এ বড় আশ্চর্য্য কালো।
যাকে হৃদয়মাঝে রাখলে পরে হৃদয়পদ্ম করে আলো ॥

রূপে কালী নামে কালী কাল হইতে অধিক কালো।
ও রূপ যে দেখেছে সে মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভালো॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথা ছিল।
না দেখি নাম শুনে কাণে মন গিয়া তায় লিপ্ত হলো॥

(১২৭)

মন যদি মোর ঔষুধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত, মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা॥
সৌভাগ্য কররে দূরে মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে, তবেই সে মন ভবরোগে মুক্ত হবা॥ *

(১২৮)

আমি কি এমতি রব (মা তারা)
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়াহীন, ভজন বিহীন দীন হীন অসম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা)॥
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব (মা তারা)॥
প্রসাদ ক'হছে, তারা ছাড়া নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তর ইতে পার তেই সে, তা'রিণী
নামটী রেখেছেন ভব (মা তারা)॥

(১২৯)

যদি ডুবলো না, ডুবায়ে বা, ওরে মন নেয়ে।
মন হাল ছেড় না ভরসা বাঁধ পারবি যেতে বেয়ে॥
মন চক্ষু দাঁড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
জাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে॥
মন শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালীনামের যাও'র সারি গেয়ে॥

(১৩০)

তিলেক দাঁড়াও রে শমন বদন ভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন, কি না এসেন দেখি॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কিরে,
তবে তারানামের কবচমালা বৃথা আমি গলায় রাখি॥

* এ গানটি সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কোন কবির রচনা।

মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাসতালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান,
কখনও বাকীর দায়ে না ঠেকি ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন না পেলে তত্ত্ব আমি তার অন্ত পাব কি ॥

(১৩১)

মন হারালে কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া ॥
চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি, ছিছি মন তোর কপাল পোড়া ॥
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়া।
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, শ্বাস ধররে মন্ত্র সোটা ॥ *
প্রসাদ বলে, ভাবছ কি মন পাঁচসোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া ॥

(১৩২)

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে কর্ত্তা বলে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে
যার জন্যে মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে গোবরছড়া, অমঙ্গল হবে বলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী বলে কি করিতে পারবে কালে ॥

(১৩৩)

কালী তারার নাম জপ মুখে রে।
যে নামে শমন-ভয় যাবে দূরে রে ॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী,
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকে না পায় ভাবিয়া রে ॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা লোকে বলে ডুবে রে।
তবু ভুলাইতে পার যদি ভোলানাথের মনরে।
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
দ্বিজ রামপ্রসাদের নতি, চরণতলে রেখো রে ॥

---

* বীজ মন্ত্র।

(১৩৪)

গেল না গেল না দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছলনা,
ছাড়িয়ে ছাড়েনা মাসী হলো কাল ॥
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ, মাসী এসে তায় দেয় নানা দুঃখ,
মাসীর মায়া জালা, করে নানা খেলা ॥
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃকুলে না করিলাম বাস,
পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হল কালা,
তোলা দুধে ছেলে, বাঁচে কত কাল ॥

(১৩৫)

জগতজননী তরাও গো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগত ছাড়া গো তারা ॥
দিবা অবসানে রজনীকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী, মা আছ কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা, মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া,
কোথা গিয়েছিলে, একর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা ॥

(১৩৬)

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত ক'র ॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাটে বন্দি মা।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী ॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা।
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মালগুজারি ॥
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ মা।
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ॥

(১৩৭)

মন তোরে তাই বলি বলি।
এবার ভাল খেল খেলায় খেলি ॥
প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।
ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভায়ে, শমনেরে সঁপে দিলি

গুরুদত্ত মহাসুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।
ওরে খাওয়া'ল কেবলমাত্র, কতকগুলো গালাগালি ॥
যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম, করে দি'ল মেজাজ আলি।
এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালি ॥
প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি।
ওরে জাননা কি হৃদে গেঁথে, রেখেছি দক্ষিণা কালী ॥

(১৩৮)

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি ॥
কালীনাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে,
মন ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, অরি সুখে হইলি সুখী ॥
শিবদুর্গা কালীনাম, জপ কর অবিশ্রাম মন,
তোমার জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বলরে দেখি।
[অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই]

(১৩৯)

আমি নই পলাতক আসামি।
ওমা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ॥
বাকে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহাম্মদ মোহর করা, কবচ রাখি সাল তামামি ॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে, আসল কসে গাবে জমি ॥
এবার, তোমার নামের জোরে, থাকব ধোরে, নিখব করে লব ভূমি ॥
প্রসাদ বলে খাজনা বাকি, নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ-সিন্ধুমাঝে, ডুবেও পদে হব কামি ॥

(১৪০)

দুঃখের কথা শোন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা ॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাজের ধারা।
ওমা পাঁচের আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা ॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস ক'রয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিয়ে, সার হলো গো দুঃখের ভরা ॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যে জন, স্থির নহে মন, ছ'জনেতে করে সারা ॥

(১৪১)

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ॥
ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভাবিকে ভাল ভুলিয়েছি।
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে, সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি ॥
তারা নাম সারাৎসার, আত্ম-শিক্ষায় বাঁধিয়াছি।
সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গানামের কাচ পেয়েছি ॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, এ কথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি ॥

(১৪২)

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানবতরী কারণ জলে ॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে,
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেউ হারালে লাভে মূলে ॥
ক্ষিত্যপতেজঃমরুৎব্যোম বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গোড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে ॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচে মিশায়ে যাবে কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥

(১৪৩)

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দকাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব ॥
গঙ্গাজল বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বরনাথে পূজিব।
ঐ বারাণসী জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব ॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে নৃত্য করে গাল বাজাব ॥

(১৪৪)

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
সেথা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে ॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই পক্ক, যা করেছি তাই লিখেছে ॥
জন্ম জন্মান্তরের যত বকেয়া বাকী জের টেনেছে।
যার যেমি কর্ম্ম তেমি ফল, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে ॥
জমায় কমি খরচ বেশি তর্‌বো কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে (কেবল) কালীনাম ভরসা আছে

(১৪৫)

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।
ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ॥
তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরাঘোরা দুঃখে রোদন দুঃখে নাচ।
রংয়ের বেলা রাংয়ে কড়ি সোণার দরে তা কিনেছ।
ও মন দুঃখের বেলা রতন মাণিক মাটীর দরে তাই বেচেছ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা সেইরূপে মন মজায়েছ।
যখন যেরূপে বিরূপ হইবে, সে রূপের কিরূপ ভেবেছ॥

(অবশিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হই নাই।)

(১৪৬)

সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না।
আশার চাদর দিয়াছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে, তায় কাচ না॥
খেয়েছ বিষয় মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালীর নাম বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, ডাকলে আর চেতন পাবে না॥

(১৪৭)

ভূতের বেগার খাটবো কত।
তারা বল আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক, হয় আর সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।
ওমা ষড়রিপু সাহায্য তায়, হলো ভূতের অনুগত॥
আসিয়া ভবসংসারে, দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত॥
চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচলো না সে মুখের তিত।
কেন ভিষক প্রসাদ, মনে বিষাদ হয়ে কালীর শরণাগত।

(১৪৮)

ও মন তোর নামে কি নালিশ দিব!
ওতুই শকার বকার বলতে পারিস বলতে নারিস দুর্গাশিব॥

খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাজা,
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ধর করিব।
ও রে চুরি দারি করলে পরে, উচিত মত সাজাই পাব॥
(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই)

(১৪৯)

কালী বল রসনা রে।
ও মন ষটচক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাধা মুলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতার সারথি তায় রথ চল দেশদেশান্তরে॥
যুড়ি ঘোড়া দৌড় কচ্চে দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময় শির নাড়িতে নারে কলে বিকল হলে পরে॥
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করোনা রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।
ও মন এইত সময় মিছে কাল যায় (যত) ডাকতে পার ত্রঅক্ষরে॥

(১৫০)

মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী॥
ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলা খেলা,
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বা া, কাল যে নিকটে এলো॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্ত কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল॥

(১৫১)

আমার উমা সামান্যা মেয়ে নয়।
গিরি তোমারী কুমারি তা নয় তা নয়॥
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি, কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয়॥
রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয়।
ওহে গরুড়-বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয়॥
প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্যে হেন কন্যে পেয়েছ কি পুণ্য উদয়॥

(১৫২)

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
এ কথা ভাঙ্‌বো কি হাঁড়ি চাতরে॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারী রে।
যেমন অনুজ লক্ষণ সঙ্গে জানকী তার সমিভ্যারে।
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর বুঝে লওগে ঠারেঠোরে

(১৫৩)

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালীনামে গণ্ডী দিয়ে॥
কালোপরে কালীপদ সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ কি করে তার মরণ ভয়ে
(অবশিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হই নাই।)

(১৫৪)

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারি বাইতে নারি ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারি।
এনেছিলি বসে খেলি মন মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব করে দিতে হবে তখন তহবিল হবে হারি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে মন নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর আপন ঘরে মায়রে চুরি॥

(১৫৫)

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল করে।
মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে।
ঐ যে এম্নি কালীর কাপ আছে যে যেম্নি দেখে তেম্নি করে॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক্‌ঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে জায় গো জ্বালা, যদি অনুগ্রহ করে॥

(১৫৬)

মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব॥
ঘরে জায়গা না হয় যদি বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।
মায়ের নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে রব॥

প্রসাদ বলে উমা আমায় বিদায় দিলেও নাইকো যাব।
আমার দুই বাহু পসারিয়ে চরণতলে পড়ে প্রাণ ত্যজিব॥

(১৫৭)

মরি গো এই মন দুঃখে।
ওমা মা বিনে দুখ বল্‌বো কাকে॥
একি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বল্‌বে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখ্‌লে যারে পরম সুখে
ওমা আমি কত অপরাধী, লুণ মেলেনা আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ওমা মায়ের মত কাজ করেছ, দুষিবে জগতের লোকে।

(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই।)

(১৫৮)

কেরে বামা কার কামিনী।
বসে কমলে ঐ একাকিনী॥
বামা হাসিছে বদনে নয়ন কোণে নির্গত হয় সৌদামিনী।
এ জনমে এমন কন্যে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, ষোড়শী নবযৌবনা।

(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই।)

(১৫৯)

মনরে তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাক্‌রে ওরে ও মন তিনি ভব পারের তরি।
কালীনামটা বড় মিঠা বল্‌রে দিবা শর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা তবে কি শমনে ডরি।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে কালী বলে যাব তরী।
তিনি তনয় বলে দয়া করে তরাবেন এ ভববারি।

(১৬০)

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবেনা জননীর জঠরে॥
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদশাস্ত্রে নাইকো সীমা।
তারার মহিমা আপনি মাত্র জেনেছেন শিব শঙ্করে॥
আমার মায়ের নাম গান করে, কত পাপী গেল তরে।
ওমা কৈলাস গিরি দিব্য পুরী দেখাও এবার মা আমারে॥

(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই।)

(১৬১)

থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে, মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে॥
তাদের দমন করবো কি মা ভয়ে ভয়ে যাচ্চি সরে।
প্রসাদ বলে কোন্ বেচালে তারাই পাচ্ছে কয়েদ করে॥

(১৬২)

পুরলোনাকো মনের আশা।
আমার মনের দুঃখ রৈল মনে॥
দুঃখে দুঃখে কাল কাটালেম সুখের আর কিবা ভরসা।
আমি বলবো কি করুণাময়ী সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা ভেবে ভেবে পাইনা দিশা।
অভয় পদে শরণ নিয়ে ঘটলো আমার উলটা দশা॥

(১৬৩)

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন করনা এই মনে॥
শিব কৃত বারাণসী, সেই শিব পদ-বাসী, তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে।
অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর, নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে।
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরণার শোভা, হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত, কিবা কাজ অভিমুক্ত, পুরী গমনে॥

(১৬৪)

জননী পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে, কৃপাবলোকনে তারিণি।
তপন-তনয়-ভয়-চয়-বারিণী॥
প্রণব-রূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা, ভব পারাবার তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা, মূলা, হীন-মূলা, মূলাধার অমল কমল-বাসিনী।
আগম নিগমাতীতা, অখিলমাতা অখিলপিতা, পুরুষ-প্রকৃতি-রূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে, উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা-কারিণী।
সুধাময় দুর্গা নাম, কেবল কৈবল্য ধাম, অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে, ভণে রামপ্রসাদ তার, বিফল জানি।

(১৬৫)

বল, ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল; (গ্রহণে কালীর নাম)
তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল॥

একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়।
কালীনামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল ঢল ঢল।
কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি।
শিব শিরে গঙ্গা তারি, প্রভাব নির্ম্মল॥
আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভূরু,
গঙ্গা যমুনায় ধারায় নিতান্ত এই ফল॥
প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই,
বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল॥

[১৬৬]

কালী গো কেন লেংটা ফের।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসন ভূষণ নাই তোমার মা রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর।
আপনি লেংটা পতিও লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
ত্যজে, রত্নহার মা তোমার, ও কণ্ঠে শোভে নরশির।
প্রসাদ বলে ঐরূপে মা ভয় পেয়েছেন দিগম্বর॥

[১৬৭]

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে।
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে,
পরের জামিন হইলে পরে, সে না দিলে আপনি ভরে।
নখন দিনে নিড়াই করে, শিকারী সব রয়না ঘরে,
জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে।
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে,
যদি সে নিড়াইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে

[১৬৮]

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবরবেশে বৃন্দাবনে॥
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী॥
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবনে ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজকুমারী
পূর্ব্বে শোণিতসাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি।

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি।
মহাকাল কানু, শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি॥

[১৬৯]

কামিনী যামিনী বরণে এলো কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বামকরে ধরে অসি,
উল্লাসিতা দানব নিধনে।
পদভরে বসুমতী, সুভীতা কম্পিতা অতি,
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, তবে আর কিবা ভয়,
অনায়াসে যম জয়, জীবনে মরণে রণে।

[১৭০]

তোমার সাথী কে রে, ও মন।
তুমি কার আশায় বসেছ রে মন॥
তনুর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে।
যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে বেয়ে চলে যারে॥
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সোজা হয়ে চল রে।
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁৎ, যোগে লেগেছে রে।

[১৭১]

ডাকরে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুলনা মন সময় কালে॥
এসব ঐশ্বর্য্য ত্যাজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ,
ওরে ও পদপঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে॥
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে,
ওরে পারবে না ছাড়ায়ে যেতে, কাল ফাঁসি লাগবে গলে॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, কালের বলে কাজ হারালে
ওরে এখন যদি না ভজিলে, আমসী খাবে আম ফুরালে।

[১৭২]

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাসে॥
কে রে কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল, শ্রী মুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কে রে নীলকান্তমণি নিতান্ত, নখর নিকর তিমির নাশে।
কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥

দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর কাঁপে হুতাশে।
মাগো কোপ কর দূর, চল নিজপুর, নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥

[১৭৩]

হের কার রমণী নাচে ভয়ঙ্করা বেশে।
কে রে নবনীল জলধর-কায়, হায় হায়, কে রে হরহৃদি-হৃদ দিগ্‌বাস॥
কে রে নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় রমণী,
হেন ইচ্ছা কার, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেমডোরে,
রাখি হৃদি সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে॥
কেরে নিন্দিত রামকদলী তরু, হেরি উরু, দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে, অতি রোষ বলে,
ভুজঙ্গম দলে, নাভি পদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে।
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখ শতদলে অলি,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকশিত সিতাম্বুজ বনরুহায়,
কিবা ওষ্ঠ শোভা, অতি লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা,
যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে॥
কে রে কুন্তলজাল আবৃত মুখমণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, শিতি মুহু দোলে,
কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।
কত ডুন্ধবা ডুন্ধবী নাচিছে ভৈরবে,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী, কত কটরা ভরিয়ে সুধা যোগায় অমনি
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শবচ্ছলে আশুতোষে॥

[১৭৪]

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী,
কে রে নবীনা নগনা লাজ-বিরহিতা, ভুবনমোহিতা,
একি অনুচিতা কুলের কামিনী।
কুঞ্জরবর-গতি আসবে আবেশ, লোলিত বসনা গলিত কেশ,
সুর নর শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবে রে দনুজদলনী॥
কে রে নবনীল কমল কলিকাদল, বলিয়া দংশন করিছে অলি,
নখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ করত, পূর্ণ শশধর বলি।
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে চাঁদ,
দোঁহে দোঁহে করতঁহি নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি॥

কে রে জঘন সুচারু, কদলী তরু নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে,
তদূর্দ্ধে কটীবেড়া, নরকর ছড়া, কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে।
করতল স্থল নলদল অতিশয়, বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী॥
কে রে উর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর, করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে,
অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে।
প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী ঝলকে,
রবি-অনল শশি ত্রিনয়ন পলকে, দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী॥

। ১৭৫ ।

সমরে কে রে কাল কামিনী।
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা কুসুমাপরাজিতা বরণা, কে রণে রমণী।
সুধাংশু সুধা কি শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ না একি শারদ ইন্দু,
কমল বন্ধু, বহ্নি, সিন্ধু তনয় এ তিন নয়নী॥
আমরি আমরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ বাসিনী।
ফণী ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দশ্রেণী॥
কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ, অপরূপ শবশ্রবণে সাজ,
আমরি আমরি চণ্ডমুণ্ডমাল, করে কপাল এক বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ড ধারিণী।
ক্ষীণ কটীপর, নৃকর নিকর, আবৃত কত কিঙ্কিণী॥
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত শোণিত বৃন্তে, কিংশুক হীন ঋতু বসন্তে।
চরণোপান্তে, মন হরন্তে, প্রাণ কৃতান্ত দলনী॥
আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে টল টল,
হাসে খল খল, টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি॥
প্রলয় কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর রূপ বৃথা বিবাদ,
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদ-নাশিনী॥

আগমনী

। ১৭৬ ।

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে॥

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলো চুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধোরে॥
পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥
যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এসে ধরে করে
কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,
কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,
ভাসে মহা আনন্দসাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,
দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাসরে॥

[১৭৭]

ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো॥
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায়, অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে আর গো॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে, একি কথা মার গো॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি, সান্ত্বনা করে বার বার
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে, এমন শুভ দিন আর কার গো॥

[১৭৮]

গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ কারো কথা শুন্‌বো না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মান্‌বো না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥

[১৭৯]

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার ;
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হলো বিদার ॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়ে না বুঝে মন,
হায় হায় বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার ॥

[১৮০]

ষট্‌চক্রভেদ।

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে।
এক স্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিব শক্তি সব্যে, বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে ॥
ভুজঙ্গপা লোহিতা, স্বয়ম্ভূতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য ঘরে ॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ক, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয় ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ॥

অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।
ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হোং স্বরে॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে॥
উপাসনা ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী ক'ল পদ ভরে।
নিদ্রা ভঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে॥
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশ শত দল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনে প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে॥

[১৮১]

ষট্চক্র বর্ণন।

আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী॥
মূলে পৃথী ব, স, অন্তে চারি পত্রে মায়া ডাকনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শিরে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অন্তে ষড়দলোপর বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী!
ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নি বীজ ধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী॥
অনাহতে ষটকোণ, দ্বিষড়দলবাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ ষোড়শ দল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী॥

ভ্রূমধ্যে দ্বিদল মম, শিবলিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্র বীজে সুধা ক্ষরে হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী॥

[১৮২]

শব সাধনা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল॥
ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পার্শ্ব শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটাজাল॥
শমন সমান দর্প, গলেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যে জন সাধক বটে, তারে কি আপদ ঘটে
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল।
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল॥

[১৮৩]

ভবে আসা খেলব পাশা বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পলো।
পোবার আঠার যোল, যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচে বার পেয়ে মাগো পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ রইলো॥
ছ দুই আট, ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হল যশ, এবার বাজী ভোর হইল॥
হদ্দ হলো চোদ্দপোয়া, বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া।
রামপ্রসাদের বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো॥

[১৮৪]

কেবল আসার আশা, ভবে আশা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা! মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেলো॥
মা খেলবে বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলো।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যা বেলায় কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥

[১৮৫]

হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী (শ্যামা।)
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী (ওমা॥)
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী॥

[১৮৬]

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাস, তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে॥

[১৮৭]

অপার সংসার নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, অঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি।
তার কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরি, রাখ এইবার॥
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পূরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম, তারা তব নাম সংসারের সার

কাল গেল কালী হলনা সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন ।
এ এব বন্ধন, কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার ।

[১৮৮]

মা বলে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই ;
থাকলে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ।
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশ পুতুল দাহন করে ;
ওরে অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই ॥

[৮৯]

অপরা জন্মহরা জননী ।
অপারে ভব সংসারে এক তরণী ॥
অজ্ঞানেতে অন্ধজীব, ভেদ ভাবে শিবাশিব ।
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা স্বরূপিণী ॥
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া ।
দিন দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী ॥
আনন্দ কাননে ধাম, ফলকি তারিণী নাম ।
যদি জপে দেহ অন্তে, শিব বলে মানি ॥
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন ।
নিজ গুণে তিনলোক, তারয় তারিণী ॥

[১৯০]

পতিত পাবনী পরা,
পরামৃত ফলদায়িনী ।
সুদীনে চরণ ছায়া বিতর শঙ্কর জায়া ।
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তার কারিণী ॥
কৃত পাপ হীন পুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্য ।
তারারূপে তারয় মাং নিখিল জননী ॥
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণী তব ।
প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিণী ॥

[১৯১]

এলো চিকুর ভার, এ বামা ! মার মার মার রবে ধায় ॥
রূপে আলো করে ক্ষিতি, গজপতি রূপ গতি, রতি পতি মতি মোহ পায় ।
অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালা, নিশুম্ভ নিপাতি কালী সব সেরে যায় ।
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়, এ জন্মের মত বিদায় ।
কালী বলে এত কাল, এড়ালেম যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায় ।
টেনে ফেল রুদ্রাক্ষ, গঙ্গাজল বিল্বদল, শিব পূজার এই ফল, অশিব ঘটায়
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায় ॥

ভব দৈব রূপ শব, মুখে নাহি মাত্র রব, কার ভরসায় রব, হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী, নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়॥
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়, দক্ষিণাতে মন লয় কর দৈত্যরায়।
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এ জন্ম কর্ম্মসায়॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি ঘটেছে ঘটে, এ সঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।
ওহে দৈত্যরায়, ভজ এই দক্ষিণ য়, আর কি কাজ আশায়॥

[১৯২]

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক॥
অনিত্য বিষয় ত্যাজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ।
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রা ভঙ্গে ভাব কেমন।
বিষয় জানিবে, তেমন, হলে নিদ্রা ভঙ্গ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে।
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে।
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা।
অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ॥

[১৯৩]

কালী কালী বল রসনা।
কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি পেতে ত্রাণ, থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন।
দুরন্ত শমন বাঁধিবে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না॥
দুর্গা নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার, সকলি অসার ভেবে দেখ না
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখনা কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে সব যম-যন্ত্রণা॥

[১৯৪]

কালী নাম জপ কর, যাবে কালীর কাছে।
কালীভক্ত, জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু অকিঞ্চন-দীনবন্ধু ;
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্প-গাছে।

গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী ;
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে।
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ ;
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে।
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়,
অণিমাদি * আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক্ পাছে ॥

[১৯৫]

ওরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম।
(আমার) এ তনু তরণী ভব সাগরে ডুবালাম ॥
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
(তাতে) ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পূরাইলাম ॥
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ॥
প্রসাদ বলে মাগো আমি কি কার্য্য করিলাম।
(আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥

[১৯৬]

ওরে মন বলি ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
সদা গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে ॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে ॥
যত শোন কর্ণ পটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী, পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে।
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মারে ॥

(১৯৭)

মনরে তোর বুদ্ধি একি !
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তালাস করে বেড়াস ফাঁকি ॥
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে।
মনরে, ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে না কি।
জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে করোনা হেলা।
মনরে, যখন বলবে বাপে সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী ॥
পেয়ে যেধন হেলায় হারায়, তার চেয়ে কে অবোধ ধরায়।
প্রসাদ বলে হারাবনা সময় থাক্‌তে শিখে রাখি ॥

---

* ইচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা।

(১৯৮)

ওমা! হর গো তারা, মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহে না॥
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে, মাগো জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলি ওমা ওমা॥
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মাগো যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুমি কি জান যন্ত্রণা জন্মিলে না মরিলে না॥
রামপ্রসাদ এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না॥

(১৯৯)

আমার কপাল গো তারা!
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে॥
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিলে পরে।
আমি অতি অল্প মতি, ভাসালে সায়েরের জলে॥ *
স্রোতের সেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নাহি না অগাধ জলে॥
বনের পুষ্পে বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণ তলে॥
শ্রীরাম প্রসাদের এই বাণী, শোন গো মা নারায়ণী।
তনু অন্তকালে আমায় টেনে ফেল গঙ্গাজলে॥

[২০০]

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে;
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে;
গুরু দত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা;
আমার জ্ঞান সুরীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে॥

(২০১)

ওরে মন চড়কি চড়ক কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মনরে ওরে, কর পঞ্চ বিল্বদলে পুজিছ তাহারে॥

---

* সায়ের—পুখুর পুষ্করিণী।

ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক।
মনরে ওরে বৃন্দাবলী খ্যামটা ঢালী, বাজায় বারে বারে॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে।
মনরে ওরে এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়ক গাছ বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে, মায়া ডোরে বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার।
মনরে ওরে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি, ডাক ফেলে মারে॥

[২০২]

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আন্তে পারি হরে॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা।
তবে মানব দেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে।
গুরু বাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে।
ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে॥

(অবশিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হই নাই।)

[২০৩]

কাজ কি রে মন্ যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী॥
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী।
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥

[২০৪]

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো॥
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছ পূজা, দিয়ে নরবলি গো॥
কার বাড়ী গিয়েছিলে, মাগো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জবা গো॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড করেছ রাশি রাশি গো॥

অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুণ্ড মালা।
হেট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো॥
মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল পতিও পাগল, মাগো আরও পাগল আছে।
ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো॥

(২০৫)

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এখন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না॥
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না, তায় বা ক্ষতি কি মোর।
হোক দিলে দিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি, এবার এবাজী ভোর গো।
এমা দিতিস্ দিতাম, নিতাম, খেটাম মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলোনা, মজুরা চায় কি, কি জোরে করিব জোর গো॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে সুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো॥
এমা ঘোর মহানিশি, মন যোগে কি কাজ তোর কঠোর॥
আমার একূল ওকূল, দুকূল গেল, সুধা না পেলে চকোর গো॥
এমা আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে, দারুণ করম ঘোর।
রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে ছটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো॥

(২০৬)

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়।
দুর্গা নাম তরণী করে বেয়ে গেলে হয়॥
পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে, করেছি বিক্রয়॥

(২০৭)

তুই যা রে কি কর্‌বি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে হৃদ্‌গারদে বসায়েছি॥
হৃদ্‌পদ্ম প্রকাশিয়ে সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে আমি আমার প্রাণ সঁপেছি॥

এম্নি করেছি কায়দা, পলাইতে নাইকো ফায়দা,
হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়দা, দুনয়ন দ্বারবান দিয়েছি॥
মহাজ্বর হবে জেনে আগে আমি ঠিক করেছি।
তাই সর্ব্বজ্বর-হর লৌহ গুরুতত্ত্ব পান করেছি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে তোর জারি ভেঙ্গে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে যাত্রা করে বসে আছি॥

(২০৮)

জানিলাম বিষম বড় শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিদী দাদী না হয় সঞ্চার রে॥
আরজবেগী যার শিরে, সে দরবারের ভাস্ত কিরে,
মাগো ওমা দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে আস্থা কি কথার রে॥
লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া,
মাগো ওমা তোমায়, তারা ডাকে আমি ডাকি কাণ নাই বুঝি মার রে।
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে রোয়েছ কালী,
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী, করিলে আমার রে॥

(২০৯)

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল ঘোর।
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করতে পারে জোর॥
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা শোর।
ওরে, শ্রীদুর্গা বলিয়া রে রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে কালে মহাঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর॥

(২১০)

কার বা চাকরী কর (রে মন)।
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কে রে, হলিরে তুই কার নফর॥
মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি, কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন)।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, তারার নামটী সার।
ওরে মিছে কেন দারা সুতের বেগার খেটে মর (ওরে মন)

(২১১)

মন জান নাকি ঘটবে লেঠা।
যখন ঊর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে পথে তোমার দিবে কাঁটা॥

আমি দিন থাকিতে উপায় বলি দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আঁটা॥
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক করবে কেটা।
ওরে জান না যে তার ভিতরে, দুয়ার রয়েছে নটা॥
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গী ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলেছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে মন জানতো মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাঁড়ি, বুঝাইব সেটা॥

(২১২)

এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিহ্বলা॥
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা॥
কি রূপ কি গুণ ভঙ্গি কি তার কিছুই না যায় বলা।
যার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥
(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই।)

(২১৩)

যাও গো জননী, জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামদি করে॥
মা মা বলে পাছু পাছু, যেজন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে দাগিল করিস্ যমের ঘরে॥
অল্পে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে॥
যেজন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে।
চোখে আঙ্গুল না দিলে পর, দেখ্‌বি না মা বিচার করে॥
যে দু-কথা শোনাতে পারে, যে জনা হেতের ধরে।
তার হয়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পরাণের ডরে॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা জোরে।
সাধরে শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় পুরে॥

[২১৪]

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী॥
ভাগীরথী বিরাজিত, প্রবাহে অর্দ্ধ শশী।
উত্তর বাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি॥

শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণা অসি।
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিসি॥
কি মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী।
ওমা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার, চরণ ধূলার অভিলাষী॥

(২১৫)

মা গো আমার খেলা হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী॥
ভবে এলাম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূল খেলা।
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা; কাল যে নিকটে এলো॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেল॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধ কালে, অশক্তি কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল॥

(২১৬)

কেরে কুঞ্জর গামিনী, তনু সৌদামিনী, প্রথম বয়স রঙ্গিণী।
যৌবন সম্পদ, ভাবে গদ গদ, সমান সঙ্গে সঙ্গিণী॥
কেরে নির্ম্মল বর্ণাভা, ভুজগ মণি ভূষণ শোভা হরে, ভূষণে কিবা কাজ।
পূর্ণচন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে, নাহি বাসে লাজ॥
ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরী ছবি, মোহিত দেব মহেশ।
ভুলে কাম রিপু, জর জর বপু, সে রূপের কি কব বিশেষ॥

(২১৭)

রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজে কমলদলের অমলমধু মত্ত হলি বিষয় রসে॥
শক্তি কুল কুণ্ডলিনী তারেত ত মন জাগালিনি।
হেরে গুড়ের কলস হলি অলস এমন অবশ হলি কিসে॥
এ দেহ পাঁশফুলের সাজি তুই হলিনে কাজের কাজী।
প্রসাদ বলে রত্ন ত্যজি ঘুরে মর কর্ম্ম দোষে॥

(২১৮)

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষ, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে॥
হং বর্ণ পূরকে হয়, সঃবর্ণ রেচকে বয়। *
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে॥

---

* হং, সঃ, নিগূঢ় অর্থ সোঽহং। হং নিশ্বাস, সঃ প্রশ্বাস। সোঽহং আত্মা ও ব্রহ্মে অভেদজ্ঞান।

অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ।
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে॥
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়।
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়, ততোধিক সঙ্গম সময়ে॥

(২২৯)

বাসনাতে দাও আগুণ জ্বেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, মনের ময়লা ফেল কাটি॥
কালীদহের কূলে চল, সে জলে ধোপ ধর্ব্বে ভাল,
পাপ কাষ্ঠের আগুণ জ্বাল, চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি॥

(অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই।)

(২২০)

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে॥
জাঁক জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আলো চাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে, দেওনা জ্বলুক নিশি দিনে॥
মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বোলে, বলি দেও ষড় রিপুগণে॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোলে, কাজ কি রে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥

(২২১)

দুটো দুখের কথা কই।
দুঃখের কথা কইগো তারা মনের কথা কই॥
কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী।
কারেও দিলে ধন জন মা হয় হস্তীরথী জয়ী।
আর কারো ভাগ্যে মজুরখাটা শাকে অন্ন মিলে কই॥
কেহ থাকে অট্টালিকায় আমার ইচ্ছা তেম্নি রই।
ওমা তারা কি তোর বাপের ঠাকুর আমি কি কেহই নই॥

কারো অঙ্গে শাল দোশালা ভাতে চিনি দই।
আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালি, ধানে ভরা খই॥
কেউবা বেড়ায় পালকীচড়ে—আমি বোঝা বই।
মাগো আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়াছি গো মই॥
প্রসাদ বলে তোমায় ভুলে আমি জ্বালা সই।
ওমা, আমার ইচ্ছা অভয়পদে চরণধূলা হই॥

(২২২)

মন কালী কালী বল।

বিপদনাশিনী কালার নাম জপনা ওরে ওমন কেন ভোল।
কিছু করোনারে ভয় দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল।
যা হবার তা হলো ভাল কাল গেল মন্ কালী বল।
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধুলো ভব পারাপারে চল॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ভুলোনা মন নিদান কাল।
ওরে, কালীনাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হলো॥

(২২৩)

হরহৃদি বিহরে।

তনুরুচি রুচির, সজল ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে।
নীল কমল দল, শ্রীমুখ মণ্ডল শ্রমজল গলে শরীরে।
মরকত মুকুরে মোহন মুকুতাফল রচিত কিবা শোভা মরিরে।
গলিত চিকুরঘটা, নব জলধরছটা, ঝাঁপল দশদিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর, কাতর মূর্চ্ছিত মহীরে॥
ঘোর বিষয়ে মজি, কালীপদ না ভজি, সুধা ত্যজি বিষপান করিরে
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈববিড়ম্বন, বিফলে মানব দেহ ধরিরে॥

মৃত্যুর প্রাক্কালীন সঙ্গীত চতুষ্টয়

(১)

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, এতনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইবে ধেয়ে॥

(২)

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খেয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

(৩)

নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে;
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়;
ওমা তার ঠাই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে;
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥

[৪]

তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেম্নি সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি;
মাগো, ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই;
মাগো ওমা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণায় জোর বড়;
মাগো ওমা, আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে॥

অতিরিক্ত পদাবলী।

(হিতবাদী হইতে পুনর্মুদ্রিত)

ইহার সকলগুলি রামপ্রসাদের রচিত কি না, সেবিষয়ে সন্দেহ আছে।

(১)

দিস মা কালী ফলার খেতে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ মেলে যাতে॥
ধর্ম্ম লাভ হয় নিমন্ত্রণে, বুঝে দেখ মনে মনে,
অর্থ লাভ তার পরক্ষণে, দক্ষিণাটী হ'লে হাতে॥
কাম মোক্ষ পাই গো করে, যখন এসে ঘুমাই ঘরে,
রামপ্রসাদ বলে ফলার পেলে,
ভয় থাকে না সংসারেতে॥

(২)

মা তোদের ক্ষেপার হাট বাজার।
গুণের কথা কইব কার?
তোরা দুই সতীনে কেউ বুকে কেউ মাথায় চড়িস তাঁর।
কর্ত্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপার মূলাধার;
চাকলা ছাড়া চেলা দুটো সঙ্গে অনিবার।
গজ বিনে গো আরোহণে ফিরিস কি আচার,
মণি মুক্তা ছেড়ে পরিস গলে নর-শির-হার।
শ্মশানে মশানে ফিরিস্ কার কার বা ধারিস্ ধার;
রামপ্রসাদকে ভবার্ণবে কর্ত্তে হবে পার।

(৩)

সকলি জানিস তারা আগাগোড়া আমার যত।
তবে কেনে অধম জনে অকাজে মা করিস্ রত॥
এ সকল ত তোরই মায়া, বাজিকরের বাজির মত।
তুই দিয়েছিস মা মনের পায়ে, মস্ত বেড়ী দারাসুত॥
দিনে দিনে দিন গেল মা, সুপথ খুঁজে পেলাম না ত।
ঘোর নিশা যে আসছে তারা, অপথে আর ঘুরি কত॥
(শেষ অংশ পাই নাই।)

(৪)

পিতৃ ধনের আশা মিছে।
পিতার দলিলদস্ত ধন সমস্ত আগে বেনামী করেছে।
সে সকল ধন কুবেরকে দিয়ে, নিজে ক্ষেপা সেজে বসে আছে॥

আশা ছিল মাতৃপদ, পিতা তাও দখল করেছে।
কেউ লবে বলে যত্ন করে আগেতে বুকে রেখেছে॥
পিতা ম'লে পুত্রে পায় ধন, সর্ব্ব শাস্ত্রে এই লিখেছে।
কিন্তু সে নয় মরিবার পিতা, মৃত্যুকে জয় করেছে॥
(শেষ অংশ পাই নাই।)

(৫)

মন ভুল না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে॥
সুরাপান ক'রনে আমি সুধা খাই যে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদমাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি থাকি বসি, হরমহিষীর চরণতলে।
নৈলে ধ'রবে নিশা, ঘুচবে দিশা,
বিষম বিষয়-মদ খাইলে॥
যন্ত্রভরা মন্ত্র সোঁড়া, অণ্ড ভাসে সেই জলে।
সে যে অকুলতারণ কুলের কারণ,
কুল ছেড় না পরের বোলে॥
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে।
সত্ত্বে ধর্ম্ম তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় রজ মিশালে॥
মাতাল হ'লে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে পতিত হবে কুল ছাড়িলে॥

প্রসাদ পদাবলীর ২২ সংখ্যক গীতের যে কয় চরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(৬)

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কা'ছ ভাব শিখেছি॥
ভাবীর কাছে পেয়ে ভাব মা, সকল ভাবকে এক করেছি॥
ত্রিংশের মঙ্গলার মাঝে শুদ্ধ মন তায় রেখেছি।
এখন তোমার পদ তোমায় দিয়ে, তোমাতে তোমায় সঁপেছি॥
ভবের হাটে এসে এবার বেচা কেনা সব করেছি।
জমার খাতে শূন্য দিয়ে, খরচে দাখিল করেছি॥
চরণে মিশায়ে প্রাণ, নূপুরে মিশায়ে তান,
সেই দেশের এক গান শিখেছি।
কি নাম কি নাম বাজে তান মা, কটাক্ষে ওস্তাদ মেনেছি॥

প্রসাদ বলে পাপ পুণ্য তো'র এবার দুই দঁপেছি।
এবার কালী নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥

(৭)

ও মন তোর ভ্রম গেল না।
পেয়ে শক্তি তত্ত্ব হলি মত্ত, হরিহর তোর এক হলো না॥
বৃন্দাবন আর কাশী ধামের মূল কথা মনে বোঝ না;
কেবল ভব চক্রে বেড়াও ঘুরে করে আত্ম প্রতারণা।
যমুনা আর জাহ্নবীকে এক ভাবে মনে মান না;
অসি বাঁশীর মর্ম্ম বুঝে (তোমার) কর্ম্ম করা আর হ'ল না।
প্রসাদ বলে গণ্ডগোলে এ যে কপট উপাসনা;
(তুমি) শ্যাম শ্যামাকে প্রভেদ কর চক্ষু থাকতে হলে কাণা॥

(৮)

তার মা তারা এ সঙ্কটে।
পেচে পড়েছি এসে ভবের হাটে॥
বেচা কেনা ফুরাইল মা; সন্ধ্যে হলে এলাম ঘাটে।
এখন ভাবছি বসে নদীর তীরে, তপনও বসিল পাটে॥
মায়া নদীর বিষম বেগ মা, তার রয়েছে যোয়ান ছুটে।
মা তোর আসান পেলে ভাসান দিয়ে,
পার হয়ে যাই সাঁতার কেটে॥
শিবের কথা অন্যথা নয়, দিয়েছে শিব জটে রটে।
সে শিব মিথ্যাবাদী হবে যদি, তবে, রামপ্রসাদের বিপদ বটে॥

(৯)

চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি।
নামে জগচ্চিন্তা হরা, কিন্তু কাজে কই মা তেমন দেখি॥
প্রভাতে দাও অর্থ চিন্তা, মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তা,
সায়াহ্নে দাও অলস চিন্তা, বল মা তোমায় কখন ডাকি॥
দিয়াছ এক মায়া চিন্তে, ওমা সদাই করি তাই চিন্তে,
না পারিলাম তোমায় চিনতে, মা চিন্তা কূপে ডুবে থাকি॥
ও মা তুই গো পাষাণের মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে,
রহিলি পাষাণী হয়ে, রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাঁকি॥

(১০)

মন রে ভালবাস তাঁরে।
যে ভবসিন্ধু পারে তারে॥
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য আমার সংসারে॥

ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্বকথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাইবে কোথা রে॥
সংসার কে কাচ, কুহকে নাচায় নাচ
মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কার গারে
অহঙ্কার দ্বেষরাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহ রাজ্য দিলে ভাল বল কি বিচারে॥
যা করেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণিদ্বীপে ভাব শিবা, সদ্য শিবাগারে॥
প্রসাদ বলে দুর্গা নাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিরাম, সুধাও রসনারে॥

(১১)

কি ধন দিবি আর কি তোর আছে।
তোর যত ছিল ধন সম্পত্তি, শিব আগে বুকে রেখেছে॥
যে ধন তোমার ছিল তারা সে ধনত সব ফুরায়েছে।
শিব সেই ধনকে ব্রহ্ম জেনে, পদতলে পড়ে আছে॥
তোমার ধনের মধ্যে অন্তে পদ, সেত শিবের সম্পদ পদ,
ভেবে শিব সে সম্পদ, নয়ন মুদে পড়ে আছে।
খেয়ে ভোলা সিদ্ধি গোলা নেশাতে ভোর হয়ে আছে।
ডাকলে সাড়া দেয়না তারা, ও সে ধনের ঘড়া ধরে আছে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ বলে, সে ধনের অংশ দিতে হবে বলে,
চায়না ভোলা চক্ষু মিলে, জেগে জেগে ঘুমায়েছে॥

(১২)

কেরে রজনী-রূপিণী রণ করে।
ঘোর চিকুর অন্ধকার আলু থালু দেখে মরি মা ডরে॥
যত দেবগণ ধরেছে তাল, নাচিছে বামা সমরে বিশাল,
বববমবম্ বাজিছে গাল, নরশির-হার কণ্ঠে দোলে।
রামপ্রসাদ বলে কেন হে ভূপ, ঐ দেখ মায়ের অপরূপ রূপ,
তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্ররূপিণী, যোড় করে স্তুতি করে অমরে॥

(১৩)

আর কি বৈদিক পূজা আছে (মা)
আমার সুযশ নাই অযশ ঘটেছে;
আমার অবকাশ হল সব কাজ, জন্ম মৃত্যু দুটো অশৌচ ঘটেছে॥
চিন্তা ভার্য্যা বন্ধ্যা ছিল, সে ভার্য্যা প্রসব করেছে।
কাল অনুক্রমে সুসঙ্গমে, জ্ঞান আনন্দ নামে এক পুত্র জন্মেছে॥

কুবুদ্ধি এক জনক ছিল, সেও আমায় ত্যাগ করেছে।
সেই পিতার লাগি হয়ে বিবাগী, মায়া নামে আমার মা মরেছে ॥
রোগ শোক দুটী ভ্রাতা, কেহ কৃপণ কেহ দাতা,
ভগ্নী দুটী ক্ষুধা তৃষ্ণা, যশ প্রশংসা নাই কারো কাছে ॥
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে, যত বিপদ গৃহবাসে,
এখন সম্বল লয়ে কৃত্তিবাসে, জয় কালী বলে বেড়াই নেচে ॥

(১৪)

কালীপদ আকাশেতে মন ঘুড়ী খান উড়তেছিল।
কলুষ কুবাতাস পেয়ে, ঘুড়ী গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল ॥
মায়া কান্না হল ভারী, ঘুড়ী আর রাখিতে নারি,
দারাপত্য মায়া দড়ী, এরা দু'জন জয়ী হল।
কাপে দন্তী গেছে ছিঁড়ে, ফাক পেয়ে তারা জিতে গেল।

(শেষ অংশ পাই নাই)

(১৫)

মা চেয়ে ভাল বিমাতা।
মায়ের আমার মায়া কোথা ॥
মায়ের যেটী ভাল ছেলে, তার প্রতি স্নেহ মমতা।
অকৃত-সন্তানের প্রতি, মা চায়না ফিরে কয়না কথা ॥
বিমাতায় নাই ভাল মন্দ, দুঃখী তাপী সব সমতা।
ও তাঁর ঘৃণা নাই পাতকী বলে, মা কোলে লয় যে যায় গো তথা ॥

(শেষ অংশ পাই নাই)

(১৬)

মা দাঁড়ায়ে শিবের বুকে।
নাচ্ছে বেটী থেকে থেকে ॥
মা দাঁড়ায়ে শিবের বুকে, এ সব কথা বল্‌বো কাকে,
অন্য কেহ হলে পরে, হাততালি যে দিত লোকে ॥
উহু উহু মরি মরি, মা হয়েছে দিগম্বরী,
তাতে রুষ্ট নয় ভব তুষ্ট হয়ে, চরণপদ্ম হৃদয়পদ্মে রাখে ॥

(শেষ অংশ পাই নাই)

(১৮)

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে ॥
সুর সঙ্কট নাশিতে, অসুরগণে বধিতে,
এর মূল কথা মার্কণ্ড মুনি, চণ্ডীতে লিখেছে খুলে ॥

দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে, মা দাঁড়ায়ে তার উপরে,
মায়ের পদস্পর্শে দানব দেহ, শিবরূপ হয় রণ স্থলে ॥
সতী হয়ে পতির বুকে, পা দিয়েছে কোন লোকে ?
না হয় দাস বলে দাও অভয় পদ রামপ্রসাদের হৃদ্ কমলে ॥

(১৯)

কাশী যেতে কই মন সরে।
আমার হাসি পায় আর দুঃখ ধরে ॥
সবাই বলে যাব কাশী, সে কাশীতে কি কাজ করে।
আমি যার জন্যে যাব কাশী, সেই সর্বনাশী সঙ্গে ফেরে ॥
প্রসাদ বলে শিবের কাশী, আমি যা তায় ভালবাসি,
আমার হৃদয় কাশীর মধ্যে আসি, সেই এলোকেশী বিরাজ করে ॥

কবিরঞ্জন

বিদ্যাসুন্দর ।

অথ গণেশ বন্দনা ।

পরম পুরুষ পহু, পুনঃ পুনঃ প্রণমহুঁ,
পর্ব্বতেশ-পুত্রী-প্রিয়-সুত ।
বিভু বেদবিদাম্বর, বিনায়ক বিঘ্নহর,
বারণবদন গুণযুত ॥
তরুণ অরুণ অণু, অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু,
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড ।
আভরণ নানা মত, মণি হেম মরকত,
সিন্দূরে সুন্দর শুণ্ড গণ্ড ॥
অদিতি-অঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ, আরোহণ আখু-পৃষ্ঠ,
আসরে উরহ একবার ।
জনে যদি জপে নাম, যম জিনি যোগ্য ধাম,
যায় তায় করি অধিকার ॥
দেব দেব দীনবন্ধু, দাসে দেহি দয়াসিন্ধু,
সবিশেষ উপদেশ সার ।
শিব কর্ম্মে তুমি মূল, হও শীঘ্র অনুকূল,
আমি শিশু বঞ্চিত সংসার ॥
রামরাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া ।
তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদ পদে,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া ॥

অথ সরস্বতী বন্দনা ।

যত্নে পুটাঞ্জলি অতি, বন্দে মাতা সরস্বতি,
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী ।
কুচভর-নমিতাঙ্গী, ভুবনমোহন ভঙ্গী,
বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ডজননী ॥
শ্বেতপদ্ম শ্রীচরণ, হংসবধূ অনুক্ষণ,
হৃদি মধ্যে বিহর মা নিত্য ।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণপ্রজ্ঞা, পাল মাতা নিজ আজ্ঞা,
কণ্ঠে বসি কহ সুকবিত্ব ॥
নানা যন্ত্র তাল মান, আলাপে মোহিত জ্ঞান,
রাগ ছয় সহিত রাগিণী ।
ন বিদ্যা সংগীত পর, যে গানে ত্রিপুরহর
দ্রব কৈলা দেব চক্রপাণি ॥
সেই দ্রব এই গঙ্গা, নির্ম্মল সুতুঙ্গভঙ্গা,
কণা মাত্রে মহাপাপ হরে ।
সত্য সত্য বেদে উক্তি, দর্শনে কৈবল্য মুক্তি,
স্নানফল কহিবে কি নরে ॥
ব্যাস বাল্মীকাদিচয়, মহাকবি মহাশয়,
তব কৃপালেশে প্রজ্ঞাবান্ ।
বহুকষ্টে চিত্তে খেদ, সঙ্কলন করি বেদ,
নানা শাস্ত্র করিলা বিধান ॥
তব কৃপাদৃষ্টি যারে, জগত জিনিতে পারে,
ধরাতলে সেই জন ধন্য ।
তুমি গো যাহারে বাম, জীয়া তার কিবা কাম,
মূঢ়মতি সে অতি জঘন্য ।
তুমি বিশ্ব অন্তর্যামী, স্তব কিবা জানি আমি,
বেদাগমে অতুল্য মহিমা ।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা, স্মরহর হরি ধাতা,
কোনরূপে না পাইলা সীমা ॥

অথ লক্ষ্মী বন্দনা ।

কমলে কমলা বন্দে কোমল শরীর ।
কমল-চরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর ॥
গুরু উরু ডমরু-সুচারু মধ্যদেশ ।
ত্রিবলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ ॥
কান্তি মধ্যে উভ তটে গুপ্ত যুগ্ম কোক ।
তব রোমাবলী কুচ কুম্ভ কহে লোক ॥
পঙ্কে বাস বিস্ সে কি বাহুদণ্ড অণু ।
তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে ক্ষীণ তনু ॥
নাসা তিলফুল তাহে বিলোল বেসর ।
পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর ॥

জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দন্তশোভা।
বিম্বাধর প্রতিবিম্ব মুক্তা মনোলোভা॥
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
মনোহর মনোহরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ॥
নিন্দিয়া গিধিনি-শ্রুতি শ্রবণ যুগল।
দরিদ্র-দক্ষিণ-আশা সুদীর্ঘ কুণ্ডল॥
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাঁই ঠাঁই।
কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই॥
সর্ব্বগুণহীন যদি ধনবান্ হয়।
তৃণ তুল্য দ্বারে তার কত গুণালয়॥
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য।
সত্ত্ব দানে বিত্ত গুণে সে লভে সাযুজ্য॥
যে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ।
কি তার ঐহিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ॥
বিষম দারিদ্র্য-দোষে গুণরাশি নাশে।
থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে॥
কি আর কহিব বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ।
বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ॥
এ সর্ব্ব তোমার মায়া জানি গো জননী।
প্রসাদে প্রসন্না হও জলধিনন্দিনী॥

অথ কালী বন্দনা।

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম।
জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্য ধাম॥
কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই।
লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়্গ বটে সেই।
রসনাগ্রে মুণ ভরে যত্ন করে লও।
ভক্তি গজপৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর।
শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার॥
নাম নিত্যা নৃত্যতি নিখিলনাথ উরে।
বিপরীত কাজ লাজ পরিহরি দূরে॥
কাদম্বিনী জিনিয়া নির্ম্মল বর্ণ কালো।
কলেবর-কিরণ তিমির পুঞ্জ আলো॥
কটিতটে করালি লম্বিত মুণ্ডমাল।
লোল জিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল॥
হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পবান্।
বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান॥
অপরূপ শবযুগ শ্রবণ যুগলে।
বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে॥
বিবস্ত্রা যোগিনীঘটা দীর্ঘ জটা মাথে।
বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে॥
সিত পীত লোহিত অসিত রূপ জটা।
যুদ্ধে ক্রুদ্ধে উর্দ্ধমুখে গিলে রিপুঘটা॥
হত রথী সারথি তুরঙ্গ করিবর।
শিবাকুলে সঙ্কুল শ্মশান শঙ্কাকর॥
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল।
অকালে প্রলয় সৃষ্টি মজিল সকল॥
অখিল জননী তব চরিত্র এমন।
হেদে গো করুণাময়ি এ আর কেমন॥
ধন্য যারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এতো বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

অষ্টরসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম।
পরম রহস্য কথা শুন গুণসদ্ম॥
বিলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে যে রস
বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্য্যকর্ত্তা যশ॥
স্বকীয় সুন্দরী পাদপদ্ম হৃদে রাখি।
প্রাজ্ঞ মাত্র সদাশিব বিঘূর্ণিত আঁখি॥
মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘৃণা জন্মে মনে।
কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে॥
দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধ ভয়।
চির কালান্তরে পরিপূর্ণ পরাজয়॥
চন্দ্র সূর্য্য এ কোন উদয় ত্রিভুবনে।
ক্রোধযুক্ত বিধুন্তুদ শক্র নিরীক্ষণে॥
সতী সঙ্গী সভক্তি হৃদয় পদ্মবৃন্দ।
নিতান্ত বিস্মিত বিরিঞ্চ্যাদি সুরবৃন্দ॥
মহাভীতা ধরণী সুস্থির নহে প্রাণ।
চিন্তয়তি কোনরূপে পাই পরিত্রাণ॥
স্মেরমুখী সহচরীগণ মহাহ্লাদ।
নয়ন নিমিষহীন বিগত বিষাদ॥
ত্রিগুণজননী তব নিরখিয়া পদ।
উথলে করুণাসিন্ধু অঙ্গ গদগদ॥

প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কবিরঞ্জন

বিদ্যাসুন্দর।

—oo—

জাগরণারম্ভঃ।

বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন।

বীরসিংহ মহামতি, হৃদয়ে চিন্তিত অতি,
দুহিতার যোগ্য পতি কই।
রূপে গুণে কুলে শীলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এসকলে,
বিশেষতঃ বিদ্যালাপে জই॥
স জন তাহার প্রভু, প্রতিজ্ঞালজ্ঞন কভু,
নহে, কোথা সুপাত্র এমন।
যত যত ভূপসুত, রূপেতে বটে অদ্ভুত,
বিদ্যা নাই উপায় কেমন॥
নিকটে মাধব ভাট, কত মত করে ঠাট,
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র।
শুন শুন মহাশয়, একথা অন্যথা নয়,
কিন্তু কিছুকাল গৌণ মাত্র॥
ভাটবাক্যে অট্টহাসে, সুধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে,
সিরপা করিল তাজি ঘোড়া।
ছিঁড়িয়া গলার হার, নানা রত্ন দিলা আর,
খাস পোষাকের খাসা যোড়া॥
বিদায় করিয়া ভাটে, পুনরপি রাজপাটে,
রাজকর্ম্মে মন দিলা ভূপ।
মিলিবে উত্তম বর, সুপুরুষ গুণধর,
মনে মনে জানিলা স্বরূপ॥
মাধব তুরঙ্গ চাপে, গোঁফে পাক দিয়া দাপে,
সেঁটে মারে পিছাড়ে চাবুক।
পবনগমনে যায়, পাছু পানে নাহি চায়,
প্রসাদেতে পরম কৌতুক॥

ভ্রমিল অনেক ঠাঁই, উপযুক্ত মিলে নাই,
শেষ কাঞ্চিদেশ উপনীত।
পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে, সুকবি সুন্দর রঙ্গে,
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত॥
কোন শাস্ত্রে নাহি ক্রটি, যে যে কহে দৃঢ় কোটি,
ক্ষণ মাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড়, ভবানীর ভক্ত বড়,
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত॥
চিত্তে চমৎকার লাগে, করযোড়ে খাড়া আগে,
রায়বার পড়ি করে স্তব।
শিরে উঠাইয়া হাত, কহিতেছে হিন্দি বাত,
শুনি সুখী সুন্দর নীরব॥
বাবুজি কুর্ণিস মেরা, বর্দ্ধমান বিচ ডেরা,
নাম তো হামারা মাধো ভাট।
আরজ করেঁ াগে পিছে, ঘড়ী এক বৈঠে নীচে,
আর তো লাগায় তোম হাট॥
আয়া হোঁ য়ো চড়ে ঘোড়ে, তস্‌দিয়া পায়া হোঁ বড়ে,
ও লেকেন ভুল গেয়া সব।
খেলাপ না কহো বাবু, তোম্‌নে মুঝে কিয়া কাবু,
মেই রোই তুঝে দেখা যব॥
চিন্‌লিয়ে দেওকে এয়্‌সে, আপ্‌কে সুরত যেয়্‌সে,
দুনিয়ামে পয়দা কিয়া সোহি।
দেখা হোঁ মুলুক কেত্তা, ছত্রিয়েমে রাজা যেত্তা,
তেরা মোকাবিলা নাহি কোহি॥
বীরসিংহ নাম রাজা, জাত্‌মে হ্যায়্‌ বড়া তাজা,
শোন হোঁগে ওন্‌কা জেকের।
ওন্‌কা ঘরমে লেড়্‌কী এক, তারিফ করে মে কেত্তেক,
রাত দেন সাদিকা ফেকের॥
কওল এস্না কি হেয় ও, হরিমত্‌ হি দেগাযেও,
শাস্ত্রমে ওহি ওস্‌কা নাথ।
তোমারা হোঁ এসা জ্ঞান, যো কহোঁ সো কহা মান,
তোম সকোগে আও হামারে সাথ॥
বিরলে ডাকিয়া নিয়া, সুন্দর সুস্থির হৈয়া,
শুনিলা বিশেষ আর কথা।
বিবাহ হইল নাই, পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই,
নিবসি রমণীমণি যথা॥
পিয়া বিদ্যানাম সুধা, সুন্দরের গেল ক্ষুধা,
রত্নাগারে করিলা শয়ন।
ঘোরতর নিশি শেষ, ধরি কালী নিজ বেশ,
সবিশেষ কহেন স্বপন॥

ভাব কেন ওরে ভক্ত, আমি তব অনুরক্ত,
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই, একান্ত জানিবে এই,
তরুণী তোমার তরে ঘটে॥
প্রথমেতে গুপ্ত কাজ, ব্যক্ত শেষে মহারাজ,
কোটালে কহিবে কাটিবারে।
সে কিছু মানস নয়, কেবল দর্শাবে ভয়,
পরিচয় লইবার তরে॥
সন্ধান করিবে পুনঃ কারণ ইহার শুন,
প্রাতে চল বীরসিংহ দেশ।
একাকী যাইবা তুমি, সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি,
কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ॥
দশম দিবস গৌণ, এত বলি মাতা মৌন,
স্বস্থানে প্রাস্থান কৈল শিবা।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয়, রজনী প্রভাতা হয়,
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা।

স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি।
জায়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি॥
বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইয়া গুণধাম।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু জপে দুর্গানাম॥
সেইক্ষণ মাহেন্দ্র কহিব বাড়া কিবা।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বামে শব শিবা॥
ধেনু বৎস প্রযুক্ত সম্মুখে বরাঙ্গনা।
পূর্ণকুম্ভ কক্ষে মত্ত-কুঞ্জরগমনা॥
বুঝিলা বিনোদবর বিদ্যাবতী লাভ।
প্রসন্না পর্ব্বতপুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব॥
এড়াইলা স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা।
মহারণ্যে মহাকবি প্রবেশিলা একা॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি চলে রাত্রি দিবা।
কি ভয় সঙ্কটে সদা সঙ্গে সঙ্গে শিবা।
পথশ্রমে যদ্যপি জন্মায় বড় ক্ষুধা।
শ্রুতিপথে পিয়ে বিদ্যানাম-রসসুধা॥
বনে বনচর কত চরিয়া বেড়ায়।
তুষ্টতর তারা তারে ফিরে না তাকায়॥
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দেবী ভগবতী।
মায়ায় সৃজিলা নদী বেগবতী অতি॥
ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গম্ভীর।
তালবৃক্ষ তুল্য ভাসে প্রলয় কুম্ভীর॥
সুতুঙ্গ তরঙ্গরঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে।
ফাঁফর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে॥
হেন কালে শুনহ অপূর্ব্ব এক কথা।
অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা॥
বিভূতিভূষিত তনু কণ্ঠে অক্ষমাল।
তাম্রবর্ণ জটাভার দুই চক্ষু লাল॥
করোপরে ত্রিশূল শার্দ্দূলচর্ম্ম কক্ষে।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষে॥
যোগী জেনে যতনে যুড়িয়া দুই পাণি।
ধরা লোটাইয়া পড়ে চরণ দুখানি॥
যোগী জিজ্ঞাসিল কহ সত্য সমাচার।
কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহার॥
সুন্দর কহেন নিবেদন মহাশয়।
কাঞ্চিদেশ ধাম গুণসিন্ধুর তনয়॥
সুন্দর আমার নাম বিদ্যা-ব্যবসাই।
বিদ্যা অন্বেষণে বীরসিংহ দেশে যাই।
যোগী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে।
পথপ্রাজ্ঞ নহ তুমি যাইবে কেমনে
পুনরপি কহে আমি পথপ্রাজ্ঞ নই।
ভরসা কেবল মাত্র কালী কৃপাময়ী॥
দনুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার॥
আর বার যোগী বলে শুন হে বালক।
শিবপদ ভজ তিনি জগতপালক॥
আশুতোষ দেব দেব সৌখ্যমোক্ষদাতা।
সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ত্রাতা॥
স্নান কর শুচি হও দণ্ড দুই রহ॥
কালীমন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ॥
কোপে কাঁপে কলেবর কবি কহে কটু॥
বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু॥
কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি।
কোন গুরু কহেছেন শিব ছাড়া শক্তি॥
শৈলপুত্রী মুক্তিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী কালী।
মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী॥
তোমার বাতাসে সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়।
এত বলি অধোমুখে মৌনভাবে রয়॥
ক্ষণেক অন্তরে কবি ফিরে দেখে পাছে।
ঘুচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে॥

শুনিলা শ্রবণে কবি দৈববাণী এই।
মিথ্যা নহে স্বপ্নকথা সত্য সত্য সেই॥
ভয় নাই ভকত ভুবনে শীঘ্র যাবা।
গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাবা॥
আনন্দসাগরে ভাসে কবি গুণধাম।
সেই নিশি সেই খানে করিলা বিশ্রাম॥
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন।
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি করিলা গমন॥
কাঞ্চিপুর হইতে সহর বর্দ্ধমান।
ছয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ॥
দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ॥
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ।

(রাজধানী ও গড় বর্ণন।)

প্রভাতে উদয়াদিত্য, সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত,
প্রবেশিলা বীরসিংহদেশ।
স্বচ্ছন্দ সকল লোক, নাহি রোগদুঃখশোক,
নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ॥
দিব্য পরিচ্ছদ পরে, গান বাদ্য ঘরে ঘরে,
তিলেক নাহিক তালভঙ্গ।
দীনবৃদ্ধ যুবা কিবা, এইরসে রাত্রদিবা,
রাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ॥
পরস্পর সুকৌতুক, কাব্য ছাড়া একটুক,
কদাচিত মুখে নাই ভাবা।
গোধন-রক্ষক যারা, সঙ্কীর্ত্তন ভাষে তারা,
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা।
পরম পবিত্র রাজ্য, পরস্পর পূর্ণকার্য্য,
সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।
কল্পতরুতুল্য ভূপ, আধিপত্য নানারূপ,
দীন নাহি সে দেশে জনেক॥
চৌদিকে চৌপাড়িময়, পাঠ চায় পড়ুয়াচয়,
দ্রাবিড় উৎকল-কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহোত বাড়ী, বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি,
আগমন বিদ্যা অভিলাষী॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই, অতিথির সীমা নাই,
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যত-প্রাজ্ঞ,
স্বধর্ম্মেতে নৈষ্টিক সমস্ত॥
অযাচক লক্ষ লক্ষ, বাসনা সাযুজ্য-মোক্ষ,
ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।
প্রচণ্ড প্রতাপ ধর, জ্যোতির্ম্ময় কলেবর,
যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু॥
প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য, ঔষধ প্রয়োগে সদ্য,
ব্যাধি মুক্ত, কালেতে বিয়োগ।
ভূপতির আস্থা আছে, যাতায়াত নিত্য কাছে,
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ॥
দেখিতে দেখিতে দূর, দেখিলেন রাজপুর,
অমরাবতীর প্রায় লাগে।
বাহিরে সহর থানা, আগে নেওয়াতির থানা,
ধমকে অমনি ভূত ভাগে॥
থামে বান্ধা কত বাজী, ইরাণি তুরকি তাজি,
মধ্যে গাজী বসেছে সবাই।
বুকেতে ঝাম্পান ঢাল, যুগল লোচন লাল,
গোরা গায় চিক্কণ কাবাই॥
তার আগে দড় দড়, পাঠানের চৌকী বড়,
ফাটক আটক আঁটাআঁটি।
বিদেশীর লয় ঝাড়া, সেফাই আছয়ে খাড়া,
হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি॥
আফিঙ্গে হামেশা মত্ত, হুঁসিয়ার দরবস্ত,
ঘুমে আঁখি কুমারের চাক।
ব্যাঘ্রতুল্য বসে আছে, গোলাম দাঁড়ায়ে কাছে,
গরবেতে গোঁফে দেয় পাক।
কিবা কহে বিজিবিজি, কত বুঝি নাও বুঝি,
বিষম মগজ সদা টেরা।
ওবে বহিনা ভুরজারি, এয়সারে শ্বশুরা গারি,
বাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড়া॥
মগধী শোয়ার যারা, বিষম কাটাও তারা,
মহিমা অসীম পরাক্রম।
তাকাইতে একটুক, ভয়ে প্রাণ ধুকধুক,
কেবল সাক্ষাত তুল্য যম॥
তুরাণি মোগল ঘটা, চাঁপদাড়ী মেতীকটা,
মাথার উপরে হেঁড়েপাগ।
পারসী আরবী কয়, কভু নাহি মৃত্যুভয়,
সমরে প্রখর যেন বাঘ॥

মোল্লা মোকাদিমা কাজি, আখিল এন্সাফ রাজি,
ইয়ে হকীজকে কিয়ো আওয়াজ।
কোনরূপে নহে কাঁচা, দিন এমানত সাঁচা,
পাঁচ ওক্তে করয়ে নমাজ॥
কোহি দেলমে নাহি সুজে, ক্যা হোগা আখের মুঝে,
কিয়া হো বহুত বুরা কাম।
সাহেব জি পানা দেও, এত্নাই আরজ লেও,
পড়াহোঁ লাচার বড়া হাম॥
তার আগে খোষখানা, নানা রঙ্গে পক্ষী নানা,
ময়না মদনা কাকাতুয়া।
টিয়া তোতা ফরিয়াদী, কাজলা চন্দনা আদি,
হিরামন লালমন শুয়া॥
পাহাড়িয়া যত পাখী, দেখিতে জুড়ায় আঁখি,
দাঁড়ের উপরে আছে ঝুলি।
শিবদুর্গা শিবরাম, সদা রাধা কৃষ্ণনাম,
না পড়াতে পড়ে এই বুলি॥
পিলখানা তার আগে, চিত্তে চমৎকার লাগে,
নীলগিরি তুল্য করিবর।
হাজার হাজার আর, ঠাঁই ঠাঁই কৃষ্ণসার,
নীলগাঁও বাউট বিস্তর॥
লোহার জিঞ্জির পায়, চক্ষু পাকাইয়া চায়,
পিঁজারায় পোষা কত শের।
উল্লুক ভল্লুক মেড়া, সোয়াগোস ভৈঁস গড়া,
জোরায়র জানোয়ার ঢের॥
যাম্যে দামোদর নদ, গড়ভুক্ত বাঁকা নদ,
চৌদিকে বেষ্টিত বেড় বাঁশ।
বুরুজ বিষম উচ্চ, পাহাড় তাহার তুচ্ছ,
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস॥
তোপধ্বনি সীমা কিবা, হুড় হুড় রাত্র দিবা,
নিরন্তর ভূমিকম্প তথা।
নামজাদা মালগুলা, গায় মাথা রাঙ্গা ধূলা,
বিক্রমের কত কব কথা॥
গাছে ডানা মারে আঁটী, ধমকেতে মাটী ফাটী,
গোড়াসুদ্ধা উপাড়ে অমনি।
পিছে হটে মারে তাল, দেখিতে সাক্ষাৎ কাল,
অকালেতে জলদের ধ্বনি॥
বাহুযুদ্ধে যুঝে ভেলা, ভূমে পড়ে করে খেলা,
সন্ধান সবাই ভাল জানে।
পরস্পর ছিদ্র চায়, যে যারে পালোটে পায়,
হাঁ করিয়া একা চোট হানে॥
কোটী কোটী তিরন্দাজ, যে যা বিদ্যে একান্দাজ,
রায় বাঁশে কেহ নহে টুটা।
বাঘে ও মহিষে লড়ে, ধারা বন্যা রক্ত পড়ে,
কমকে সমান যুঝে ছুটা॥
সপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে, সুকবি সুন্দর ভ্রমে,
কত ঠাঁই কত চমৎকার।
কালিকার পূর্ণ দৃষ্টি, পুরী বিশ্বকর্ম্মাসৃষ্টি,
সৃষ্টিতে তুলনা নাহি যার॥
ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ, কি কহিব সবিশেষ,
সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি।
কালী-পাদপদ্ম-তলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
আনন্দিত কবি গুণরাশি॥

বাজার বর্ণন।

তার আগে দেখে কবি রাজার বাজার।
বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার॥
বণিজি দোকান কত শতশত ঠাঁই।
মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই॥
বনাত মখ্‌মল পট্টু ভুসনাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা॥
মালদই নুলাটী চিকণ সরবন্দ।
আর আর কত কব আমির পছন্দ॥
বিলাতি বহুত চিজ বেশ কিম্মতের।
খরিদার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের॥
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তা পাই।
বাজারে বেসাতি নাই রাজার দোহাই॥
হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল।
শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল॥
চৌগোঁফা ভ্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল।
সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল॥
রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে।
পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে॥
ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র।
যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র॥
দুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম।
সরদার লোকে যত করিছে সেলাম॥
আগে ডঙ্কা সন্তরি সন্তরি চন্দ্রবাণ।
বাজে দামা জগঝম্প ভেঁওরি বিষাণ॥

হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল।
ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল॥
নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর।
সহরে সোরত পড়ে যায় বাহাদুর॥
সুন্দর হাসেন মনে থাক দিন কত।
পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাদুরি যত॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সাম্বাবর বর্ণন।

তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর।
স্ফটিকে নির্ম্মিত ঘাট পরম সুন্দর॥
তীরতরু সুবর্ণ-নিবদ্ধ শাখামূল।
মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল॥
নিরমল জল শতদল বিকসিত।
ঈষৎ পাণ্ডুর সিতাসিত রক্ত পীত॥
হংস হংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া।
বিয়োগীজনার চিত্তে জন্মে মহাপীড়া॥
শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন।
তত্র মনোভব আবির্ভাব অনুক্ষণ॥
ধন্য বনস্থল সেই কি কহিব কথা।
এককালে মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা॥
অতি চিত্র বিচিত্র শুনহ ক্রমে ক্রমে।
ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে॥
ক্ষণে শীত বিপরীত কম্পমান তনু।
সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু॥
বলবন্ত বসন্ত দুরন্ত অদ্‌ভুত।
রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত॥
এমত রহস্য কাম সে নিজে অনঙ্গ।
ধৃত পুষ্পধনু চারু গুণচয় ভৃঙ্গ॥
মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই।
তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত জয়ী॥
অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু।
গুঞ্জরে মঞ্জিম রব পরভৃতবধূ॥
পুষ্করাগ্রে পুষ্কর করীতে লয় তুলি।
নিকটে করিণীমুখে যাচে কুতুহলী॥
চক্রবাক চক্রবাকী খেলে চঞ্চুপুটে।
খঞ্জন-খঞ্জনী-প্রেম তিলেক না টুটে॥
ক্ষণে বিবতুল্য কর সুতাপিত মহী।
সুপ্ত শিখী তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্রে নিবসতি একঠাঁই।
এমন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রমধ্যে নাই॥
কণ্ঠতাপে চাতকচাতকী উর্দ্ধে তাকে।
বুঝা যায় সঠিক স্ফটিকজল ডাকে॥
ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব।
সখি দেখি শিখী শিখি সঘনে তাণ্ডব॥
ডাহুকডাহুকী ডাকে ভেকের কৌতুক।
প্রমদা প্রমোদ নাহি ত্যজে একটুক॥
সারসসারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান।
বিষম মকরকেতু তাহে বলবান॥
উচ্চতরু-বিকসিত কদম্ব মঞ্জুল।
বিরহিণী কামিনীজনার নেত্রশূল॥
ক্ষণে ক্ষণে গুরুতর গরজে জলদ।
বিন্দুপাত নাহি মাত্র কেবল শবদ॥
প্রসাদ কহিছে কালীচরণ কমলে।
বসিল বিনোদবর বকুলের তলে॥

বকুলতলায় সুন্দর দর্শনে নগর নাগরীদিগের উক্তি।

রাগিণী বাহার—তাল যৎ। ধুয়া।

কি মনোহর রূপপুঞ্জ সখি ঐ,
তুলনা কর কি বলনা সই।
নিকটে বারেক চলনা যাই॥

কি মেরুশিখর, কিবা বিধুবর,
বিবেচনা কর, কি তরুতলে।
শিখরী অচল, এ দেখি সচল,
শশাঙ্ক সমল, সকলে বলে॥
কেহ কহে হাসি, মনে হেন বাসি,
সৌদামিনীরাশি, এমনি হবে।
আর জন কহে, যে কহ সে নহে,
সৌদামিনী রহে, স্থিরতা কবে॥
কি রূপ লাবণ্য, এ পুরুষ ধন্য,
বিধি কার জন্য গঠিল বটে॥
কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী,
সুন্দর এ পতি, যারে লো ঘটে॥

হৃদয়মাঝারে, রাখিয়ে ইহারে,
নয়নদুয়ারে, কুলুপ দিয়া।
রূপ নহে কালো, নিরখিলে আলো,
দেখ সখি আলো, আঁখি মুদিয়া॥
কহে রামা আর, গলে পরি হার,
ও হার কি ছার, ফেলি গো টেনে।
আশা পূরে তবে, হেন দিন হবে,
কোনজন কবে, ঘটাবে এনে॥
কহে কোন আই, আমি যদি পাই,
পলাইয়া যাই, এদেশে থেকে।
নারীকলা ফান্দে, বান্ধি নানা ছান্দে,
প্রাণ বড় কান্দে, দেনা লো ডেকে॥
কেহ কহে আজি, ওকে ক'রে রাজি,
শেষে দিয়া বাজী, না দিব ছেড়ে।
শাশুড়ী-শ্বশুর নাহি, পতি দূর,
শূন্য মোর পুর, কে দিবে তেড়ে॥
কহে কোন নারী, হয় আজ্ঞাকারী,
ভুলাইতে পারি, এ গুণ আছে।
বিধবা যেগুলা, বিষম ব্যাকুলা,
চক্ষে দিয়া ধুলা, লবে গো পাছে॥
কেহ বলে চল, দাঁড়ায়ে কি ফল,
হৃদয়ে বিকল, হৈয়েছি মোরা।
কামানল চয়, করিছে সঞ্চয়,
তনু অপচয়, হবে গো ত্বরা॥
তুমি মনোরথ বুঝে সুঝে ব্রত,
আগুলিলা পথ, না পারি যেতে।
পরস্পর বলে, চরণ না চলে,
আইলাম জলে, আপনা খেতে॥
কত কুলদারা, চকোরীর পারা,
নিরখিছে তারা, যে মুখশশী।
কে ভরে জল সে, ভাসায়্যা কলসে,
অতনুঅলসে, রহিল বসি॥
শ্রীপ্রসাদে ভণে, পীড়া দিয়া মনে,
নিজ নিকেতনে, সকলে চলো।
শুন সার কই, এ কবি বিজয়ী,
বিদ্যা হেতু ওই, এসেছে ওলো॥

কুলের কামিনী, কুঞ্জরগামিনী,
কি অপরূপ রূপসী।
নাভি সরোবর, পীন পয়োধর,
বদন বিমল শশী॥
দশনমুকুতা, মৃদুহাস্যযুতা,
অমিয়াজড়িত ভাষা।
সুনীল উৎপল, লোচন চঞ্চল,
বেসরে ভূষিত নাসা॥
কি ভুরুভঙ্গিমা, দিঠী সুরঙ্গিমা,
যোগিজন-মন হরে।
নিন্দিত অমিয়, কান্তি কমনীয়,
চপলা চমকে ডরে॥
চারু কৃশোদরী, গর্ব্ব পরিহরি,
হরি বনবাসী ওই।
রম্ভাতরু উরু, অতিশয় গুরু,
নিতম্ব তুলনা কই।
যুবতী নবোঢ়া, কত বেনে প্রৌঢ়া,
স্নান হেতু চলে জলে।
যুবক সুন্দর, রূপ মনোহর,
বিশ্রাম বকুল তলে।
আগত অনঙ্গ, ঘন কাঁপে অঙ্গ,
কক্ষচ্যুত হেমঘট।
রূপ পানে চেয়ে, ধৈর্য্য মাথা খেয়ে,
হিয়ে করে ছটফট॥
কেহ কহে রাম, কেহ কহে কাম,
কহে আর এক সতী।
রাম কাম নয়, এই মহাশয়,
অমরাবতীর পতি॥
কেহ কহে সই, নাগো আমি কই,
পুরুষের কালা কানু।
ইথে নাহি বাধা, বিদ্যাবতী রাধা,
এবে দোঁহে গোরাতনু॥

মালিনী সহ সুন্দরের পরিচয়।

মালাকার দারা হীরা, পুষ্প দিয়া ঘরে ফিরা,
যেতে পথে শুনে লোকমুখে।
তরুতলে রূপরাশি, নিরখে নিকটে আসি,
আপনা পাসরে রামা সুখে॥

জিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর, হেসে হে পুরুষবর,
কোথা ঘর কাহার নন্দন !
মনুষ্য শরীর ছলে, সহস্রাক্ষ ক্ষিতিতলে,
কিবা হবে রোহিণীরমণ ॥
অথবা মকরকেতু, বিদ্যাবতী লাভ হেতু,
আগমন কারণ বিশেষ।
পূর্ব্বে পোড়াইল হর, হারাইলা পঞ্চশর,
তথাপিও জয়ী সর্ব্বদেশ ॥
কিবা রূপ কি লাবণ্য, জনক তোমার ধন্য,
কত পুণ্যে জন্মে হেন পুত্র।
যে তব প্রসবস্থলী, ভাগ্যবতী তারে বলি,
সে ধনী সমান নাহি কুত্র ॥
হাসি কহে গুণধাম, সুন্দর আমার নাম,
গুণসিন্ধু রাজার নন্দন।
কিন্তু বিদ্যা ব্যবসাই, বিদ্যা অন্বেষণে যাই,
বিদ্যা হেতু বিদেশ গমন ॥
অধিক কহিব কিবা, বিদ্যা বিদ্যা রাত্রি দিবা,
মনে মনে একান্ত ভাবনা।
সেবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি, হইয়াছি দেশত্যাগী,
যদি বিদ্যা পুরান কামনা ॥
বুঝিয়া বাক্যের ছল, হীরাবতী খলখল,
হাসে ভাবে বটে হে বুঝেছি।
বিদ্যায় ভকতি আছে, বিদ্যালাভ হবে পাছে,
আমি পরিচয় যে দিতেছি ॥
হীরাবতী নাম ধরি, বাসে বঞ্চি একেশ্বরী,
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই।
উদর উপায় মূল, রাজ কন্যা লয় ফুল,
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাঁই ॥
পরম রূপসী রামা, তুষ্টা শ্যামা গুণধামা,
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তার হৃদয়েশ, খ্যাত ইহা সর্ব্বদেশ,
বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ ॥
বাকি কোথা আছে কেটা, যতেক রাজার বেটা,
এসে হাসাইয়া গেল মুখ।
আগে শুনি বড় ভুর, শেষে হয় দর্প চুর,
কিন্তু নৃপতির নাহি সুখ ॥
সে ধনী পাইবে যেই, বড় ভাগ্যবন্ত সেই,
তুলনা তাহার কার সঙ্গে।
সমুদ্র-মন্থনে নিধি, উপজিল যতবিধি,
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ॥
আর শুন গুণযুত, তব নামে তগ্নীসুত,
কহিতে বড়ই ভয় বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণা কর, থাকহ আমার ঘর,
ধর্ম্মতঃ তোমার আমি মাসী ॥
গুণরাশি কহে হাসি, ভাল গো ভাল মাসি,
বল মাসি বাড়ী কতদূর।
মালিনী কহিছে দূর নহে বাপু ওই পুর,
এসো মোর বাপের ঠাকুর ॥
মালি-মহিলার সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
সেনারূপে পথ করে আলো।
কালীপাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জনে বলে,
বাসা তো মিলিয়া গেল ভাল ॥

অথ বিদ্যার রূপ বর্ণন।

সুন্দর কহেন মাসি মোর দিব্য লাগে।
বিদ্যার রূপের কথা কহ শুনি আগে ॥
আগো মেনে একি ঠাট ঠাটে কহে হীরা।
বালাই সেটের বাছা কেন দেও কিরা ॥
সে রূপের সীমা করে এত শক্তি কার।
সে পারে কহিতে কিছু শতমুখ যার ॥
পৃথিবীতে বড় আর কেবা তোমা বই।
না কহিলে নয় তাই যা জানি তা কই ॥
চাঁচর চিকুরজাল জলধর জিনি।
শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গিধিনি ॥
ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দু-সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।
অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্মভোগ করে ॥
আমিয়া-জড়িত ভাষা নাসা তিলফুল।
বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল ॥
পুষ্পধনু-ধনু অণু কি ভুরুভঙ্গিমা।
বাহু তুল নহে বিসে কিসের গরিমা ॥
যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ।
উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধু পান।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ-কুম্ভস্থান ॥
কিম্বা লোমরাজি-ছলে বিধি বিচক্ষণ।
যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন ॥

কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।
কেহ বলে দেবসৃষ্টি থাকিবে অবশ্য॥
সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।
বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ॥
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।
কাম-পারাবার-পার-সার-অবলম্ব॥
যদ্যপি অচিরপ্রভা চির স্থির হয়।
তবে বুঝি তনুশোভা হয় কিবা নয়॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভব পরাভব পাইয়া পলায়॥
কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তুণে।
কতকোটি খরশর সে নয়নকোণে॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।
তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর॥
রূপবান্ বট বাপু গুণ কত ঘটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে॥
হৃদয়ে সন্তোষ গুণরাশি কহে হাসি।
গুণ না থাকিলে মাসি এতদূরে আসি॥
কালীপাদপদ্মেতে যদ্যপি মন রহে।
অবলা বিচারে জিনা বড় কর্ম্ম নহে॥
ফিরে বলে হীরে শুন পুরুষরতন।
তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন॥
ক্ষণেমাত্র উপনীত মালিনীনিলয়।
রন্ধন ভোজন করে কবি মহাশয়॥
বিনোদশয্যায় সুখে করিল শয়ন।
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন।
শ্রীরামপ্রসাদ কহে কালী পদতলে।
নিদ্রা ত্যজি সুন্দর উঠিলা কুতুহলে।

অথ মালঞ্চ বৃত্তান্ত।

অদূরে উদয় রবি, নিদ্রা ত্যজি উঠে কবি।
শিরসি কমলে, দশ-শত দলে,
চিন্তিয়ে শ্রীনাথচ্ছবি॥
জপয়ে শ্রীদুর্গানাম, পূর্ণ হেতু মনস্কাম
প্রাতঃস্নান করি, ধৌত ধুতি পরি,
সঙ্গম গুণধাম॥
নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক, দেখি মনে বড় দুঃখ
সে জন গমনে, কুসুম-কাননে,
বিকসিত হয় পুষ্প॥
কাঞ্চন কস্তুরী বক, অপরাজিতা চম্পক
মালতী মল্লিকা, কুন্দ সেফালিকা,
কেতকী বর্ণে কনক॥
জুতি গন্ধরাজ ফুল, নাগকেশর বকুল।
কিংশুক রঞ্জন, কদম্ব মঞ্জন,
কামিনী-নয়নশূল॥
ফুলের সৌরভ ছুটে, মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে।
নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ, স্মরে দহে প্রাণ,
চমকিয়া হীরা উঠে॥
গতি গজ জিনি মন্দ, হৃদয় পরমানন্দ।
কোকিল কূজিত, ভ্রমর গুঞ্জিত,
ফুলে পিয়ে মকরন্দ॥
প্রবিশে কাননমাঝ, সম্মুখে যুবকরাজ।
কৃতাঞ্জলিপাণি, মুখে মৃদু বাণী,
কহে তব এই কাজ॥
সামান্য পুরুষ নহ, স্বরূপে আমাকে কহ।
কি ব্রহ্ম হরি, নররূপ ধরি,
কি হেতু তুমি ভ্রমহ॥
কত পুণ্যপুঞ্জ মম, ধন্য কেবা মম সম।
শুন মহাশয়, ধন্য মমালয়,
অতিথি শ্রীনরোত্তম॥
গুণরাশি কহে হাসি, এ কথা না ভালবাসি।
হেঁদে শুন কই, সাপরাধ হই,
তুমি গো ধর্ম্মত মাসী॥
হীরাবতী মনে হাসে, সুধার সাগরে ভাসে
শ্রীপ্রসাদ বলে, কবি কুতুহলে,
চলিল মালিনীবাসে॥

মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন।

সুন্দর চলিয়া গেলা মালিনীনিলয়।
পরম কৌতুকে রামা তোলে পুষ্পচয়॥
তোলে বক চম্পক কস্তুরী সেফালিকা।
জাতি জুতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা॥
শতদল স্থলপদ্ম সূর্য্যমণি ফুল।
কুন্দ জবা কৃষ্ণকেলি টগর বকুল॥
কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্ব্বজয়া।
অশোক, অপরাজিতা, নিশিগন্ধা, কেয়া॥
সেউতি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ।
কিংশুক ধাতকি ঝিণ্টি তোলে মুচুকুন্দ॥

তুলিল কুসুম যত কত কব নাম।
পাঁচ সাত সাজি পুরি চলে নিজ ধাম॥
দ্বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে।
বাসনা বলিতে নারে কিছু কিছু হাসে॥
ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া।
ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া॥
কটির কাপড় খানি কতবার খোলে।
ভুজপাশ উদাস পা তাজে হাই তোলে॥
হেসে হেসে আরো এসে বসায় নিকটে।
কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে॥
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার।
বিশেষত নীচজাতি নীচ ব্যবহার॥
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি।
গোটাকত টাকা নিয়ে হাটে যাও মাসী॥
প্রমথপতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে।
এতবলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে॥
আমি আজ গাঁথি মালা তোমার বদলে।
দেখদেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে॥
ভাল বাপু বলিয়া আঁচলে বান্ধে তঙ্কা।
হাটে যায় মালিনী সংপ্রতি ঘুচে শঙ্কা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার।
বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার॥

সুন্দরের মালা গ্রন্থন।

বিনা সূত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার।
কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চমৎকার॥
জবা বক, সুচম্পক, কুন্দ সেফালিকা।
জাতিফুল, ও বকুল, মালতী মল্লিকা॥
গাঁথে বীর, করবীর, অশোক কিংশুক।
বাছি লয়, পুষ্পচয়, পরম কৌতুক॥
পদ্ম সঙ্গে, গাঁথে রঙ্গে, স্থলপদ্ম ভালো।
মাঝে মাঝে, গন্ধরাজে, আরো করে আলো।
সমভাগ, গাঁথে নাগ-কেশর ধাতকী।
সর্ব্বশেষ, গাঁথে বেশ, কুসুম কেতকী॥
তুলা নাই, কোন্ ঠাঁই, একি অসম্ভব॥
কহে রাম, মনস্কাম, পূর্ণ কর কালী।
নৃপবালা, পাবেজ্বালা, এ গাঁথনী ভালী॥

কবির মাল্যসংক্রান্ত পরিচয় লিখন।

যতনে লইয়া কবি ফুল্ল সরসিজ।
প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ॥
গুণসিন্ধু মহারাজা গুণের গরিমা।
প্রবলপ্রতাপ ধীর কি কব মহিমা॥
নির্ম্মল সুযশ দশদিক্ করে আলো।
সেই অভিমানে চন্দ্র অন্তরেতে কালো॥
সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযুক্ত রবি।
উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি॥
ক্রমে কত তেজ প্রকাশিল নানারূপে।
তথাপিও কদাচ সমতা নহে ভূপে।
শ্রী পাইয়া ত্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়।
ভাস্কর ভাস্কর করে প্রদোষ সময়॥
রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র॥
নৃপ-রত্নাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র॥
অধিকন্তু দোষ তাহে অপেয় সে নীর।
ক্ষণজন্মা ক্ষিতিপতি নির্দ্দোষ শরীর॥
কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে।
চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নহে॥
বিস্তারিত বার্ত্তা কি বদনে যায় কহা।
ক্ষমাগুণে সমা নন যিনি সর্ব্বসহা॥
সেই মহাশয় পিতা কাঞ্চীপুরধাম।
শঙ্করীর কিঙ্কর সুন্দর কবি নাম॥
শ্রুতমাত্র পণপ্রাণ হেতু সে তোমার।
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ সকল আমার॥
কর্ণ কহে প্রথমে জন্মিল মম সুখ।
চক্ষু কহে দর্শন কর্ত্তব্য বিধুমুখ॥
কাতর রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা।
বাসনা বড়ই বিধু-বদনের সুধা॥
নাসা কহে পদ্মিনী সে তদঙ্গসুঘ্রাণ।
ঘ্রাণমাত্র বাবতীয় দুঃখপরিত্রাণ॥
বিকলে সকলে সাক্ষী করে কহে বাহু।
তনু হেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছা বহু॥
মন কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি।
তোমরা পশ্চাতে রহ হই অগ্রগামী॥
দেহরাজ্যে রাজা সেই কমলিনী শুন।
রহিল নিকটে তব না বাহুড়ে পুন॥

নপুংসক মন তবু সুখে করে ক্রীড়া।
পাপিনী ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া॥
কি গুণে বন্দিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্যা।
অবিচার কর কেন তুমি রাজকন্যা॥
সাজির ভিতরে রাখে সাজাইয়া হার।
প্রসাদ কহিছে বালা যায় কোথা আর॥

মালিনীর হাট পরিচয়।

হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে।
কোঁথাইয়া বসিল কবির বরাবরে॥
হারামের হাড় মাগী কথা কহে ঠাটে।
মাটি পেয়ে বাপু আজি গিয়াছিনু হাটে॥
প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা।
টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা।
ছটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী।
হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি॥
বাটাবাদে পাইলাম আড়কাট নয়।
কিনিতে বণিকদ্রব্য থোকে গেল ছয়॥
তবে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে।
মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে॥
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি।
দু টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥
এক টাকা সবেমাত্র রহে অবশেষ।
কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ।
উপহারদ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই।
হাতকর্জ্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই॥
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত।
খুজরার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥
স্নান করি খাইদাই লেখা দিব শেষে।
উচক্ক সময় এত মনে নাহি এসে॥
পাঁচ কড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই।
প্রত্যয় না হয় বল গঙ্গাজল ছুঁই।
টাকাসিকা কোন্ বস্তু কতকাল পাব।
বিশ্বাসঘাতকি করে নরকেতে যাব॥
পূর্ব্বজন্মপাপে এত পরিতাপ পাই।
দুকুলে এমন নাহি তার মুখ চাই॥
বিধি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন।
চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন॥

এই যে তোমার মাসী যোধে নহে টুটা।
কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা॥
পুরুষের কাণ কাটে ধরে শক্তি হীরা।
কাঁকি দিয়া চাকি ভুক্তে গাঁয় করে ফিরা॥
সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর।
চাতুরী করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর॥
কবি বলে মরি পাইয়াছি বড় দুখ।
স্নানে যাও মাথা খাও শুকায়েছে মুখ॥
হীরা বলে আরে বাছা স্নানে যাব কি।
না জানি কি করে মোরে নৃপতির ঝি॥
বিষাদ ভাবিয়া হীরা করে লয় সাজি।
প্রসাদ কহিছে কালী রক্ষা কর আজি॥

পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন।

মনে বড় ভয়, না জানি কি হয়,
গগনে উঠেছে বেলা।
বীরসিংহ সুতা, আছে কোপযুতা,
কহিবে করিল হেলা॥
পূজা করেন শিবা, আর চায়া কিবা,
না গেলে এড়ান নাই।
দাঁড়াইল এই, ত্বরা করি সেই,
চলিল বিদ্যার ঠাঁই॥
দাঁড়াইল আগে, সতী কহে রাগে,
হেদে বা কোথায় ছিলা।
সকল যোগান, করি সমাধান,
কি ভাগ্য যে দেখা দিলা॥
ভুলিলা সে কাল, এবে ঠাকুরাল,
গরবে উলয়ে গা।
কাণে দোলে গেঁটে পথে যাও হেঁটে,
ঠাহরে না পড়ে পা॥
তোরে বৃথা কই, নিজে ভাল নই,
এ পাপ চক্ষের লাজ।
নতুবা ইহার, জানি প্রতিকার,
যেমন তোমার কাজ॥
ভূমে সাজি রাখি, ছলছল আঁখি,
কৃতাঞ্জলি হীরা কহে।
রুষ্ট নবগ্রহ, বচন নিগ্রহ,
বিগ্রহ আমার দহে॥

ছিল উপরোধ, ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ,
এত কি উচিত তব।
বট নিজ দাসী, চিত্তে এই বাসি,
অসহ বাড়া কি কব॥
এতেক বলিয়া, চলিল কান্দিয়া,
হীরা ফিরে যায় ঘরে।
কালীপদতলে, শ্রীপ্রসাদ বলে,
ত্রাহি মা নিজ কিঙ্করে॥

মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা।

স্নান করি বিধুমুখী, হৃদয়ে পরম সুখী,
পূজে ইষ্টদেবতা শারদা।
চিকণগাঁথনি ফুল, অতিশয় চিন্তাকুল,
অনিমিখে নিরখে প্রমদা॥
দেখিয়া পুষ্পের হার, পূজা করে কেবা কার,
ধ্যান জ্ঞান দুই গেল দূরে।
কাছে ডাকি সুলোচনা, পাঁতি পড়ে বিচক্ষণা,
অব্যাজে যুগল আঁখি ঝুরে॥
মনেতে জানিল এই, পুরুষ রতন সেই,
দরশন পাইব কিরূপে।
তিলেক বৎসর প্রায়, বুক ফেটে জিউ যায়,
সখী প্রতি কহে চুপেচুপে॥
হেদে কি হইল সই, দেখ দেখি হীরা কই,
ফিরা, আনি পায় ধরি তার।
যদি ক্ষমা করে রোষ, এতে কিছু নাহি দোষ,
শুনি গো সকল সমাচার॥
কারে ঘরে দিলা ঠাঁই, বুঝি বা তেমন নাই,
বিদ্যাধর ধরণী মণ্ডলে।
বিরহিণী দেখি আমা, প্রসন্না হইলা শ্যামা,
বিধু মিলাইলা করতলে॥
সখী কয় ধৈর্য্য হও, আজিকার দিন রও,
প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা।
এতই কেন উন্মত্ত, মিলিবে সকল তত্ত্ব,
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা॥
বিদ্যা বলে বল বটে, এখনি প্রমাদ ঘটে,
আজি সে বাঁচিলে হৈবে কালি।
হের কণ্ঠাগত প্রাণ, ঝাট কর পরিত্রাণ,
সব শেষে যত দাও গালি॥

বুঝি হারা পুন তারা, কহে সারা হও পারা,
বাধা নহ সাধ্য কিবা আছে।
রাণী ঠাকুরাণী যথা, যাই তথা সব কথা,
নিবেদন করি তাঁর কাছে॥
ভয় দর্শাইয়া নানা, জনে জনে করে মানা,
কষ্টে শ্রেষ্ঠে শান্তাইয়া রাখে।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে, জলনিধি উথলিলে,
বালির বন্ধনে কোথা থাকে॥

মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়।

যথোচিত মনোভঙ্গ, দুঃখানলে দহে অঙ্গ,
হীরাবতী ভবনে চলিল।
সুকবি সুন্দরবরে, পাছ দিয়া ঢোকে ঘরে,
অনশনে রজনী বঞ্চিল॥
কুহরে কোকিলকুল, ফুটে বনে নানা ফুল,
তুলি গাঁথে মনোহর মালা।
নৃপতি-নন্দিনী যথা, মন্দগতি চলে তথা,
বলে লও নৃপতির বালা॥
রাখি হার পরিহার, করে করে ধরি তার,
বলে বিদ্যা বচন মধুর।
কন্যা প্রতি কর কোপ, বুড়ি নও বুদ্ধিলোপ,
মমতা সকল গেল দূর॥
আদ্যোপান্ত এই ধারা, ক্রোধে হই জ্ঞানহারা,
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে।
অঙ্গ কে ডরান পিতা, ততোধিক মাতা ভীতা,
জাননা গো তুমি কি আমাকে॥
সহস্র মাথার কিরা, ওগো হীরা চাও ফিরা,
বুক চিরা হৃদে থুই তোরে।
যে কহি সে কথা মান, পুরুষরতন আন,
দুঃখে পরিত্রাণ কর মোরে॥
হীরা কহে করি ছল, ভাল পাইলাম ফল,
বাকি বল আর কিবা আছে।
মরি শোকে নিত্য মোকে, হাসে লোকে কহে তোকে,
বিদ্যা বিনোদিনী ডাকে কাছে॥
তুমি মান্যা রাজকন্যা, বট ধন্যা এত অন্যা-
সনে করিয়াছ কিবা কাজ।
রসময়ই শুন কই, যুবা নই বৃদ্ধ হই,
একা রই আই মা কি লাজ॥

এতোকাল আছি নিষ্ঠা, দেশ মিথ্যা অপ্রতিষ্ঠা,
কহ কি শুনিলা কার ঠাঁই।
ক্ষমা কর ঠাকুরাণী, তব্যতা তোমার জানি,
নিলর্জ্জ আমার পর নাই॥
পুনঃ রামা কহে তায়, ছাড় হীরা পরিহাস,
তোমার চিহ্নিত আমি বটি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে, মিথ্যা নহে, দেহ দহে,
বিদ্যার ধরেছে ছটফটি॥

মালিনী ও বিদ্যার পরস্পর কথোপকথন।

একান্ত কাতরা বুঝি বিদ্যা বিনোদিনী॥
কহে হীরাবতী হাসি শুন কমলিনী॥
জন্মে জন্মে নানা পুণ্যপুঞ্জ তব ছিল।
সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল॥
দৃষ্ট নহে শ্রুত নহে রূপ হেনরূপ।
গুণসিন্ধু-সুত গুণসিন্ধুর স্বরূপ॥
কাঞ্চীনামে দেশ ধাম সুধাময় হাস্য।
সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মসুন্দরাস্য॥
বদনে বিরাজে বাণী বিদ্বান্ বিপুল।
পঞ্চবক্ত্র পদ্মযোনি প্রায় সমতুল॥
দৃষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি।
বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী॥
অপরূপ কথা এই কে শুনেছে কবে।
ফুটল মালঞ্চ শুষ্ক যার অনুভবে॥
বিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কাজ।
স্নানছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ॥
এ দুঃখ সাগরে হীরা তুমি এক তরী।
হের দাঁতে করি কুটা দুটা পায়ে ধরি॥
ইহা বলি ছিঁড়িয়া দিলেন গলহার।
হীরা কহে ঘটকের পাছে পুরস্কার॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দর নিকটে মালিনীর বিদ্যার বার্ত্তা কথন।

দ্বার দিলা নৃপসুতা, হীরাবতী হাস্যযুতা,
হৃষ্টমতি শীঘ্রগতি চলে।
যথা কবি গুণরাশি, আসি হাসি কহে বসি,
তব জন্ম ধন্য ধরাতলে॥
হীরা কহে শুন শুন, যে করেছি নিবেদন,
তার সাক্ষী হাতে হাতে এই॥
জনে করে বহু যত্ন, কোনরূপে মিলি রত্ন,
রত্নজনে যত্ন করে সেই॥
সে ধনী রতন বটে, যতনে পুরুষ ঘটে,
তার ইচ্ছা তুমি হও কান্ত।
চিত্তে বিবেচনা কর, ভাগ্য কি ইহার পর,
শিব-শিবা সদয় নিতান্ত॥
তব পত্র পাবামাত্র, সিহরিল সর্ব্বগাত্র,
চেতনা রহিত পড়ে মহী।
সখী ডাকে পরিত্রাহি, রামা করে আইঢাহি,
মরমে দংশিল কাম-অহি॥
ক্ষণেকে ক্ষণেকে জ্ঞান, কহে দহে মোর প্রাণ,
পরিত্রাণ কর মোরে সই।
বিলম্ব বিহিত নয়, না জানি পরে কি হয়,
ফিরাও ফিরাও হীরা কই॥
আমারে কহিল মন্দ, চিত্তে বড় নিরানন্দ,
প্রভাতে গেলেম তার কাছে॥
বিনয় করিল যত, এক মুখে কব কত,
তাহা কি সকল মনে আছে॥
দশনে লইয়া কুটা, যত্নে ধরে হাত দুটা,
পুনঃ পুনঃ বলে মাথা খাও।
স্নানছলে সরোবরে, সুপুরুষ গুণধরে,
যাও যাও বারেক দেখাও॥
হীরাবতী যত ভাষে, সুকবি সুন্দর হাসে,
হাতে পায় আকাশের ইন্দু।
কালী পাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
তারিণী তরাও ভবসিন্ধু॥

বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শন।

সুপুরুষ সুন্দর সুধীর ধীরে ধীরে।
মিলিল সঙ্কেত সেই সরোবর-তীরে॥
বিদ্যা বিনোদিনী বসি বাতায়ন-খুলে।
বিদগ্ধ বিনোদ চলে বকুলের তলে॥
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকন।
দৃষ্টি শর পরস্পর জরজর মন॥
মোহিতা মহীতে পড়ে মহীপাল-বালা।
শান্তি নাই বিষম কুসুম-শর-জ্বালা॥
উথলে বিরহ-সিন্ধু ভাঙ্গে শান্তিসেতু।
মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু॥
কলেবর কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে।
বিদ্যার বাসনা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
সতী কহে কাম-অহি দংশিল মরমে।
লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাণ সরমে॥
নিকটে দশমদশা চেষ্টা কর সই।
কোথা সেই সোঝা ওঝা ধন্বন্তরি কই॥
সখী কহে সুবদনি সাবধান হও।
হীরা ডেকে কিরা দিয়া ফিরা তত্ত্ব লও॥
সহসা এমত কার্য্য তুমি ত অভব্যা।
যদ্যপি পণ্ডিতা হও তথাপিও নব্যা॥
বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত জগতে।
পরাস্ত নহিলে বল বরিবা কি মতে॥
ভূপতিকে জানাও আনাও বন্ধুচয়।
পশ্চাৎ যাহাতে লাজ কাজ ভাল নয়॥
বন-মত্ত-হস্তী মন দুষ্টাচারী বড়।
ক্ষমাঙ্কুশক্ষেপে কর কুম্ভে দড়্দড়॥
রসময়ী কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত।
স্মরশরে ভেদ তনু নহেক যাবত॥
ক্ষমাঙ্কুশ খোয়া গেল অনঙ্গ-অলসে।
মনমত্ত বারণ বারণ হবে কিসে॥
কান্তিতনু এ কান্ত একান্ত মোর ঘটে।
আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে॥
সুন্দর স্বরূপ রূপ ভূপসুত কই।
যত্নে রত্ন মিলাইলা কালী কৃপাময়ী॥
দেবীপুত্র দীপ্তিমানা মহাজন এই।
এজনে যে কহে মূর্খ মহামূর্খ সেই॥
সুন্দর লইয়া কিছু শুন বিবরণ।
রূপস রূপসী রূপ করে নিরীক্ষণ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ঘনায়েছে দিন।
মিলিবে সুন্দর বর সকলে প্রবীণ॥

সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি।

সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি।
দড়্দড় কি কব কহ কি শুনে আলি॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখকমলজ।
কি রূপ কি রূপ করি কৈলা কমলজ॥
তনু তনু চিন্তায় কেমনে জ্বালা সই।
জীবন জীবনমধ্যে ত্যজি যেনে সই॥
মন্দ মন্দগ্রহ মোর বুঝেছি একান্ত।
কালী কালী দিলা মনে না দিলা এ কান্ত॥
বারণ বারণমন কদাচ না মানে।
কৃপা কৃপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে॥
সর্ব্ব সর্ব্বকাল পূজি পীড়া এই ধারা।
নিত্যা নিত্যাবধি দিলা দুনয়নে ধারা॥
তারা তারাপতি যদি মিলাইলা করে।
ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে॥
হর হরবধূ দুঃখ তনয় প্রসাদে।
বিদ্যা বিদ্যা কবিবরে করহ প্রসাদে॥

বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ।

কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে।
প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥
মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন, শশহীন শশী।
আম্বর, হাস্যোদর, বিম্বাধর রাশি।
নাসাতুল, তিলফুল, চিন্তাকুল ঈশ।
বাকাসৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি, লোলদৃষ্টি বিষ॥
দন্তাবলী, শিশু অলি, কুন্দকলি মাঝে।
ভুরু অনু, কামধনু, হেমতনু সাজে॥
নীলগিরি, শুকপুরি, তনুপুরি ভঙ্গে।
মঞ্জুরব, মনোভব, মহোৎসব রঙ্গে॥
নৃপসুত, শমোহযুত, এ অদ্ভুত দেখি।
কহে রাম, অনুপাম, গুণধাম একি॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

বিদ্যা রূপবতী সতী, কৃতাঞ্জলি শুদ্ধমতি,
কায়মনোবাক্যে করে স্তব।
তুমি নিত্যা পরাৎপরা, জন্মমৃত্যু ভয় হরা,
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব॥
তুমি জল তুমি স্থল, ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল,
তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী।
তুমি কুলাচল সিন্ধু, তুমি রবি তুমি ইন্দু,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী॥
তুমি শান্তি পুষ্টি সুধা, তুমি লজ্জা তুমি মেধা,
মহামায়া করালরূপিণী।
শক্তিরূপা সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
কুণ্ডলিনী চক্রবিভেদিনী॥
ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ, রূপিণী লিখনকন্দ,
স্থূলসূক্ষ্মা ধরণী-ধারিণী।
অপর্ণা অভয়া উমা, ভবানী ভৈরবী ভীমা,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী॥
কৃপা কর কৃপাময়ি, কেহ নাহি তোমা বই,
শঙ্করি কিঙ্করী তব ডাকে।
সুন্দর সুন্দরতনু, অভিন্ন কুসুমধনু,
সেই পতি দেহি মা আমাকে॥
একান্ত কাতরা বিদ্যা, তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্যা,
পড়িলা প্রসাদ জবাফুল।
শ্রবণে শুনিলে এই, তোমার হৃদেশ সেই,
আজি নিশি সকল প্রতুল॥
পুলকিতা পঙ্কজিনী, হাসি কহে মৃদুবাণী,
কর সখি উচিত যে কাজ।
ভাগ্যের নাহিক লেখা, নিশিযোগে হবে দেখা,
ভেটিবে সুন্দর যুবরাজ॥
বিদ্যার মনের কথা, বুঝি সখিচয় তথা,
কৌতুকে করয়ে চারুবেশ।
কালীপাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
দূর কর নিজসুতক্লেশ॥

বিদ্যার বাসর সজ্জা।

সুন্দরীর সহচরী ভাল জানে চর্য্যা।
রতনমন্দিরে করে মনোহর শয্যা॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুইপাশে।
রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে॥
বড় এক গিরদা শিয়রে সখী রাখে।
এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে॥
ঢোল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকণ মশারি।
ভৃঙ্গারে পূরিত রাখে সুবাসিত বারি॥
ভক্ষ্যদ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা।
সরভাজা নিখুতি বাতাসা রসকরা॥
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা॥
সাজাইল বাটাতে কর্পূর সাঁচি বিড়া।
ভক্ষণে যুবকজনা সুখে করে ক্রীড়া॥
কৌটা ভরা ছাঁকা চূণ কর্পূরের সঙ্গ।
এলাইচ জায়ফল জইত্রি লবঙ্গ॥
কালাগুরু মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তুরী।
সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী॥
মল্লিকা মালতী মালা সুবর্ণের পাত্রে।
যুবকযুবতী দেহ দহে ঘ্রাণমাত্রে॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কবির ভগবতীর স্তব।

এথা কবিবর, সুন্দর সুন্দর,
নিরখি নৃপরাজরূপ।
ভাবে গদগদ, নাহি চলে পদ,
শর হানে স্মর ভূপ॥
কহ উপদেশ, কিরূপে প্রবেশ,
হব বিদ্যাবতী বাসে।
দুরন্ত প্রহরী, দিবা বিভাবরী,
জাগে তনু কাঁপে ত্রাসে॥
নমো ভগবতি, কিবা জানি স্তুতি,
প্রধানা প্রকৃতি কালী।
শ্মশানবাসিনী, দনুজনাশিনী,
মুণ্ডমালী মা করালী॥
ত্রৈলোক্যবন্দিনী, ভূধরনন্দিনী,
অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মাতা।
সকলসিদ্ধিদা, গিরীশপ্রমদা,
তুমি হরি হর ধাতা॥

স্তব করে কবি, পরিতুষ্টা দেবী
পুনরপি আজ্ঞা হয়।
ভয় নাহি বচ্ছ, ইহা কোন্ তুচ্ছ,
সুখে কর পরিণয়॥
অপরূপ কথা, অকস্মাৎ তথা,
হইল সুড়ঙ্গপথ।
প্রসাদের বাণী, ভক্তের ভবানী,
পুরাইলা মনোরথ॥

কবির সুড়ঙ্গপথে গমনোদ্যোগ।

বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট।
হীরূপিণী হীরাখিনী হৃদয়েতে হৃষ্ট॥
নিভৃতে নাগর নানা বস করে রঙ্গে।
চন্দনে চর্চ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে॥
কম্বুকণ্ঠে কলিত কাঞ্চন কণ্ঠমাল।
মস্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-মিশাল॥
মোহন মুকুরে মঞ্জু মুখ নিরখিয়া।
উথলে অমিয়াসিন্ধু উল্লাসিত হিয়া॥
যামিনী যামার্দ্ধে যাত্রা আশা হেতু কবি।
আলো করে আন্ধারে আপন অঙ্গচ্ছবি॥
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে।
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস দাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন।

ধন্য সে যামিনী মধু, কুহরে কোকিলবধূ,
পূর্ণবিধু উদয় গগনে।
মত্ত মধুকরবৃন্দ, ফুলে পিয়ে মকরন্দ,
মুখরিত কুসুমকাননে॥
গগনেতে মেঘ দেখি, আনন্দ অপার শিখী,
মন্দ মন্দ মলয় সমীর।
সুচারু কুসুম ঘ্রাণ, স্মরশরে দহে প্রাণ,
বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্থির।
রসময়ী কহে সই, কহ সে নাগর কই,
তাহা বই মনে নাহি ভয়।
নাহি সুখ একটুক, মহাদুঃখে ফাটে বুক,
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যায়॥
এই যুক্তি করে বসি, শরদ-পূর্ণিমা-শশী,
হেন কালে উপস্থিত কবি।
রূপ তুলনা বটে নাম, মহাকবি গুণধাম,
প্রচণ্ড প্রতাপে যেন রবি॥
সব-সখী-সম্বলিতা, চন্দ্রমুখী চমকিতা,
নিরখই চঞ্চল-নয়নে।
কিঙ্করী যোগায় বারি, পদযুগ ধৌত করি,
বসিলা রতন-সিংহাসনে।
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর উজ্জ্বল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ি
সেই বংশসম্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয়।
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার।

কামদেব-ব্যাধ তুল্য কুমার সুন্দর।
ভুরু ছলে ধৃত ধনু দৃষ্টি খরশর॥
কিঞ্চিৎ সন্ধানে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ।
কি আর করিবে বিদ্যা বিদ্যার প্রসঙ্গ॥
জ্ঞানহারা গোমধ্যা গোমুখে জল খসে।
ধূলায় ধূসর ধড় ধড়ফড় করে॥
চমকিতা চঞ্চলাক্ষ চেতনা জন্মিল।
সলজ্জিতা শশিমুখী সত্বরে বসিল॥
ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে।
হেনকালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকে।
হাস্যযুতা সখী প্রতি কহে কমলিনী।
সুলোচনা সুধাও কিসের রব শুনি।

ভাব বুঝি গুণরাশি মন্দ মন্দ হাসে।
অমিয়াসদৃশ শ্লোক অন্তান্তর ভাষে॥

শ্লোকঃ।

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

অন্বয়ার্থঃ।

হে গোমধ্যমধ্যে বাল-কুরঙ্গলোচনি।
সহস্রগোভূষণ-কিঙ্কর-নাদ শুনি।
গোভৃৎশিখরে মত্ত পরম উৎসব।
গোকর্ণ-শরীর ভক্ষ করয়ে তাণ্ডব॥
সখী সম্বোধিয়া কহে বুঝা নাহি যায়।
পুনরপি হাসি কহে সুবিদগ্ধ রায়॥

শ্লোকঃ।

খযোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
করোতি কান্তে পবনাশনাশঃ॥

অন্বয়ার্থঃ।

খযোনিভক্ষকধ্বজ তাহাতে উৎপত্তি।
তার নাদে উন্মত্ত গিরিমধ্যে স্থিতি॥
তিমিরারি বিম্ব-প্রতিবিম্বধারী যেই।
পবনভক্ষ্যের ভক্ষ্য ঘন ডাকে সেই॥
চমৎকার কথা শুনি বটে গুণধাম।
পুনরপি হে সখি সুধাও দেখি নাম॥
কৃতাঞ্জলি সহচরী কহে পুনর্ব্বার।
কহ শুনি মহাশয় কি নাম তোমার॥

শ্লোকঃ।

বহুধা বহুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহম্॥

অন্বয়ার্থঃ।

বহু হেতু সুমূর্খ মানব গুণযুত।
বন্দয়ে মন্দ যে জাতি লোভে অনুগত॥
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে তিষ্ঠ মন্দ যাম।
চিন্তাকর দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নাম॥
এক বস্তু তিন কিন্তু একে তিন লাভ।
কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব॥

আদ্য অন্তে যেটা সেটা কামনা সদাই।
আদ্য অন্তে পাঠে তুল্য কৃপালেশ পাই॥
চারি মধ্যে সুবিখ্যাত বর্ণচারি সার।
আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ সুপ্রচার॥
কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বুঝা ভার।
সে বুঝে অক্ষর কালী হৃদে আছ যার॥
হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাম আমি।
সুপুরুষ সুন্দর সুধীর সত্য স্বামী॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ।

মাস মধু ডাকে মধুকরবধূচয়।
কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয়॥
সুশীতল সময় মলয় মন্দ বহে।
স্মর হানে খরশর ভর কত সহে॥
পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ-বালা।
স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে সমর্পিলা মালা॥
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার।
বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার॥
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন।
বিদ্যালাপছলে বুঝি পড়িলা বচন॥
উলু দিচে ঘন ঘন পিকসিমন্তিনী।
নয়নচকোরী সুখে নাচিছে নাচনী॥
বরযাত্র মলয়পবন বিধুবর।
মধুকর নিকর হইল বাদ্যকর॥
কান্তাকুচে জ্বলদগ্নি বিচারিয়া কবি।
করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি॥
উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর।
পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর॥
যুগল নিতম্ব উরু জ্বালাজি ফকির।
বিজাতীয় শব্দ করে কাঁথায়ে মঞ্জীর॥
নূপুর কিঙ্কিণী জালে নানা শব্দ হয়।
দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দনসময়॥
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার।
কামিনীর করুণা ভাটের রায়বার॥
সস্ত্রীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক।
দম্পতিকে পঞ্চশর দিলেক যৌতুক॥

দম্পতিরে তুষ্ট হয়ে দম্পতি চলিল।
দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল॥
পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ বালা।
স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে আরোপিল মালা॥
শুভক্ষণে অনানা দর্শন কুতুহলি।
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলি॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার।
সুধার সাগরে ভাসে তনু দোঁহাকার॥
সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে।
সুন্দর সিন্দূর দিলা সুন্দরীর মাথে॥
এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে।
আড়ালে আসিয়া আলি আড়ি পাতি কহে॥
নানা উপহার কবি করিয়া ভোজন।
কর্পূর তাম্বূলে করে মুখের শোধন॥
সুশীতল মরুত মলয় মন্দ বহে।
স্মর হানে খরশর ভর কত সহে॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয়।

রমণী মণি নাগররাজ কবি।
রতিনাথ বিনিন্দিত চারু ছবি॥
ধনি-মুখ-চিবুক ধরে যতনে।
মুখ চুম্বতি সুন্দর হৃষ্টমনে॥
নাগরী রসিকা রসিকপ্রবীণা।
যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা॥
কুচপদ্মকলি করপদ্মে ধরে।
তনু রোমাঞ্চিত রস-রঙ্গভরে॥
চমকি চমকি কহে কি কর হে।
নখ-ঘাতন-যাতন খেদ কহে॥
যুবরাজ এ কাজ তোমার নহে।
নহি ধীর এ বক্র নহে পিব হে॥
দশনে জ্বলিছে সহেনা সহেনা।
পুন তো প্রাণ তো রহেনা রহেনা॥
বধূ জীবন জীবন দান কর।
গুণরাশি এ দাসীর বাক্য ধর॥
রসকাল নহে হও কাল কেন।
দেহ মর্ম্মপীড়া ছিছি কর্ম্ম হেন॥
লাজ না বাস কি হাস বুক ফাটে।
কি করে পিরীতে এ রীতে না আঁটে॥
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশান্তপনা।
প্রাণবল্লভ দুর্লভ সুল্লভনা॥
কহ যে সহজে নহ যে সে ধারা।
এহি কাজ অকাজ কুকাজ করা॥
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুন হে।
হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুন হে॥
একি সাধ কি সাধহ বাদ কহি।
ভাব যেরূপ সেরূপ কিন্তু নহি॥
প্রভু মত্তকরী আমি পঙ্কজিনী।
করি শৃঙ্গার-যোগ্য বটে করিণী॥
একবার প্রকার রূপে তরিলে।
হবেনা হবেনা হবেনা মরিলে॥
শুন আলি ত কালি কুগালি দিবে।
প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে॥
মরিহে মরিহে ধরিহে চরণে।
বমণে এমনে জানিহে কেমনে॥
রসিকঃ সুজনঃ প্রভুহে চতুর।
মরি বালজনে কেন হে নিঠুর॥
বলে মুহুমুহু মুখে উঁহু উঁহু।
যথা কোকিলকুজিত কুহুকুহু॥
নয়নযুগল সলিলে গলিত।
কনক মুকুরে মুকুতা রচিত॥
মদনজ্বর না কর ছটফট।
কবিরাজ কহে কবিরাজ বট॥
কুচমর্দ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো।
শুন এহি ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো॥
যদি রোগ সুসাধ্য সাধ্য নহে।
রসনারসপানে কি রোগ রহে॥
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে।
করি ধীর সমীর সুধীর ভাসে॥
কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভণে।
করুণাময়ী কালি সুদীন জনে॥

শৃঙ্গারে পরস্পরের উক্তি।

কাতর কামিনী, বদন যামিনী,
নাথ মলিন হি ভেল।
মুকুতা যৈসন, সোহত ঐসন,
সরম জল উপজেল॥
সঘন রোদিতি, বদতি পতি প্রতি,
রহত বিদগ্ধরাজ।
বাল ছুরবল, ধরম কৈসল,
নাহিক ভয় কটু লাজ॥
কোটি পরণাম, হে প্রভু গুণধাম,
স্মরতরঙ্গ দেহ ভঙ্গ।
হাম কৃশোদরী, পুরুষ কেশরী
কৈসে সম তুহ সঙ্গ॥
কহই কবিবর, কুসুমশরবর,
দহনে জরজর দেহ।
রমণীমণি ধনী, নব সরোজিনী,
সবহু চাতুরী এহ॥
কলতি পরভৃত, মনহি কৃতহৃত,
উয়ল নিরমল চন্দ।
মধু বিভাবরী, হে বর-সুন্দরী
মলয়ানিলগতি মন্দ॥
রসিক সো বিধি, বিরহবারিধি-
তরণী দেয়ল তোয়ে।
কপট কহসি, বিচেছু বয়সি;
কাহে নিককণ মোয়ে।

শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি।

অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।
উহু উহু মুহু মুহু কেশপাশ মুক্ত॥
কাতরা কামিনী কান্দে কুহে কলস্বরে।
দিয়া পীড়া ক্রীড়া ব্রীড়া না বাস অন্তরে॥
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়।
আধার সহিত সুধা পান ভাল নয়॥
যে পর্যান্ত কাননে কুসুম থাকে কলি।
তদবধি তাহে মধু নাহি পীয়ে অলি॥
সময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত।
অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত॥
শীতে সুধাসম বহ্নি গ্রীষ্মেতে সে নহে।
বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কহে।
হত্যা হই হউক মেনে হাস যুবরাজ।
ক্ষীণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাপারা কাজ॥
ভার্য্যা সঙ্গে চর্য্যা ইহা শুনি নাহি কভু।
আজ যর কালিকি পাল্লাড় ভাব প্রভু॥
আড়ে আলি হেন্তে পড়ে এ উহার গায়।
অলি লো গোয়ায় গেলি লাজ খেলি হায়॥
ঘুম গেল ধুম বড় ঘর মেনে ছাড়ি।
বিয়ারাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি॥
মিথ্যা কথা অবলা অবলা বোল ছাড়।
নামমাত্র বালা দেখি ইচ্ছা বড় গাঢ়॥
মুখেমুখে কাসকুস একি প্রেম ঈষ।
আমরাই হইলাম ভুঙ্কের বিষ॥
কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়।
যাগী বটে কত ঠাঠে কথা দড় দড়॥
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে যেন চীল।
শুন নাই আচট ভুমের ভাঙ্গে খীল॥
মর্দ্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে।
অনুমানি বুঝি ক্ষেতে সদ্য ফল ফলে॥
সত্য নহে ক্রোধে কহে আলো আলি শোন।
হানিয়া থাঁড়ার চোট ঘস্তে দিস্ লোন॥
শিথিল অনঙ্গরস অঙ্গভঙ্গ দিয়া।
হস্ত পদ পাথালিল বাহিরেতে গিয়া॥
পুনরপি শয্যায় বিহরে দোঁহে রঙ্গে।
দোঁহে সমীরণ করে দোঁহাকার অঙ্গে॥
পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন।
হেসে হেসে উভয়ত বদনচুম্বন॥
শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

অথ বিপরীত শৃঙ্গার।

ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি।
বিপরীত রতিদান দেহ লো যুবতি॥
নেকা ঢঙ্গ হয়্যে রামা কহে সেই কি
প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি॥
অন্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে
পুরুষের কাজ প্রভু রমণী কি পারে

বিদগ্ধ বট হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও।
কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও॥
সাঁতারে হাঁপায়ো শেষে স্রোতে ঢাল গা।
সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা॥
এ কথা না ভুলি আর মরমে রহিল।
এখন সময় নহে কালেতে হইল॥
মিছা পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভায়।
ভাবে বুঝি ভর্ত্তাবধে ভয় নাহি বাস।
লঙ্ঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ।
সুধাংশুবদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥
বিদ্যা বলে পায় পড়ি সে কি এত মধু।
গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ॥
কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া।
রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া॥
নহিলে হে তাহা আমি যদি মরি আজি।
ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলামরাজি॥
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট।
প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট॥
বিগলিত জঘনে সঘনে বেণী দোলে।
যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে॥
অদ্ভুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লাগে ধন্দ।
পঙ্কজ কমলে মধু দিয়ে মকরন্দ॥
চকোর খঞ্জনে প্রেম আলিঙ্গন করে।
বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে॥
মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা।
মুখে মন্দ মন্দ হাস বাস পরে রামা॥
রূপস-রূপসী নিশিশেষে নিদ্রা যায়।
প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায়॥
সুকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে।
কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে॥
শ্রীকবিরঞ্জনে কালী হও কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন।

শুনিয়া নিশির কথা, মনে মনে হাস্যযুতা,
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে।
নানা ফুলে নানা ভাতি যেন মুকুতার পাতি,
হার গাঁথি লইল সত্বরে॥
গেল নৃপসুতাপাশে, রামা হাসে লাজ বাসে
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।
আগুসারি যত্ন করি, মালিনীর হাতে ধরি,
সমাদরে বসাইলা তাকে॥
হীরা বলে রও রও, কেন গো চঞ্চলা হও
আজ এত কেন ঠাকুরালি।
হেদে বাছা ছাড় লাজ, সারাসোরা হলো কাজ;
দেহ পুরস্কার ঘটকালী॥
কুশলসম্বাদ কহ, ভাব যদি ভিন্ন নহ,
তুমি বধূ বট গো শাশুড়ী।
হবে গো দুলাল তোর, সে দিন কেমন মোর,
সে ডাকিবে কোথা আই বুড়ী॥
কাছে আসি হাসি আলি, শিরে তৈল দিল ঢালি,
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ।
কত ঠাট জানে হীরা, পুনরপি কহে ফিরা,
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ॥
বিদ্যা বলে নহ বুড়ি, সামাশ রসের গুঁড়ী,
মর মাগী এত এসে তোরে।
ছাই কথা কি কহিস, পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস,
পায় পড়ি ক্ষমা কর মোরে॥
যেতে হবে ঠাঁই ঠাঁই, ভুলিয়াছি মনে নাই,
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি।
হইল স্নানের কাল, বিদ্যা করি গললাল,
সকলি শুনিব কালি আসি॥
বিদ্যা দিল চালু কড়ী, কলাই কেমড়া বড়ী,
হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে।
কি কর খাণ্ডড়ে বসে, কহে হেসে শুন এসে,
যে কথা হইল তার সঙ্গে॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

বিদ্যার মানভঞ্জন।

কবি কহে বটে মাসি পরামর্শে পাকা।
হীরা বলে চাহি বাপু ঘটকালি টাকা॥
দেখাইল যে যে দ্রব্য পেয়েছিল তথা।
দণ্ড দুই বসি কহে নানা রসকথা॥
স্নান করি পূজে কবি শঙ্করঘরণী।
যে পদপঙ্কজ ভবসাগরতরণী॥
রন্ধন ভোজন করে রাজার নন্দন।
নিদ্রালস্যে কিছুকাল করিল শয়ন॥
নিশিযোগে নিজাঙ্গনাবাসে গেল রঙ্গে।
কৌতুকে রমণসুখ রমণীর সঙ্গে॥
দিবাভাগে নানা বেশ ধরে গুণধর।
ভ্রমণ করয়ে নিত্য রাজার সহর॥
কখন পরমহংস যতি ব্রহ্মচারী।
কখন বা বৈষ্ণব তিলককণ্ঠধারী॥
নগরের লোক কেহ লক্ষিতে না পারে।
পরম পুরুষ জানি ভক্তি করে তারে॥
এক দিন কৈল কবি ঔদাস্য উদয়।
না গেল সেদিন বিদ্যাবতীর আলয়॥
পতির বিরহে সতী অতি দুঃখযুতা।
জাগিয়া যামিনী পোহাইল নৃপসুতা॥
পরদিন উপনীত সুন্দরীর বাসে।
কান্তমুখ হেরি মুখ যত্নে ঢাকে বাসে॥
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দিলা কিরা।
না কহে বচন রামা নাহি চায় ফিরা॥
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের বসন।
মানভঙ্গ না হয় বিমর্ষ বিলক্ষণ।
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে।
কপটে নিকটে গিয়া তৃণ দিয়া হাঁচে॥
মৌনব্রত-ভঙ্গ-ভয়ে না কহিল জীব।
তাড়ঙ্ক দোলায়ে বালা চিন্তা করে শিব॥
অপ্রতিভ যুবরাজ অধোমুখে রহে।
মৃদু মৃদু হাসি পুনরপি কিছু কহে॥
রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ।
আমার হৃদয়ে সবে এই মাত্র খেদ॥
গলিত সাঞ্জনধারা তাহে ম্লান মুখ।
চিরদুঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক॥
সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে।
লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা গুপ্তে রহে॥
কদাচ না কহি কাছে মিথ্যাকথাগুলা।
কের হিমকর প্রিয়ে ও বদনতুলা॥
ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কাজ।
আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ॥
ফিরা দেহ মদর্পিত চুম্ব আলিঙ্গন।
আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন॥
কবিবর বিনোদ বৈদগ্ধ্যগুণে ভাবে।
ফুরাইল মান ফিরে ফিক্ ফিক্ হাসে।
অধিক আরো আঁটে ধরে গলা।
লিগণ বলে মাগো এত জান ছলা॥
দে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
মি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের নানা যুক্তি চিন্তা।

কতকাল গোপনে বিদ্যা নবকুসুমিতা।
সুলোচনা প্রভৃতি সকলে পুলকিতা॥
পুনর্ব্বিদ্যা করে গুণসিন্ধুর তনয়।
রজোযোগে রূপবতী গর্ব্ভবতী হয়॥
দুই তিন চারি পাঁচ মাসেতে প্রবর্ত্ত।
সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ॥
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে জনে জনে।
কেহ বলে এই দায় এড়াব কেমনে॥
কেহ বলে ভাবিয়া জন্মিল মোর বাই।
কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই॥
কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কান।
কেহ বলে অকস্মাৎ হেদে কি উৎপাত।
চেষ্টা কর কোনরূপে গর্ভ হয় পাত॥
কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাভিশয়।
রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয়॥
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ী।
রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ী।
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চাঁদপারা।
ছুঁড়ীর হাঁপনে ছোঁড়া হল ভস্তসারা॥
কহিলাম কতমত ভূপতিকে বল।
তখন করিল তুচ্ছ এখন এ ফল॥
কেহ বলে স্ত্রীবুদ্ধিতে পরমাদ ঘটে।
কেহ কহে এই কথা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে॥

শ্রীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক ।
শ্রীবুদ্ধে মজিল লঙ্কা খ্যাত তিন লোক ॥
লয়েছি সবাই শিরে কলঙ্কের ডালী ।
কেহ বলে চারা নাই যে করেন কালী ॥
কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সই ।
রাণীর নিকটে গিয়া সবিশেষ কই ॥
ভাল মন্দ তাঁর ঘাড়ে আমের তা কি ।
উদরে ধরেছে কেন কুলথাকী ঝি ॥
অতি বাম মো সবারে দূর করে দিবে ।
পৃথিবীটা পড়া আছে ঠাঁই না মিলিবে ॥
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার ।
সে প্রভুকে লাগে সই সবাকার ভার ॥
ভাল ভাল বলিয়া সখীরা উঠে ঝেড়ে ।
কেহ বলে তোরে মেনে প্রাণ দিব কেড়ে ॥
রাণীর নিকটে সব সহচরী যায় ।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তারা প্রণমিল পায় ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সখীগণকর্ত্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যায় গর্ভবার্ত্তা প্রদান ।

আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে রাণী সতী ।
ভালতো গো আছে মোর বিদ্যা গুণবতী ॥
চিরদিন দেখি নাই সে চাঁদবয়ান ।
বড়ই দুরাত্মা আমি হৃদয় পাষাণ ॥
তোমরাও ভাল মন্দ না কহ সংবাদ ।
না জানি ঘটিল আজি কিবা পরমাদ ॥
ঊষাকালে এসেছ অবশ্য হেতু আছে ।
আমার শপথ লাগে সত্য কহ কাছে ।
বিরসবদনে কেন বসিলা নিকটে ।
প্রাণ করে উড়ু উড়ু হেরে বুক ফাটে ॥
নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখি ডানি চক্ষু নাচে ।
বড় ভয় বৃদ্ধকালে শোক পাই পাছে ॥
সহচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণী ।
কি রোগ জন্মিল তার কারণ না জানি ॥
এবে দেখি কিরূপ সে রূপ গেল দূর ।
উদর ডাগর বড় বরণ পাণ্ডুর ॥
শয়ন সতত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ ।
মাথা ঘোরে উঁকি তোলে একি অলক্ষণ ॥

রাণী বলে কি কহিলে সর্ব্বনেশে কথা ।
বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর মাথা ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে দেও সাধ ভেট ।
সে বড় জোয়াল মেয়ে বাধায়েছে পেট ॥

গর্ভ দর্শনে রাণীর বিদ্যাপ্রতি ভর্ৎসনা ।

শুনি চমৎকার রাণী উঠে ।
পাছে শোনে চুপ চুপ, বুক করে ধুপধুপ
কাঁপে কায় কালঘাম ছুটে ॥
ভয়ে মুখে উড়ে ধুলা, পাছে রহে সখীগুলা
উপনীত নন্দিনী-নিকটে ।
যে কহিল রামাচয়, এ কথা অন্যথা নয়,
গর্ভের লক্ষণ যত বটে ॥
পূর্ব্বরূপ ছারখার, উদরের বড় ভার,
ধরাতলে শুয়েছে রূপসী ।
শিথিল কটির বাস, ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস,
আভ-আভা প্রভাতের শশী ॥
সম্মুখে প্রসবস্থলী, উঠে বিদ্যা কৃতাঞ্জলি,
প্রণমিল লাজে নত মুখ ।
কান্দে কথা কহে শুদ্ধ, দেখিলাম মুখপদ্ম,
কব কি জন্মিল যত সুখ ॥
অনাথিনী থাকি একা, ছ'মাস বৎসরে দেখা,
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই ।
জননী জীয়ন্ত যার, এতেক খোয়ার তার,
গর্ভে কেন দিয়াছিলে ঠাঁই ॥
হেসে এক কথা শোন, যদি খাওয়াতিস লোন,
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মোরে ।
বালাই যাইত তবে, এত কথা কেন হবে,
অনুযোগ কে করিত তোরে ॥
চর্য্যা বুঝিলাম আমি, মানব-রাক্ষসী তুমি,
যমের দোসর সেই বাপ ।
আমার কপাল পোড়া, বিধাতা নষ্টের গোড়া,
পূর্ব্ব জন্মে ছিল কত পাপ ॥
রাণী বলে পাপীয়সী, প্রাণ ছাড় নীরে পশি,
কিম্বা বিদ্যা খা লো তুই বিষ ।
মহে থাকো রত্ন তব, এইক্ষণে মর্ মর্,
কলঙ্কিনি কোন্ সুখে জিস ॥

নির্ম্মল রাজার কুল, তুই কলঙ্কের মূল,
জন্মিলি আমার গর্ভে আলো।
এই রাজ্য ত্যাজ্য করে, যদ্যপি ভাতার ধরে,
বেকাতিস সেও ছিল ভালো॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন বাণী,
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাণী সহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী।

বিদ্যা মর্ লো কলঙ্কিনী ঝি।
আমার কপাল পোড়া তোর দোষ কি॥ ধুয়া॥
বাপের দুলালী ছিলি, তাহে তিলাঞ্জলি দিলি,
কুলে খোঁটা কুলটা হলি ছি ছি ছি।
কার ঘরে নাই মেয়ে, চক্ষু খেয়ে দেখ্ চেয়ে,
পাপক্ষণে তোরে উদরে ধরেছি॥
প্রসাদ কহিছে দড়, হেন মেয়ে আইবড়,
লাজে লোক দাঁতে কাটে জি॥
আলো হেদে লো পাপিনি ঝি।
বিদ্যা বলে দোষ বা দেখিলা কি॥
আলো কেমনে মিলিল স্বামী।
বিদ্যা বলে পুরুষ না দেখি আমি॥
আলো কারে কর প্রতারণা।
বিদ্যা বলে চক্ষু নাই বুঝি কাণা॥
আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব্ব।
বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ॥
আলো উদর ডাগর তোর।
বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর॥
আলো স্তনে ক্ষরে কেন পয়।
বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয়॥
আলো কুচাগ্রভাগেতে কালী।
বিদ্যা বলে প্রলেপ দিয়াছে আলি॥
আলো শয়ন কেন ভূতলে।
বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে॥
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম।
বিদ্যা বলে নিদাঘকালের ধর্ম্ম॥
আলো পূর্ব্বরূপ গেল দূর।
বিদ্যা বলে দেখ লক্ষণ পাণ্ডুর॥
আলো মন মন উঠে হাই।
বিদ্যা বলে বলাধান আয়ু নাই॥
আলো অঙ্কন যে পোড়া কাট।
বিদ্যা বলে ছি মাগী তোরে না আঁটি॥
তারা মায়ে ঝিয়ে বহু ভাষে।
আড়ে আসি বসি আলি হাসে॥
রস শ্রীকবিরঞ্জনে কহে।
কুচু গর্ভ ছাপা নাহি রহে॥

রাণী সহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্বাক্‌ছল।

যতক্ষণ জিয়া আছ তাই আমি চাই।
বাসনা এমনি হয় আমি বিষ খাই॥
প্রাণ সম বাসি পিতা পড়াইল তোকে।
গালে দিলি কালিচুণ হাসিবেক লোকে॥
সমুচিত শাস্তি বিদ্যা তুই পাবি কালি।
ঠেঁটা চোরে গৃহী বাপে মোরে দিস্ গালি॥
বিদ্যা বলে পুনঃ পুনঃ কত কটু কও।
তারা নাই মাগো তুমি ভদ্রলোক হও॥
গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাস।
আপনিই আপনার কর সর্ব্বনাশ॥
কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ।
খুঁড়িতে কেঁচুয়া পাছে উঠে কালসাপ॥
কিবা ডাক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড়।
ভাল বটে জীয়ন্ত মাছেতে পোকা পাড়॥
বারে বারে যত কহি কথা নাহি মান।
যেমন আমার রীত সুন্দর তা জান॥
অনাথিনীপ্রায় পড়ে থাকি এই ঠাঁই।
পুরুষ কেমন কভু চক্ষে দেখি নাই॥
সবে মাত্র স্নেহভাবে দেখেছেন বাপ।
গর্ভ গর্ভ বলে কেন দেহ মনস্তাপ॥
দুঃখের উপর দুঃখ এ বড় উৎপাত।
কোথা বাজিবেক ভাগা শিরে সর্পাঘাত॥
রাণী বলে মর্ মেনে একি আর পাপ।
তবে বুঝি এ কর্ম্ম করেছে তোর বাপ॥
তোর এ কথায় গায় কাটে যেন বিছা।
পেটে হেলে লড়েচড়ে তবু বলে মিছা॥

ক্রোধে কম্পবান তনু ঘূর্ণিত লোচন।
সখীগণ প্রতি কহে কর্কশ বচন॥
জাতিরক্ষা হেতু আছ বিদ্যার নিকটে।
আপনারা ঘটক হইয়াছিলা বটে॥
তো সবার দোষ নাহি কাল মহে ভালো।
মাথায় করাত দিক কি ভেবেছ আলো॥
করযোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ।
বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ॥
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ কেমন।
রাজরাণী বট কেন কথা গো এমন॥
বাহিরে প্রহরী থাকে দুরন্ত কোটাল।
মনুষ্যসঞ্চার নাহি একি ঠাকুরাল॥
উচিত কহিতে কিন্তু মর্ম্মে পাবে পীড়া।
রমণী রমণী সঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া॥
ভগীরথ-জন্মকথা শুনিয়াছি কানে।
সে কালের মেয়ে তারা এ কালে না জানে॥
তবে কে করিল গর্ভ এ ত বড় রঙ্গ।
ছাড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপপ্রসঙ্গ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি।
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয়া ঢাকি॥
আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে।
বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বাড়ে॥
অবিচারে কর নষ্ট তার চারা কিবা।
যার রীত যেমন জানেন মাত্র শিবা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলী॥

বিদ্যার গর্ভসংবাদ শ্রবণে ভূপতির কোটালকে ধরিতে অনুমতি।

নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।
অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত।
গোযুগে গলিত ধারা জুকা নিরাগত॥
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জছটা।
নিরানন্দ প্রতি নিন্দ জিনিয়া বরটা॥
ভূপ উপে উপনীত মলিন বদন।
সম্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরাভূষণ॥
বিমল কমলমুখ ম্লান কেন কবে।
অদ্য কাল্কে কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে॥
শিরে হানি পাণি রাণী বলে কব কি।
গুন-পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝি॥
কি বল কাঁপিয়া উঠে মুখে উড়ে কাক।
ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ বায় তাকা॥
সমূলে রুষিল যেন মাতাল মাতঙ্গ।
সুষুপ্তিসময়ে যেন দংশিল ভুজঙ্গ॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নিকটে যেমন।
সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলা বচন॥
আপাদ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা যেন দহে।
কোটালের কর্ম্ম এই আর কার নহে॥
আরবার দরবার মধ্যে গিয়া ভূপ।
কাঁপে শুষ্ক উরু ওষ্ঠ লোচন বিরূপ॥
ক্রোধে কহে তোমরা সওয়ার দশ যাও।
এহি শুক্ত মেরে পাশ বাধাই মাঙ্গাও॥
যো হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ নড়ে।
কেহ তাজি তুরকী টাজন পৃষ্ঠে চড়ে॥
দড়বড় গড় পাড়ে উঠাইয়া ঘোড়া।
রজপুত যমদূত গোঁপে দেয় মোড়া॥
ঘেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেসাব।
কাঁহা কোতোয়ালগিরি নেকাল সেতাব॥
বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে খাটে।
সোয়ারের ঘটা দেখি ভয়ে মার্গ কাটে॥
ধূতি পরি লেজা শির হইল হাজির।
অমনি ঢেকায় করে বেড়ায় বাহির॥
পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া।
আকটে পাপোস মারে হাড় করে গুঁড়া॥
কোটালমহিলা কান্দে করে হায় হায়।
এক দণ্ডে নিয়া গেল রাজার সভায়॥
নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির।
নজর দৌলত এই বাধাই হাজির॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস দাস দাসীপুত্র হই॥

ভূপতির তর্জ্জনে কোতোয়ালের বিনয়।

মৌনরূপে ভূপ আছে, কোতোয়াল খাড়া কাছে
কোপে কহে ঘন বাহু নাড়া।
কুকুরে প্রশ্রয় দিলে, কান্ধে চড়ে এক তিলে,
বিশেষ কহিব কিবা বাড়া॥
ক্রোধে কাঁপে মহীপাল, কহে ওরে কোতোয়াল,
বুঝিলাম তোর নাহি দোষ।
যেমন যুগের ধর্ম্ম, তেমন উচিত কর্ম্ম,
মিছামিছি আমি করি রোষ॥
কারে কব কাবা কহ, সে যাহারে সঁপে দেহ
সে নাকি তাহার কাটে শির।
করিয়া হারামখুরি, পশিয়া আমার পুরী
রাজ্যে চুরি নাকে দিব তির॥
মনেতে আগুন জ্বলে, পুনঃ পুনঃ কটু বলে,
শান্তি নহে আরো ক্রোধ বাড়ে।
বিষম বিষয়ে মত্ত, না লও বিদ্যার তত্ত্ব,
সবংশে গাড়িব এক গাড়ে॥
সুরাপানে রাগরঙ্গে, থাক বারবধূ সঙ্গে,
অধর্ম্মে একান্ত পূর্ণ দৃষ্টি।
বিশ্বাসঘাতকী বেটা, হেন কাজ করে কেটা,
এই পাপে যাবে তোর সৃষ্টি।
কোতোয়াল বিদ্যমান, থর থর কাঁপে প্রাণ,
ধীরে কহে কি করেছি আমি
ক্রোধ সম্বরণ কর, সকলি করিতে পার,
মহারাজ আপনি ভূস্বামী॥
বিষ খেতে দেন মাতা, ধন লোভে বেচে পিতা,
জাতিবাদ যদি দেয় দারা।
অবিচারে রাজদণ্ড, গৃহ দহে বহ্নি চণ্ড,
কি আছে ইহার আর চারা॥
কিন্তু শুন মহাশয়, বিচার করিতে হয়,
দোষ দেখে এক গাড় গাড়।
যদ্যপি না ঘাটী পাকে, প্রাণ লও মিছা পাকে,
এ নহে বিহিত ক্রোধ ছাড়॥
আর শুন গুণধাম, লইয়া বিদ্যার নাম,
তারে রক্ষা করি আমি সদা।
অন্তরে বিষম ভয়, রাত্রে নাহি নিদ্রা হয়,
সাক্ষী মাত্র কেবল শারদা॥
সতত সতর্ক থাকি, দণ্ডে দশবার ডাকি,
সখী কহে প্রবোধ বচন।
হুসিয়ারে আছি ভাই, আমরা কি নিদ্রা যাই,
সবে বিদ্যা ঘুমে অচেতন॥
পিপীড়ার নাহি সন্ধি, নজরেতে হয় বন্দী,
ইহাতে মনুষ্য কোন্ ছার।
তবে যদি যায় চোরে, বিধাতা বিমুখ মোরে,
নিতান্ত এ কর্ম্ম দেবতার॥
রাজা বলে সে যা হোক, সাত দিন প্রাণ রোক,
ইতিমধ্যে চোর দিবে ধরে।
ধরিয়া আনিলে চোর, সম্মান করিব তোর,
জায়গির দিব বহু করে॥
যো হুকুম এই বাত, শিরে উঠাইয়া হাত
ঘরে যায় সংপ্রতি সুসার।
পিছে দল মহসিল, সরিবারে এক তিল,
নারে হুসিয়ার হুসিয়ার॥
সদা কৃতাঞ্জলি পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত কর গো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উর উমা আমার মানসে॥

চৌর্য্যসংবাদার্থ কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণীর সহ কথোপকথন।

কহিল বিরূপ ভূপ দুঃখে অঙ্গ দহে।
ঘৃণা বড় ঘরে গিয়া ঘরণীকে কহে॥
সৃষ্টি লোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও।
এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও॥
বিদ্যার মন্দিরে কিবা দ্রব্য গেল চোরে।
সেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজা মোরে॥
শ্রুতমাত্র বিলম্ব না করে একটুক।
অমনি চলিল ত্রস্ত ভয়ে কাঁপে বুক॥
নানা উপহার দ্রব্য সংহতি লইল।
অবিলম্বে রাণীর নিকটে উত্তরিল॥
ভূমে লুটি প্রণমিল করি যোড় পাণি।
পরম দুঃখিতা রাণী না কহেন বাণী॥
সে ধারা দেখিয়া তার হৃদে জন্মে ভয়।
সকরুণে কোটাল-মহিলা তবু কয়॥

এক নিবেদন মাত্র চরণে তোমার।
কৃপা করি কহ শুনি সত্য সমাচার॥
কি দ্রব্য হইল চুরি রাজকন্যাবাসে।
জীয়ন্ত জীবনে মরা কোটাল হুতাশে॥
বিশেষ জানিলে চোর তবে ধরা যায়।
নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায়।
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে সুধাও।
মিলিবে সকল তত্ত্ব সেই থানে যাও॥
সে বড় দারুণ কথা বাড়া কব কি।
অভিমানে মরমে মরিয়া রয়েছি॥
পুনঃ কহে যোড়হাতে নিশিনাথ-দারা।
বিড়ম্বনা কর যদি তবে নাই চারা॥
অবিচারে মহাপ্রাণী হত্যা বড় পাপ।
কি কারণে ঠাকুরাণি দেহ মনস্তাপ॥
দুগ্ধপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত॥
ভাল ত না শুনি মাগো বল তুমি যত॥
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন।
ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ম্ম হেন॥
রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর॥
বিদ্যাবতী গর্ভবতী এই সমাচার॥
কহিবার কথা একি মৃত্যু ইচ্ছা হয়।
শুনিলা এখন তুমি যাও নিজালয়॥
দশনে রসনা চাপে চমকিয়া উঠে।
বামা করাঙ্গুলী তুলি দিল নাসাপুটে॥
আর কিছু না কহিল গেল নিজ বাসে।
কোতোয়াল শুনি বার্ত্তা মনে মনে ত্রাসে॥
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান কৈল নিশিনাথ।
রাম রাম বলি দুই কর্ণে দিল হাত॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের ভূপতি প্রতি নিন্দা।

ভূপতি কেবল অজা, যে জন লুটিল মজা,
এড়াইল সেই আমি চোর।
কহিতে সরম করে, কজার ছিনালি ধরে,
গয়দান নৈতে চাহে মোর॥
রাজলক্ষ্মী থাকে যার, সূক্ষ্ম বিবেচনা তার,
সত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড।
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু, কৃপান্বিত বৃষকেতু,
তেঁই ধরে শিরে ছত্রদণ্ড॥
নতুবা কি কোনরূপে, এ ছার অধম ভূপে,
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়।
মনেতে জন্মেছে অগ্নি, সে বিদ্যা ধর্ম্মত ভগ্নী,
কেমনে এমন কথা কয়॥
গ্রামের সম্বন্ধে যারে, যা বলিয়া ডাকে তারে,
সেই ভাব করণ কর্ত্তব্য।
এ আমি নেমকে পালা, হায় হায় একি জ্বালা,
রাজা বেটা বড় ত অভব্য॥
বিতুষ্টা জননী কালী, খেদমত কোতোয়ালী,
গালাগালি লতায় জুতায়।
নাহি গণে আগা পিছা, যার যায় খড়গাছা,
প্রথমেতে আমাকে গুতায়॥
মারিয়া করিল ক্ষীণ, দেখি পাঁচ সাত দিন,
চোরের নাগাল যদি পাই।
মনেতে সকল আছে, দিয়া নৃপতির কাছে,
অধিকার ছাড়া হয়ে যাই॥
হইল সুন্দর শিক্ষা, মেগে খাব মুষ্টিভিক্ষা,
এমন সম্পদে কাজ নাই।
প্রসাদ বলিছে রও, এ দায় খালাস হও,
তবে তুমি যাও অন্য ঠাঁই॥

কোটালিনী কর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি ও প্রসাদপুষ্প নাথে প্রদান।

কোটাল-কামিনী হেথা পূজে ভদ্রকালী।
করপুটে কহে মাগো একি ঠাকুরালী॥
ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে।
অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে॥
দয়া কর দাসে দয়াময়ি দাক্ষায়ণি।
দনুজদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
ধব তব স্তব কব তার গুণ কিবা।
আশুতোষ আখ্যা এক শুন মাগো শিবা॥
সদাশিব সদাশিবসমূহ বিনাশে।
কৃপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে॥
শৈলরাজপুত্রি মাগো বিশ্ববিভুদারা।
কৃপণতা অনুচিত নাম তব তারা॥

তবে যদি কাতর কিঙ্করে দয়া নহে।
তোমাকে করুণাময়ী কেন লোকে কহে ॥
তুষ্টা মহামায়া তার ঐকান্তিক ভক্তি।
ভয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈব উক্তি ॥
অচিরে অবশ্য ধরা পড়িবেক চোর।
সে কিন্তু মনুষ্য নহে বরপুত্র মোর ॥
দেবী-অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ।
রাজসুতা বিধুমুখী হৃদয়ে আহ্লাদ ॥
যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথ-হাতে।
ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে ॥
প্রমদার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে।
হুঁকে উঠে হুপ বাড়ে হুহুঙ্কার ছাড়ে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা।

সাজে কোতোয়াল, লে খঞ্জর ঢাল, দো অাঁখিয়া লাল, সোবাণ পতঙ্গ, চড়ে গজতুঙ্গ, ঘুমাওত অঙ্গ, সেতাব করি।

যোবারত সাত, তুঝে দেওযে হাত, কহে মিঠীবাত, পিছে হোকে আও, কোহি মত যাও, মেরে সের খাও, হো পাঁও পরি ॥

দেখো এহি যাও, ওঁহি চোর পাও, মেমে গারি গাও, কহে মুঝে চুপ, সো বাত স্বরূপ, আবি রহ চুপ, জি এক ঘরি।

চলে কেত্তে ঠাট, হাঁকে কাট কাট, ভরে পুর বাট, খোলাওব যোহি, লই খুলি তৌহি, পড়ে মোকাহি হাম চোর ধরি ॥

হো ফৌজ হাজার, জাপাএটে বাজার, লোক হোয়ে লাচার, ফুকরে দোহাই, কাহে লুট ভাই, হজুরমে যাই, ক্যা কিয়া হৌ চুরি।

কহি কহে অাঁট, ইসে আও হাট, মুড়ারে গো * *, হারাম কি হাড়, আভি * * কাড়, মারো উস্কা * *, দোহাই তেরি ॥

কবে করি রাম, হোঁ পাযর হাম, তারা তেরে নাম, পড়া হোঁ লাচার, ওহি পদ সার, মুঝে কর পার, গমন কো উরি ॥

সহরে চোর ধরণার্থে কোটালের দৌরাত্ম্য।

চোর হেতু ঘরে ঘরে, বিষম বেদাতি করে,
বিদেশীকে বেন্ধে মারে কোড়া।
যাহার বাটীতে থাকে, ইটে খাড়া করে তাকে,
কোটালিয়া বিনষ্টের গোড়া ॥
ত্রস্ত হয় সব লোক, দিবা রাত্রি ভাবে শোক,
উৎপাতের সীমা কিছু নাই।
শিষ্ট লোক যত ছিল, আগে ভাগে পলাইল,
দূরাদূরে গেল ঠাঁই ঠাঁই ॥
গাছাও সহর তায়, কত লোক আইসে যায়,
সদা দেখা পণিকের সাথে।
কাছুকেতে রাখে বন্দী, কে বুঝে তাহার ফন্দী,
সাবল তাওইয়া দেয় হাতে ॥
যেমন খায় যারা যারা, তা সবার অন্ন মারা,
ভয়ে কেহ সহরে না ঢোকে।
পড়া পড়া থাকে মাঠে, কত বা নদীর ঘাটে,
তত্ত্বসারা মাছি পড়ে মুখে ॥
নিশিতে প্রহর বাজে, তার পর কেহ কাজে,
দুই চারি দণ্ড যদি থাকে।
সে যেন প্রকৃত চোর, দুঃখের না থাকে ওর,
সারা রাত্রি ছাড়্যা ঠুক্যা রাখে ॥
যে বেটারা ছেঁচা বোঁচা, বড় বড় লম্বা কোঁচা,
হয় কোটালের হরকরা।
বুকে ঠোকা দিয়া কয়, বসে থাক মহাশয়,
এক দিনে যাবে চোর ধরা ॥
হর্ষযুক্ত কোতোয়াল, মাথায় জড়ায় শাল,
পিঠ ঠুক্যা কহে ভাই রহ।
চোর ল্যানে সকো যব, আর ভি ইনাম তব,
দেওঙ্গা কেকের এস্কা কহ ॥
হজুরে নালিশ রোজ, রাজা ভাবে বুঝি খোঁজ,
কোনরূপে পেয়েছে বাবাই।
নতুবা কি এত জোর, হামেসা হাঙ্গামা সোর,
তথা কারু কথা লাগে নাই ॥
এথা চোরচূড়ামণি, দণ্ড-কমণ্ডলু পাণি,
কখন বা ব্রহ্মচারি-বেশ।
অবধৌত কোন দিন, আসন শার্দ্দূলাজিন,
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ ॥

কোতোয়াল করপুটে, স্তব করে সন্নিকটে,
নিজ দুঃখে বিশেষ রোদন।
পুরীসুদ্ধ হই নষ্ট, আশীর্ব্বাদ কর, কষ্ট
দূর হউক, রহুক জীবন॥
হাসি কহে গুণনিধি, অচিরে তোমাকে বিধি,
অবশ্য হবেন অনুকূল।
বাক্য মিথ্যা নহে মোর, ধরা পড়িবেক চোর,
ভয় নাই হের ধর ফুল॥
পুলকিত নিশীথর, ফুল নিল পাতি কর,
পুনরপি প্রণিপাত করে।
কালীপাদপদ্ম ভাবি, রচিল প্রসাদ কবি,
কোটাল চলিল স্থানান্তরে॥

কোতোয়াল-চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ।

কূটবুদ্ধি কোতোয়াল তক্ক করে নানা।
ঠাঁই ঠাঁই বসাইল মজবুত থানা॥
বিড়া উঠাইল পাঁচশত হরকরা।
বুক ঠুক্যা কহে চোর জানা গেল ধরা॥
কত পাটনির ঠাটে খেয়া দেয় ঘাটে।
কত বা দানির ছলে দান সাধে মাঠে॥
দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ।
কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ॥
কটিতে কৌপীনমাত্র তাহাতে গিরস।
সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস॥
গৌড়রাজ্যে গোড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাঠে॥
খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে।
চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোৎকা হাতে॥
মুগ্ধ-গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে পান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার খুঘড়ী ছুটি ছুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা খুলিবার কুটি॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥
সে বংশে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥
গোষ্ঠীসুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজির কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পাত্র শেষ চাটে॥
বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝি॥
শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী।
অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা কত জানে সন্ধি॥
পাঁচ হাতিয়ার বাক্য বিষম দুরন্ত।
অনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত॥
দেবজ দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাড়ু।
ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু॥
মার পিটে ধূমধাম করয়ে লহর।
ভয় নাই লুট্যা খায় রাজার সহর॥
কেহ বা বিষম বাঁকা জালালি ফকীর।
কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির॥
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা।
কান্ধে ঝুলী গলে কত তর তর মালা॥
যার বাটী যায় তার নাকে আনে দম।
করেকেতে চুরচুর নদারদ গম॥
কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী।
হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী॥
হেকমতে কতগুলা হইল কাঙ্গালী।
মরা পারা পড়্যা পড়্যা থাকে গলি গলি॥
লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা।
দুই চক্ষু বুজে থেকে থেকে করে হা॥
মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে।
চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে॥
নিদ্রা নাহি যায় লোক কোটালের ডরে।
খেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে॥
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি।
রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী॥
পূর্ব্বমত গানবাদ্য নাহি রাগরঙ্গ।
মহাতঙ্কযুক্ত লোক সদা রঙ্গ ভঙ্গ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি
আমি দাসদাস দাসীপুত্র হই।

চোর সন্ধানে বিছু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত।

না মিলে চোরের তত্ত্ব গেল পঞ্চদিন।
ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন॥
হীরা রায় নামে এক কোটালের খুড়া।
বয়স বিস্তর বড় বুদ্ধিমান্ বুড়া॥
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে।
সঙ্গোপনে যাও বিছু ব্রাহ্মণীর কাছে॥
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ভূমণ্ডলে নাই।
অবশ্য চোরের তত্ত্ব পাবে তার ঠাঁই॥
এ কথা শুনিয়া কোতোয়াল কুতূহলী।
শিরে বন্দে প্রযত্নে পিতৃব্যপদধূলি॥
চলিল বাথাই একা মধ্যাহ্নসময়।
উপনীত সেই বিছুব্রাহ্মণী-নিলয়॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে।
বৈস বাপু বিছু মৃদু হেঁসে হেসে কহে॥
কোন ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই।
বোও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই॥
ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল।
সুবচণ্ডী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল॥
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন।
মৃত্যুকালে হাতে হাতে সঁপেছে তখন॥
এবে বাছা ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর।
আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিষ্ঠুর॥
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথা থো।
বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন-পো॥
শুনিয়া থাকিবে গো বিদ্যার সমাচার।
এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহ নিস্তার॥
তোমা বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর।
পূজিব চরণ দুটি যদি পাই চোর॥
বিছু বলে হাসি হাসি এত বড় দায়।
আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায়॥
বাহু তুলি কুতুহলী নাচে নিশিনাথে।
আকাশের চাঁদ যেন পায় নিজ হাতে॥
কোটাল চলিয়া গেল আপনার ঘর।
বিছু যায় বিদ্যা বিনোদিনীর গোচর॥
প্রণাম করিয়া বিদ্যা বসিতে বলিল।
ব্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাঁপিল॥
কৌতুকে কপট কথা কহে বিছু হাসি।
শুনেছি সকল তত্ত্ব শুন গো রূপসি॥
চিন্তা কি গো চন্দ্রমুখি চুপ করে রও।
কিবা লাজ কার কাজ তার নাম লও॥
তার হাতে ঔষধ খাইয়া শীঘ্রগতি।
যাবে গো উৎপাত গর্ভপাত হবে সতি॥
একান্ত চিহ্নিত বটে শঙ্কা নাহি মাত্র।
তুমি গুণবতী দেখি সে কেমন পাত্র॥
কোটালের জানিত এ বুঝি বিনোদিনী।
সখিগণ প্রতি কহে বড় আপ্ত ইনি॥
ইঁহার গুণের কথা কহা নাহি যায়।
পুরস্কার দেও সখি মনে যেবা চায়॥
ইঙ্গিত পাইয়া উঠে উষা নামে আলি।
এক গালে চূর্ণ দিল আর গালে কালী॥
ঠেসে ধর‍্যা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া।
ঘন ঘন মুখ ঘসে মাটিতে ফেলিয়া॥
কেবল ব্রাহ্মণী হেতু জীবন রহিল।
ঢেকা মেরে বাড়ীর বাহির করে দিল॥
হাই-কাঁই করে দুই চক্ষে পড়ে জল।
মনে ভাবে অসৎকর্ম্মে বিপরীত ফল॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিছুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাস মাধাইর হিতোপদেশ।

অর্দ্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি।
অমনি পড়িল শেষে মরি মরি বলি॥
আমলিল শরীর উঠিতে শক্তি নাই।
কেন্দে কহে এত দুঃখ দিলা হে গোঁসাই॥
প্রভাত হইল নিশা নিশানাথ আসি।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কহে কি কর গো মাসি॥
কোঁথায়ে কোঁথায়ে কহে আরে বাপু মরি।
অতি বুদ্ধি পোঁদে দড়ি তার ভোগ করি॥
স্বার্থ নাহি পরার্থে যে করে পরানিষ্ট।
দেবতা তাহারে দেন বিধিমত কষ্ট॥
যে জাতীর দুঃখ দিল নৃপতির ঝি।
মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আর কি॥
সেঁটে ধরে আঁটে কিল মর্ম্মে পাই পীড়া।
কর্ম্মকারে পিটে যেন বড় লোহা ভিড়া॥

গালে গুঁতা গণে গণে গোটা বিশ গায়।
শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ কেটে যায়॥
অস্থানে গস্তানগুলা শাস্তি দিল বড়ি।
স্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছা শক্তি নাই নড়ি॥
বিছুবাক্যে বিস্তর হাসিল নিশানাথ।
ক্ষমা কর মাসি বল্যে ধরে দুটি হাত॥

বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল দুটি।
বিদায় মাগিল কিন্তু লাগে ছটফটী॥
কেন্দে কহে কি কর মা কৃপাময়ি কালি।
আজ্ঞা তব বৃথা হয় একি ঠাকুরালি॥
যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লবে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নাম কেন তবে॥
ছয় দিন গেল আজি কালি সপ্ত দিবা।
মরণ নিকটে মাগো বাড়া কব কিবা॥
চিন্তাযুক্ত বৃক্ষতলে বসিল বাধাই।
করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বট মহাশয়।
বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয়॥
ভার্য্যাবাক্যে ভগবান্ ভুলিলা আপনি।
কনককুরঙ্গ পাছে গেলা রঘুমণি॥
নল হেন মহারাজ বিপদে পড়িয়া।
ঘোর বনে পালাইলা ঘর ছাড়িয়া॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হৈয়া বুদ্ধিহারা।
পাশায় করিলা পণ আপনার দারা॥
যত বুদ্ধি পাও দাদা মনে নাহি ধরে।
সবে মেলি যাই চল রাজকন্যা-ঘরে॥
সিন্দুরে মণ্ডিত কর রাজকন্যা-গৃহ।
নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ॥
কুতুহলে কোতোয়াল কোলে করে ভাই।
ভাল কথা বলেছিস্ ভাইরে মাধাই॥
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভূপে।
রাজা বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে॥
ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে কলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ পূর্ণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে বলে কবিতা অদ্ভুতা।

চোর ধরণার্থে বিদ্যার মন্দিরে সিন্দুর লেপন।

তখনি পঞ্চাশ মোণ আনিল সিন্দুর।
পাঁচ সাত জন গেল রাজকন্যা-পুর॥
কোটালে সম্মুখে দেখি চমকিত রামা।
সখীসঙ্গে স্থানান্তরে গেলা গুণধামা॥
কূটবুদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দী।
সিন্দুরে মণ্ডিত কৈল না রাখিল সন্ধি॥
খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ।
সিন্দুরে মাখিয়া রাখে রজনী-রাজন॥
মুহূর্ত্তেকে পুনরপি হইল বাহির।
বন্ধুবর্গ সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি করে স্থির॥
বাপীতটে রজকে যথায় বস্ত্র কাচে।
অলক্ষিতে অনুচর রাখে তার কাছে॥
কোতোয়াল গেল জানি বিদ্যা বিধুমুখী।
প্রবেশিলা নিজ গৃহে সঙ্গে যত সখী॥
গৃহ খট্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন।
সকলি সিন্দুরমাখা উচাটন মন॥
কিবা তর্ক করে গেল কাল কোতোয়াল।
প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল॥
ছিলা হর্ষ হরিণাক্ষী ত্রতাশে শুকায়॥
কি আছে কপালে মোর কহা নাহি যায়॥
ভাবিতে চিন্তিতে গেল নিশি অর্দ্ধযাম।
হেনকালে উপস্থিত কবি গুণধাম॥
ভার্য্যাকে ভাবিতে দেখি ভয় পেয়ে মনে।
যতনে জিজ্ঞাসে কবি মধুর বচনে॥
কহ লো কমলমুখি কি নিমিত্তে হেন।
পেয়েছ পরমপীড়া প্রায় বুঝি যেন॥
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথা।
কে কহিল তোমাকে আসিতে আজি হেথা॥
কি তর্ক করিয়া গেল কোটাল চতুর।
সকল গৃহেতে হেদে দেখনা সিন্দুর॥
অকস্মাৎ কান্দে প্রাণ নাচে বাম্য আঁখি।
পড়িবে প্রমাদে প্রভু এই তার সাক্ষী॥
হেসে কহে কবি হরি এ জন্যে ভাবনা।
কোন চিন্তা নাহি শুন কুরঙ্গনয়না॥
সহস্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ।
তথাচ কদাচ তার নাহি হব হাত॥

রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনী।
উষাকালে উঠে গেলা কবিশিরোমণি॥
বসনে সিন্দুরমাখা দেখি কবিবর।
হীরা প্রতি কহে মাসি এক কর্ম্ম কর॥
নিশিযোগে বস্ত্রখানা দিও ধোপাবাড়ী।
সংগোপনে কাটে যেন ছুনা দিব কড়ী॥
এত বলি বীর কর্ম্মে চলিলা সুন্দর।
সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর॥
চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া।
গুপ্তে একখানি বস্ত্র দিবে হে কাচিয়া॥
অন্য ঠাঁই যে পাও দ্বিগুণ দিব আমি।
প্রকাশ না হয় যেন বুদ্ধিমান্ তুমি॥
ভাল ভাল বলিয়া রজক দিল সায়।
হেসে হেসে হীরাবতী হাত নেড়ে যায়॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সিন্দুর-চিহ্নিত বস্ত্র দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি এবং সুন্দরের সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন।

প্রভাতে রজক গেল সরোবর-তীর।
আগে ভাগে সেই বস্ত্র করিল বাহির॥
কোটালের অনুচর আছিল নিকটে।
সিন্দুরের চিহ্নে বুঝে চোরের এ বটে॥
দৌড়ে যেয়ে ঘাড় ধরে দেয় পাকনাড়া।
তখনি কাপড় দিয়া বান্ধে পিঠমোড়া॥
টেকাইয়া নিল যথা কোতোয়াল আছে।
সিন্দুরে চিহ্নিত বস্ত্র ফেলে দিল কাছে॥
কোপে কোতোয়াল কহে মুখে লাগে থুবী।
কাঁহা চোর সেতাব বাতাওগে বে থুবী॥
কোই কহে সাহেব জি রহো এক সাত।
হকীকত বুঝা জাগা কহনে দেও বাত॥
রপুটে সম্মুখে রজক কহে বাণী।
।র বস্ত্র ভালমন্দ আমি তো না জানি॥

কালি রাত্রি মোর বাড়ী এসেছিল হীরা।
বস্ত্র দিয়া বিস্তর দিলেক মাথা কিরা॥
যে পাও দ্বিগুণ তার পাবা মোর ঠাঁই।
লুকায়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই॥
ইহা বই আমি নাহি জানি মহাশয়।
অবিচারে নষ্ট কর উপযুক্ত নয়॥
বাত এসকা এহি হায় চল ওসকা পাশ।
বেতক্সির বেচারা কো দেওজী খালাস॥
ওকে নিয়া মাথায় বান্ধিয়া দিল চিরা।
যাও শীঘ্র কি জানি পলায় পাছে হীরা॥
কালান্তক যম যেন করি-পৃষ্ঠে উঠে।
মুখপানে তাকাইতে গায়ে ঘর্ম্ম ছুটে॥
লেজা তলোয়ার হাতে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
কাঁহা হীরা হীরা ডাকে করে হাঁকাহাঁকি॥
সরদার গেল যদি তবে থাকে কে।
ঝাটায়ে চলিল পাছে বাকি ছিল যে।
ঘোড়া উড়াইল বেগে সোয়ার হাজার॥
কাঁপে মাটি ডাকে হাঁকে বাজার বাজার।
ঘোরঘটা ঘেরে ঘরবাড়ী মালিনীর।
ডেকে হেঁকে হীরা বুড়ী হইল বাহির॥
হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জ্বলে।
অগ্নিতে ফেলিলে ঘৃত যেমন উথলে॥
কেঁওরে হারামজাদী এহি কাম তেরা।
সাত রোজ ফাকা লবেজান হুয়া মেরা॥
কাঁহাসে লেয়াও চোর কোন জাতি ওহি।
কহ তুঝে কেত্তা মালিয়াৎ দিয়া সোহি॥
খেলাপ কহগী বাত শের ঘোড়াওলা।
গাজামে চড়ায়কে হিমাইত তোড়লা॥
কোটালের কটুবাক্যে কুপিল অধীরা।
ভয় নাহি চোটপাট কথা কহে হীরা॥
এই সিঁড়ে নহি হোঁ দাবায় জাওগে।
বেহোস কহগে তব সাজাই পাওগে॥
মুঁ সামালো খুব নাহি কহ বের বের।
রাজা কি সহরমে বেটা তেঁই হুয়া সের॥
কোতোয়াল কহে থান্দী তওতি কসুতি সোর।
ঝুট নাহি কহো সেই তেরে ঘরমে চোর॥
হাত নেড়ে হীরা বলে থাক মেন্সে থাক।
বুঝা গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ॥
আমি ঘরে চোর পুষি কহগে রাজারে।
ওরে বেটা ঠেটা এটা কহে কেটা মোরে।

লাফ দিয়া কোতোয়াল চুলে ধরে তার।
দেখ তো হারামজাদী এ কাপড়া কার॥
মজাইতে কুল ফুল যোগাইতে নিত্য।
এ কলঙ্ক রহিল যাবৎ চন্দ্রাদিত্য॥
নির্ম্মল রাজার কুলে তুই দিলি কালী।
আরো করো আঁটিনী কুটনী মাগী শালী॥
পয়জার চট্ চট্ কিল গুম্ গুম্।
আঁকপাঁক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম॥
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে।
বুকে হাঁটু দিয়া ঠেঙ্গ তুলে বান্ধে ঘাড়ে॥
তখনি কান্দিয়া কহে ভাইরে বাবাই।
নারীহত্যা করিও না জল দেও খাই॥
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল।
হাসিয়া কোটাল তারে ধরিয়া তুলিল॥
রাখিল নজরবন্দী সোয়ার হাওয়ালে।
কই চোর চোর বলি চৌদিকে নেহালে॥
ফুলের বাগান ভেঙ্গে তচনচ করে।
নেজা হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে॥
সুন্দর সানন্দে জপে মহাকালী মন্ত্র।
কোন কিছু নাহি জানে কোটালের তন্ত্র॥
ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিল।
ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সুড়ঙ্গে পশিল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসী পুত্র হই॥

চোর ধরণার্থে কোটালের সুড়ঙ্গ খনন।

অনিমিখে নিরখে বিবর নিশানাথ।
অদ্ভুত মানিয়া চিত্তে নাকে দেয় হাত॥
কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে।
কেহ বলে তবে ধরা না গেল ইহাকে॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে কোটাল বাবাই।
আমি যাহা বলি তাহা শুনহ সবাই॥
এই পথে আসে যায় বিদ্যার নিকটে।
সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথা বটে॥
দেউড়ি জানিয়া কেহ প্রবেশে বিবরে।
হাত পাঁচ সাত গিয়া হাঁপাইয়া মরে॥
আকুরে হকুরে পুনঃ উপরে উঠিল।
বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল॥

যে পার সে যাও ভাই খাও জায়গীর।
বিদ্যার মন্দিরে নহে চোরের মন্দির।
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম।
সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম॥
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়।
পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড়॥
তখনি হাজার তিন আনিল কোদালি।
মজুরের নিখাখানা পাঁচ শত ঢালী॥
খোষ তন্ত্র কোতোয়াল ঘন ঘন ডঙ্কা।
নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা॥
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা।
কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছা।
সহরে গুজব উঠে একে একশত॥
গরু খাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
এক সরা ভরা টিকা হুকা চলে ছুটা।
খোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু ঢেঁকী-কুটা॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল করে।
চোরের সহিত নাকি ছিল ছুটা মেরে॥
পরম রূপসী তারা স্বর্গবিদ্যাধরী।
বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী॥
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে।
সেই ক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাতে॥
এথায় খন্দক খনে মজুর সকল।
বড় বড় গৃহস্থের বাড়ি গেল তল॥
সীমা মুড়া পর্য্যন্ত কাটিল খাই যদি।
দেখিয়া ডরায় লোক যেন এক নদী॥
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা।
শুনি নাহি জম্মে কভু হেন কহে তারা॥
কতকাল খন্দক খুদিল দিবা রেতে।
কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে॥
জ্ঞানী কহে থাকিবেক গূঢ় কিছু মর্ম্ম।
মনে নাহি বুঝি ইহা সামান্যের কর্ম্ম॥
পরম পুরুষ সেই চোররূপে ছলে।
দেবকন্যা বিদ্যাবতী শাপে ধরাতলে॥
কেহ কহে মিথ্যা নহে সত্য বটে ভাই।
এখনি সভার কাছে কয়েছে বাবাই॥

চকিতে দেখেছে চোর বলেছে সমস্ত ।
সুড়ঙ্গে পশিল যেন সূর্য্য গেল অস্ত ॥
প্রথমে যে দেখিল সে কহে শুন এই ।
ইহাতে কে কহিবে সামান্য ব্যক্তি সেই ॥
কেহ কহে সে যে হোক এ বড় লহর ।
সন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর ॥
কেহ কহে এতদিনে গেল মেনে ভয় ।
কেহ কহে দেখ ভাই আরো কিবা হয় ॥
ওথা কবি উপনীত প্রমদার পাশে ।
বিমল কমল মুখ মলিন হুতাশে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বালা স্থির হও ।
ভয় কি ভবানী বাণী বদনেতে কও ॥

বিদ্যা বাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ

নিরখিয়া পতি সতী অতি দুঃখযুতা ।
সজলনয়নে কহে বীরসিংহসুতা ॥
অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমাকে ।
রমণী নিমিত্তে কিছু না করে আমাকে ॥
ধরিবে মারিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল ।
পশ্চাতে উপায় নাহি গর্ত্তে মোর কাল ॥
তুমি হবে নষ্ট নষ্ট জন্ম অভাগীর ।
বিজ্ঞ বট প্রভু বিবেচিয়া কর স্থির ॥
এক নিবেদন করি অবধান কর ।
দোষ নাহি প্রভু তুমি নারীবেশ ধর ॥
আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ ।
ভুলাইলা কামরিপু ঠাকুর মহেশ ॥
ভীম পরাক্রম ভীম শমন দোসর ।
নারীবেশে বধিলা কীচক বীরবর ॥
সূর্য্যবংশে জন্মে দশরথ নাম ভূপ ।
বিপদ সময়ে রাজা ধরে নারীরূপ ॥
জাতি প্রাণ হেতু লোক তন্ত্র করে নানা ।
পরিণামদর্শী যেবা কি তার যন্ত্রণা ॥
সধর্ম্মিণী বাক্য শুনি সায় দিলা রায় ।
সুন্দরী সমূহে সুখে সুন্দরে সাজায় ॥
আঁচড়ে চিরুণে চারু চাঁচর চিকুর ।
ললাটে সিন্দুর শোভা তম করে দূর ॥
সহজে সুন্দর মুখ বিনির্ম্মল ইন্দু ।
চন্দ্রমধ্যে চন্দ্রদীপ্ত সুচন্দন বিন্দু ॥
দশন মুকুতাবলী ওষ্ঠ বিম্বফল ।
শতনরী হার গলে শ্রবণে কুণ্ডল ॥
চঞ্চল নয়ন কোণে কত কামশর ।
বস্ত্রাবৃত দাড়িম্ব যুগল পয়োধর ॥
ভূষণে ভূষিত তনু যেখানে যা সাজে ।
হেরি রূপ রূপবতী নতমুখ লাজে ॥
সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান ।
সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই ভান ॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ কহে সহচরী ।
কাহার রমণী গো নিছুনি লয়ে মরি ॥
নিশিযোগে যদ্যপি পুরুষ করে বিধি ।
বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি ॥
কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই
ইচ্ছা হয় কিছুকাল এই বেশে রই ॥
বাধাই কোটাল উপস্থিত হেনকালে ।
সসৈন্যে ঘেরিল পুরী চৌদিক নেহালে ॥
সকলি রমণী ঘটা পুরুষ না দেখে ।
বুদ্ধিহারা ভাজা পারা ধূলা উড়ে মুখে ॥
সাহসে করিয়া ভর বিচারিল মনে ।
নারীরূপে আছে চোর সহচরী সনে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

চোরের স্ত্রীবেশানুভবে বিদ্যার সহচরী-গণের খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা ।

তক করে নিশানাথ, দীর্ঘে ফাটে দশ হাত
পরিসর হাত তিন সাড়ে ।
করে ধরে খড়্গ ঢাল, হাটু পাতি কোতোয়াল,
খাসাটি করিয়া বৈসে পাড়ে ॥
ক্রোধে কহে পুনঃ পুনঃ, সহচরীগণ শুন,
তোমারা সকলে হও ধীরা
মাতিয়া যৌবন মদে, রমণী দক্ষিণ পদে,
লঙ্ঘিবে যে তার মুড় কিরা ॥
অথবা পুরুষ যেই, লঙ্ঘিবে পরীক্ষা এই,
কদাচিত বাম পদে কেহ ।
সারোদ্ধার কহি আমি, হইবে রৌরবগামী,
সপ্তম পুরুষ শুদ্ধ সেহ ॥

রহিলাম আগে ভাগে, শত ব্রহ্মহত্যা লাগে,
ধর্ম্মপথে থাকিলে মঙ্গল।
জন্মিলে মরণ আছে, ভোগাভোগ হয় পাছে,
নারকীর জনম বিফল॥
কোটালের কটু-কথা, কবি করে হেঁট মাথা
বিচারিল ধরিল কোটাল।
পূর্ব্ব জগদম্বাদেশ, কদাচ না রবে ক্লেশ,
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি জঞ্জাল॥
যা করেন কৃপাময়ী, যান্য পদে পার হই,
কতকাল হৈয়া রব চোর।
যদি তরি বান পায়, কোটাল সবংশে যায়,
ইহা কি উচিত কর্ম্ম মোর॥
শশিমুখী শকুন্তলা, সত্যবতী শশীকলা,
সর্ব্বাণী সুশীলা সত্যভামা।
রাধিকা রুক্মিণী রমা, রাজেশ্বরী রম্ভা উমা,
অপর্ণা অম্বিকা উষা শ্যামা॥
জয়ন্তী যশোদা জয়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
হৈমবতী হীরা হরিপ্রিয়া।
একে একে সহচরী, বাম পদে গেল তরি,
ও কূলেতে দাঁড়াইল গিয়া।
গম ভুলা নিশানাথ, কখন দাড়িতে হাত,
কখন বা গোঁপে দেয় পাক।
সবাকার কাঁপে বুক, প্রাণ করে ধকধুক,
কখন গভীর ছাড়ে ডাক॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত কর গো মায়া পাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উদ্বহ মানসে॥

সুন্দরের বামপদে ধন্বক লঙ্ঘনার্থ বিদ্যার সহ কথোপকথন।

একে একে পার হয় যত সহচরী।
গদ্‌গদ কহে বিদ্যা কান্ত করে ধরি॥
শুন শুন প্রাণনাথ বাক্য সারোদ্ধার।
বাম পদে একান্ত ধন্বক হও পার॥
ধরা গেলে কাটা যাবে, নৃপতি দুর্জ্জন।
তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ॥
নহে শাস্ত্রসম্মত সুসত্বা সহমৃতা।
দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনা শূন্য পিতা॥
অপমৃত্যু হবে তার যে করুন কালী।
তুমি তো পণ্ডিত প্রভু একি ঠাকুরালী॥
পূর্ব্বাপর শ্রুত বটে রাজনীতি ধর্ম্ম।
জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে দুষ্টকর্ম্ম॥
ভার্য্যা হেতু রামচন্দ্র সুগ্রীবে মিতালী।
বধিলা নিরপরাধে বানরেশ বালী॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁর শুন কার্য্য।
অশ্বত্থামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য॥
সুন্দরীর কথা শুনি কবি বিচক্ষণ।
হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ॥
কাল করে যুক্তি প্রশ্ন রামচন্দ্র সনে।
কেহ মাত্র সঙ্গে নাহি দোঁহে সঙ্গোপনে॥
কহে কৃপাসিন্ধু কিন্তু কর সত্য পণ।
এখানে দেখিবা যারে করিবা বর্জ্জন॥
কালিবাক্যে কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা স্বীকার।
লক্ষ্মণ ঠাকুরে দিলা রক্ষা হেতু দ্বার॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়।
দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি মিলিলা তথায়॥
ভক্তিযুক্ত প্রণমিলা মুনীন্দ্র চরণে।
মুনি বলে যাব শীঘ্র রাম সম্ভাষণে॥
মুনিবাক্যে মহাবীর কম্পিত শরীর।
কোনরূপে চিত্তে বিবেচনা নহে স্থির॥
যদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সম্ভাষণ।
শ্রীরামের আজ্ঞা তবে হইবে হেলন॥
একান্ত বিহিত নহে গমনাবরোধ।
বংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোধ॥
ত্যাজ্য হব যদ্যপিচ আমি যাই তথা।
সেই ভাল প্রভুকে জানাই এই কথা॥
মুনি প্রবোধিয়া গেলা রঘুনাথ কাছে।
কাল কহে প্রভু তব আজ্ঞা পূর্ব্বে আছে॥
এইক্ষণে ত্যাগ কর ঠাকুর লক্ষ্মণ।
মহা শোকাকুল চিত্ত কমললোচন॥
সত্যবদ্ধ হেতু প্রভু বর্জ্জিলা লক্ষ্মণ।
সরযূর নীরে বীর ত্যজিলা জীবন॥
সৌমিত্রের শোকে প্রভু সম্বরিলা লীলা।
রামায়ণে মহামুনি বাল্মীকি রচিলা॥
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাণপ্রিয়া।
প্রাণ গেলে সত্যেকে কি করে দুষ্ট ক্রিয়া॥

সেই রাজা যুধিষ্ঠির তাঁর শুন কর্ম্ম।
বকরূপে যে কালে ছলিলা তাঁরে ধর্ম্ম॥
প্রশ্ন যদি কহিলেন কুন্তীর নন্দন।
তথাপি কপটে প্রভু কহেন বচন॥
তুষ্ট হইলাম তুমি বর মাগো যাই।
যারে ইচ্ছা তাহে চাহে জীবে এক ভাই॥
ধর্ম্মবাক্য শুনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
পরিণামদর্শী রাজা করিলেন স্থির॥
সহদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল।
তবে তো নৈরাশ তাঁর মাতামহকুল॥
কিঞ্চিৎ থাকিয়া কহে সর্ব্বগুণযুত।
বাঁচাও জনেক প্রভু ভাই মাদ্রীসুত॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম্ম দিলা সাধুবাদ।
চারি ভাই জীয়া উঠে ঘুচিল প্রমাদ॥
জমদগ্নি সুত জামদগ্ন্য মহাবীর।
জনক আজ্ঞায় কাটে জননীর শির॥
পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুঞ্জে মুক্ত।
মিথ্যা কথা নহে মহাভারতেতে উক্ত॥
সত্যবাক্য রক্ষা পায় যদি যায় প্রাণ।
সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ॥
সত্য হীন ধর্ম্ম হীন বৃথা জন্ম তার।
যতো ধর্ম্ম স্ততোজয় বাক্য সারোদ্ধার॥

অথ চোর ধরণ।

অশ্বত্থামা হত প্রিয়ে কহিলে বচন।
সেই পাপে নৃপতির নরক দর্শন॥
অবিচারে রঘুনাথ বালি কৈলা বধ।
ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙ্গদ॥
কর্ম্মভোগ কার খণ্ডে ধরণীমণ্ডলে।
অন্য কে কোথায় থাকে রামচন্দ্রে ফলে॥
মম হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোটাল।
কহ প্রিয়ে কিরূপে রহিবে পরকাল॥
বিদ্যা কহে প্রাণনাথ যে কহ সে বটে।
কি কথা কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে॥
সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাস।
সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ॥
ভবিষ্যৎ কর্ম্ম এইক্ষণে কেন ভাবি।
তখনি তেমন কব যে কহান দেবী॥
কোন চিন্তা নাহি মত্ত-কুঞ্জর-গামিনি।
দুঃখ দূর করিবেন পুরারি-কামিনী॥
ভক্তিভাবে ভাব ভয়-ভাঙ্গা রাঙ্গা পদ।
শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ॥
করাল-বদনী বলি বাড়াইল পা।
হেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাঁপে গা॥
দক্ষিণ চরণে তরি দাঁড়াইল পাড়ে।
ব্যাঘ্রপ্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে॥
সুবস্ত্র ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে।
কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহনাদ পূরে॥
কেহ বা বড়শি হানে কেহ তরোয়ার।
ঘিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার॥
কেহ বলে বহু দুঃখ পেয়েছি হে ভাই।
ঘাড় ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি খাই॥
কেহ বলে লাঠিতে মাথার ভাঙ্গি খুলি।
কেহ বলে থাক তুমি আমি করি গুলী॥
কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়ি।
কাকালি পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি॥
তীরে তীরে জরজর করি হে ইহারে।
পোড়াইয়া মার রাজা কি করিতে পারে॥
পটুকা খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত।
বিদ্যা কহে ধর্ম্ম কোথা ওহে প্রাণনাথ॥
মর্ম্ম দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছাড়ে॥
বুক চিরে মাণিক্য লইল কেবা কেড়ে॥
সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু।
তোমা পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃষকেতু॥
পূর্ব্বের কঠোর পাপে বামদেব বাম।
হারাইল তোমা হেন রূপগুণধাম॥
কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে।
ঢেকা মেরে দূরেতে ফেলিল নিশাচরে॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে।
চুল ছিল এলো শীঘ্র দুই করে বান্ধে॥
পলাইলে পারে কবি কে রাখিতে পারে।
মনসাধে ধরা দিল ভৎসিতে রাজারে॥
মদনমোহনরূপ সবে মোহ যায়।
অনিমেষে বাখাই সুন্দর পানে চায়॥
কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর।
বিদ্যা বলে পরাণ-পুতলি বটে মোর॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরাম দুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি।

দয়িত দুর্গতি দেখি, দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী,
দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে, ধীহারা ধূচর বাড়ে,
ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্ম্ম ছুটে॥
মণিহারা ফণি পারা, জীয়ন্তে মরমে মরা,
মোহযুতা মুনি-মনোহরা।
নয়নে নির্গত নীর, নিশায় নিমগাতীর,
নাপার্থে পদ্মিনী যেন জরা॥
স্বপ্নে সতী স্বামী সঙ্গে, সরস চাতুরী রঙ্গে,
সুখে মুখে মুখ দিয়া রয়।
বিদ্যা বিনোদিনী বালা, বিনোদ বকুলমালা,
বিভু গলে দিতে জ্ঞান হয়॥
বিদ্যা কহে হে মা কই, কি করিলা কৃপাময়ি,
কোথা যাব কি হবে উপায়।
এই যে ছিলাম সুখে, একি দশা এক টুকে,
আত্মহত্যা দিব গো তোমায়॥
বিষম বিরহানলে, বপু বিপরীত জ্বলে,
বিদগ্ধ বল্লভ দিলা আনি।
রোপিলাম প্রেমতরু, না ফলিল ফলচারু,
উপাড়িলা অঙ্কুরে আপনি॥
প্রভু পূর্ব্বে প্রাণ বলে, পাশ্চাৎ পাবকে ফেলে,
পলাইয়া পাপে দিলা মন।
তোমার তুলনা তুমি, তরুণ তর। আমি,
ত্যাগ কর হৃদঙ্গজ জন॥
জনক যমের তুল, জননী যাতনা মূল,
জামাতা জীবনে করে বধ।
ভাবিয়া ভরসা সার, ভুবনে না দেখি আর,
ভয়-ভাঙ্গা ভবানীর পদ।
ফাঁফরে ফেপর রূপা, ফলতঃ কর গো কৃপা,
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে, এমত উচিত নহে,
দূর কর দাসের উৎপাত॥

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি।

ভূতলে আছাড়ে গা, কপালে কঙ্কণ ঘা,
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার, অশোক কিংশুক হার,
গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত॥
যথোচিত স্বামি-দণ্ড, কোতোয়াল ভাস্বচণ্ড,
প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্নিকটে।
রাকা সুধাকরমুখী, ফুল্ল ইন্দীবর আঁখি,
এবে কর্ম্মে ব্যক্ত সেই বটে॥
বিদ্যা বলে প্রভু ভাল, না বুঝিলা কালাকাল,
দেখ যুগ ধর্ম্ম এ সকল।
পরিণামে তব দৃষ্টি, অভাগীর মস্তে সৃষ্টি,
তার তো সাক্ষাতে এই ফল॥
হেদে হে কোটাল ভাই, ভগ্নী আমি ভিক্ষা চাই,
ছাড়হ আমার প্রাণনাথ।
ধর্ম্ম পথে দৃষ্টি কর, বারেক বচন ধর,
হের এই যোড় করি হাত॥
প্রাণ মোর নহে চোর, এত জোর মিছা সোর,
এতে তব লাভ আছে কি।
পরিত্রাণ কর প্রাণ, দেহ দান রাখ মান,
পুণ্যবান তুমি শুনিয়াছি॥
মম কান্ত শিষ্ট শান্ত, রাজা ভ্রান্ত কি দুর্দ্দান্ত,
আদ্যোপান্ত কৃতান্ত সমান।
শুন ওহে মিথ্যা নহে, তনু দহে কত সহে,
সৃষ্টি রহে বল হে বিধান॥
কোন্ ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম, পোড়ে মর্ম্ম গাত্র চর্ম্ম,
দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ এই বেশ, পায় ক্লেশ কৃপালেশ,
কর ভাই অকাল মরণে॥
চক্ষু লাল কোতোয়াল, কহে ভাল ঠাকুরাল,
এই কাল জঞ্জালের মূল।
জ্ঞান আমা ওগো রামা, গুণধামা কর ক্ষমা,
ভাব শ্যামা হইবে অতুল॥
তুমি সতী গুণবতী, ভগবতী প্রতি মতি,
সামান্য মানুষ নহে এহ।
রঘুবর হলধর, পুরন্দর সুধাকর,
পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ॥

এত বলে বাক্য ছলে, বাম চলে বামা টলে,
পুনরপি পড়ে মহীতলে।
কহে রাম দুর্গানাম, অর্দ্ধ বাম রূপ কাম,
পূর্ণ হবে দেবী অনুবলে ॥

চোর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ।

শুনি লোক মুখে, রাণী মনোদুঃখে,
গেল বিদ্যাবতী বাসে।
নন্দিনীর পতি, নিরখিয়া সতী,
নয়নসলিলে ভাসে ॥
অভিন্ন মদন, পূর্ণেন্দু বদন,
কনকচম্পক কান্তি।
এ নহে তস্কর, শশী কি ভাস্কর,
পামর লোকের ভ্রান্তি ॥
রূপ কব কিবা, চারু কম্বু গ্রীবা,
শুক চঞ্চু তুল্য নাসা।
নিন্দি কুন্দ কলি, শোভে দন্তাবলী,
সুধাধিক মৃদুভাষা ॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত,
করি-কর-দর্পহর।
ফুল্ল কোকনদ, মঞ্জু যুগপদ,
নাভি ভুধর বিবর ॥
বিদ্যাবতী মুখে, মুখ দিয়া দুখে,
ডুগরিয়া কান্দে রাণী।
জন্মে জন্মে পাপ, হেন মনস্তাপ,
ভুঞ্জিব স্বপ্নে না জানি ॥
কি বিদগ্ধ বিধি, রসময় নিধি,
নিরমিল তোর লাগি।
অনেক যতনে, লভ্য এ রতনে,
হারালি ছিছি অভাগী ॥
আরাধিলি বিদ্যা, ত্রিভুবনারাধ্যা,
মহাবিদ্যা ভদ্রকালী।
পূর্ব্ব কর্ম্ম ভোগ, স্বামীর বিয়োগ,
যত তার ঠাকুরালি ॥
কিবা কব তোরে, না কহিলি মোরে,
গুপ্তকণ্ঠে দিলি মালা।
বিধির লিখন, না হয় খণ্ডন,
এখন কে পায় জ্বালা ॥
ভূপতি দুর্ব্বার, নাহিক নিস্তার,
নিতান্ত কাটিবে চোরে।
হয়ে থাক রাঁড়ী, পোড়াইতে নাড়ী,
এতেক দুষ্কর্ম্ম তোরে ॥
শ্রীপ্রসাদ কহে, কথা মিথ্যা নহে,
কালীর কিঙ্কর যেই।
তার দুঃখ কিবা, সদা সঙ্গে শিবা,
ভুবন বিজয়ী সেই ॥

বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান।

স্নান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী।
মুদ্রিত লোচনে ভাবে রূপ কাদম্বিনী ॥
কৃতাঞ্জলি কহে কৃপাকর কৃপাময়ি।
দাস তব দয়িত দুঃখিনী দাসী হই ॥
আজ্ঞা ছিল তব সে আসিবে এথা একা।
এখন এ দশা একি অদৃষ্টের লেখা ॥
ক্ষিতিপতি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে স্বামী।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষম দোষ ক্ষীণা দীনা আমি ॥
নিতান্ত দেখিনু দুর্গা মন্ত্র জপে যেই।
হেদে গো করুণাময়ি তার দশা এই ॥
কি কব মহিমা সীমা পদতলে ভব।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব ॥
তপস্বিনী ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রী।
যশোদা-জঠোরজাতা জায়া জগদ্ধাত্রি ॥
পার্ব্বতি পরমেশ্বরি পশুপতিদারা।
প্রভাকর-পুত্র-পীড়া-হরা পরাৎপরা ॥
বিদেশে বল্লভ বীরসিংহ করে নষ্ট।
দনুজদলনী দেবি কেন দেও কষ্ট ॥
দৈববাণী শুনে রামা ভয় নাহি তোর।
সুন্দর সামান্য নহে বরপুত্র মোর ॥
প্রহরের পরে পুনঃ পতি পাবে সতি।
কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি ॥
এ কথা কহিলা যদি শঙ্কর-ঘরণী।
জলধিতরঙ্গে যেন মিলিল তরণী ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসী পুত্র হই ॥

চৌর দর্শনে নাগরিক জনের খেদ।

ধরা গেল চোর সোর পড়িল নগরে।
বাল বৃদ্ধ যুবা আর নাহি রয় ঘরে॥
স্তন্যপান করে শিশু কোলে যে ধনীর।
মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির॥
রন্ধন শালায় রামা রন্ধনে যে ছিল।
আধার উপরে হাঁড়ী রাখিয়া চলিল॥
বেগে ধায় নাহি চায় পিছুপানে ফিরা।
কেহ কহে দাঁড়া লো মাথার লাগে কিরা॥
একজন প্রতি আরজন বলে কই।
সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখ ওই॥
হেরি হেরি বদন মদনে অঙ্গ দহে।
কুলবধূ চিত্রিত পুত্তলী যেন রহে॥
কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি।
হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি॥
সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে।
আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে॥
রাজা লবে প্রাণ সই কোন্ মূর্খ কহে।
সাধ্য নহে তার যার দেহে আত্মা রহে॥
নিরখিয়া নরপতি এ রূপ বিচিত্র।
না হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিত্র॥
আছাড়ি পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা।
ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা॥
পতিপুত্র হীনা দীনা শুন গুণরাশি।
কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী॥
দ্বাদশ বৎসর মাথা খেয়েছি গোঁসাই।
তারপর কিছুমাত্র শোক জানি নাই॥
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর।
লোকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর॥
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে।
তোমাকে ছাড়িয়ে বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে॥
তব মৃত্যু কথা তব শুনিলে মা বাপ।
তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ॥
বয়স্যতা তব যার যার সঙ্গে আছে।
ছাড়িবেক প্রাণ তারা বার্ত্তা গেলে কাছে॥
তোমার মরণে এত লোকের মরণ।
কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন॥
দরবারে বার দিয়া বসেছে ভূপাল।
হেন কালে চোর নিয়া গেল কোতোয়াল॥

শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি পুটাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

রাজার সহিত চৌরের বাক্যোক্তি।

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়।
তপ্ত তপনীয় তনু তারাপতি প্রায়॥
প্রমথেশ প্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন।
ভালে বিন্দু বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন॥
প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চি চয় চতুর্দ্দিকে দ্বিজ।
পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মধুভুক্॥
কিঙ্কর নিকরে করে চামর ব্যজন।
মস্তকে ধবল ছত্র কিবা সুশোভন॥
তদুপরি চন্দ্রাতপ তমঃ করে দূর।
বামভাগে মহাপাত্র পরম চতুর॥
পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য।
মন্ত্রিগণ যত্নে গান করে হরে চিত্ত॥
দুদিকে সোয়ার খাড়া বুকে ধরে ঢাল।
কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল॥
সেলাম করয়ে হাতী সম্মুখে মাহুত।
পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যমদূত॥
চোপদার নকীব হুজুরে খাড়া আছে।
বাঘাই কোটাল চোরে নিয়া গেল কাছে॥
গরীব নেওয়াজ বলি আদরে সেলাম।
নজর দৌলত এই চোর লেয়া হাম॥
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি।
সতত নির্ভয় দীপ্যমান যেন রবি॥
অপাঙ্গ লোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ।
পরমপুরুষ চিত্তে জানিলা স্বরূপ॥
ধন্যা কন্যা অন্বেষণে মিলাইল পতি।
বররূপে কোন দেব ভ্রমে বসুমতী॥
রেবতী-রমণ কিম্বা কিম্বা বৃষকেতু।
কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরক্ষা হেতু॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই।
রাজা বলে কাট চোরে মশানে বাঘাই॥
আঁখি ঠারে আরবার করে নিবারণ।
মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন॥
পর্ব্বতজা পাদপদ্ম মানসে প্রণাম।
হাসি হাসি সুধাভাষা কহে গুণধাম॥

কাট রাজা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যুভয়।
গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয়॥

শ্লোকঃ।

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদাম গৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিং।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বল-লালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদ গণিতামিব চিন্তয়ামি॥

অস্যার্থঃ।

অদ্যাপি সা কনকচম্পকদাম তনু।
প্রফুল্ল কমলমুখী ভুরু কামধনু॥
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদন বিহ্বল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কথা শুনি কাঁপে তনু কুপিত ভূপাল।
কহে মশানেতে চোরে কাটরে কোটাল॥
কবি কহে কিছুকাল থাক রে বাবাই।
গোটাদুই চারি কথা আরো কহা চাই॥

শ্লোকঃ।

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং।
পশ্যামি মন্মথশরানল পীড়িতানি
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি॥

অস্যার্থঃ।

অদ্যাপি সে শশিমুখী সুলভ যৌবনা।
পীন পয়োধরা বালকুরঙ্গ-নয়না॥
তরঙ্গ পরশে অঙ্গ সদা সুশীতল।
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কাট কাট শব্দ রাজা করে পুনঃ পুনঃ।
কবি কহে গোটাদুই কথা আরো শুন॥

শ্লোকঃ।

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজ গন্ধলুব্ধ-
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফচয় চুম্বিত-গণ্ডদেশাম্।
কেশাবধূত-করপল্লব-কঙ্কণানাং
তাং নোদপৈতি নিচয়ঃ সুরতং মদীয়ম্॥

অস্যার্থঃ।

অদ্যাপি মুখারবিন্দ সুগন্ধ বিশেষ।
অলিকুল ব্যাকুল চুম্বিত গণ্ডদেশ॥
কম্পিত চিকুর কর কঙ্কণ সুধ্বনি।
মন মম মোহিত স্মরতি নিতম্বিনী॥

রাজা বলে নিয়া যাও মশানে বাবাই।
কবি কহে গোটা দুই বচন শুনাই॥

শ্লোকঃ।

অদ্যাপি বাসগৃহতো ময়ি নীয়মানে
দুর্ব্বার-ভীষণ-করৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে
কর্ত্তুং ন পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনোমে॥

অস্যার্থঃ।

অদ্যাপি আমাকে বাসগৃহ হতে চয়।
কেশে ধরে নিল যেন শমন কিঙ্কর॥
কি কি চেষ্টা না পাইল মদর্থে কামিনী।
কিবা কব দহে দেহ দিবস রজনী॥
অদ্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহরতি।
নিরখি মুদিলে আঁখি বিদ্যার সুরতি॥
ঊর্দ্ধ গতি মৃতপ্রায় বাক্য নাহি মুখে।
বিপরীত ক্যাপে বিদ্যা চড়ে তার বুকে॥
নগ্ন বিদ্যা মুক্তকেশী দন্তে কাটে জি।
নয়ন নিকটে দেখ নিবে দব কি॥
থরথর কাঁপে ভূপ ক্রোধভাবে চায়।
রাজা বলে কাট চোরে ধর খড়্গ যায়॥
কবি কহে কন্যা তব পরম রূপসী।
তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অসি॥
পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া।
জীয়ায় যুবতী বিম্বাধরামৃত দিয়া॥
ঘূর্ণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে।
এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে॥
কবি কহে কামান বিদ্যার যোড়া ভুরু।
সতত নিকটে ধরা বটে কল্পতরু॥
তাহাতে নয়নবাণ বিষম সন্ধান।
শশিমুখী হাসি ভস্মরাশি করে প্রাণ॥
কি জানি কি মন্ত্র জানে বিদ্যা গুণবতী।
পুনরপি প্রাণদান পাই নরপতি॥
বাক্য পীড়া মহা ব্রীড়া বীরসিংহ বলে।
এ বেটাকে ফেল নিয়া করি-পদতলে॥
মনোমত্ত কুঞ্জর মাহুত পুষ্পধনু।
সতত হুলায় হাতী কমলিনী তনু॥
তার তলে পড়ে রাজা প্রাণ যায় মোর।
চোর চোর বলে তুমি মিছা কর সোর॥

আপনি সাক্ষাৎ যম মৃত্যুরূপা কন্তা।
রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এইরূপ ধন্তা॥
মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা।
বিদ্যায় ঘটায়ে কবীশ্বর কহে তা॥
রাজা বলে মিথ্যা বাক্যছলে কাজ নাই।
মশানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই॥
হাসি হাসি গুণরাশি সভা সাক্ষী করে।
জামাতা কহিলা সত্যবাদী নৃপবরে॥

শ্লোকঃ।

অদ্যাপি নোজ্‌ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং নিজপৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহ বাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

অস্যার্থঃ।

অদ্যাপিও হলাহল ন মুঞ্চতি হর।
অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কূর্ম্মবর॥
অদ্যাপিও বাড়বাগ্নি জলনিধি বহে।
সাধুর বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে॥
রাজচক্রবর্ত্ত' কিন্তু রীতি কদাচার
লোক ভয় ধর্ম্ম ভয় না দেখি তোমার॥
মম বীর্য্যে ভূপতি যে জন্মিবে সন্তান।
পরম দুর্দ্দান্ত সে দিবেক পিণ্ডদান॥
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল।
তথাপিও সামা নহে একি ঠাকুরাল॥
একান্ত লজ্জিত রাজা কুমার বচনে।
অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে॥
ভূপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র ধীর।
দুরক্ষর বাক্য কহ নির্ভয় শরীর॥
সত্য কথা কহ চোর থাক কোন্ গ্রাম।
কাহার তনয় কোন্ জাতি কিবা নাম॥
দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়।
যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয়॥
কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মূঢ়।
খাও হে বাপের কলা দিয়া ঝোলা গুড়॥
দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র।
হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র॥
বন-পশু বুঝেছি বলিয়া দেন ভুড়ি।
রাজা বট যেন সার কাঁটালের গুঁড়ি॥

জন্মমাস গতে কর্ণ সুধাও কি জাতি।
কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি॥
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক।
দ্বিপাদ গণ্ডর মধ্যে তুমি হে অনেক॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর।
চাষার পরশ পায় দুনা বাড়ে দর॥
অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান।
সভাস্থ পণ্ডিতগণ হন্ হতজ্ঞান॥
দ্বিজগণ কহে কহ রূপগুণযুত।
কোন্ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুত॥
কহে গুণরাশি হাসি শুন ধীরচয়।
তোমা সবাকারে কহি নিজ পরিচয়॥
জনম মানবকুলে শম্ভুধাম ধাম।
পিতামাতা শিবশিবা কালিদাস নাম॥
কোনরূপে নিতান্ত না পরিচয় মিলে॥
কোতোয়াল সঙ্গে রাজা বসিলা বিরলে॥
ক্ষেপে নিশানাথ সুতানাথ এই বটে।
এমন সুপাত্র বহুভাগ্য হেতু ঘটে॥
বধ করা মত নহে দিব কন্যাদান।
কিন্তু তুমি নিয়া যাও দক্ষিণ মশান॥
কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে যুক্তি।
কৌশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি॥
পুনঃ পুনঃ কহি যত কাটিবারে চোর।
রেয়াতি করিস্ বেটা ওকি বাপ তোর॥
ভূপতি-ভারতী শুনি কুপিল কোটাল।
দুই চক্ষু ঘুরায় ঘুরায় খড়্গা ঢাল॥
চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা।
কবি কহে কৃপাময়ি কালি কোথা গেলা॥
ক্ষণমাত্র উত্তরিল দক্ষিণ মশানে।
কেহ চড় মারে কেহ চুল ধরে টানে॥
বড়শি হানিতে বুকে চাহে কেহ কেহ।
ফাঁকর হইল থরথর কাঁপে দেহ॥
মারমার কাটকাট করে মহাধুম।
ফাঁকি ঝুঁকি সার নাই কাটিতে হুকুম॥
কিছু কাল ছিল কবি ডরেতে নীরব।
কৃতাঞ্জলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।

সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্তুতি।

ক

কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি।
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি॥
কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার।
কপর্দ্দি-কামিনি কিবা করুণা তোমার॥

খ

খ ভয়ে ভ্রমহ মাগো হের হর ভয়।
খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয়॥
খরখড়্গা করে ধরো খলখল হাসি।
খলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আসি॥

গ

গিরিবরসুতা গৌরি গণেশ-জননি।
গগনবাসিনি বিদ্যা গিরিশ-গৃহিণি॥
গয়া গঙ্গা গৌতমি গোমতি গোদাবরি।
গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শঙ্করি॥

ঘ

ঘনা ঘনরূপা দেবি ঘননিনাদিনি।
ঘেরিল কোটালঘটা ঘোর শব্দ শুনি॥
ঘৃণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ।
ঘরে ঘরে ঘোষণা কুযশ তব এহ॥

চ

চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
চতুর্দ্দলচক্রে চরাচরবিভেদিনি॥
চঞ্চলচরণভয়ে চমকিত ফণী।
চাচর চিকুর চারু চুম্বিত ধরণী॥

ছ

ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা।
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মাগো কিবা॥
ছলছল চক্ষু ছাতি ফাটে গো বন্ধনে।
ছটফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে॥

জ

জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী জকারপঞ্চ দুর্লভ বচন॥
জন্মিলাম কোথায় জীবনে হেথা মরি।
জয়ঙ্করি রক্ষা কর জগৎঈশ্বরি॥

ঝ

ঝিকিমিকি খড়্গ করে ঝেকে উঠে ঢালি।
ঝাটা পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কর কালি॥
ঝাড়া ঝাড়ে কোটালিয়া ঝাড়া লয়ে হাতে।
ঝিমাইতে মন গো ঝঞ্ঝনা পড়ে মাথে॥

ট

টঙ্কার ধনুক শব্দ টোটাই মা বলে।
টল টল কাঁপে দেহ টাঙ্গী মারে গলে॥
টিকী ধরে টানে টনটন করে শির।
টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর॥

ঠ

ঠগগুলা ঠেসে ধরে ঠোঁটে এল প্রাণ।
ঠাকুরাণি ঠাকুরাণি ছাড় কর ত্রাণ॥
ঠাহর না পাই ঠাট ঠাটে কত ধার।
ঠেটা দায় ঠেকিলাম ঠাঁই দেহ পায়॥

ড

ডুকরিয়া কান্দি ভয়ে বান্ধা দুটি হাত।
ডরাইয়া উচ্চ ডাক ছাড়ে নিশানাথ॥
ডিঙ্গিয়া ডাইন পায় মারা যাই প্রাণে।
ডাকিনী সহিত শীঘ্র উর গো মশানে॥

ঢ

ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে ঢেকা মারে ঢালি।
ঢঙ্গ বেটা ঢেমন বলিয়া দেয় গালি॥
ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়া ঢুলিয়া পড়ে গায়।
ঢলঢল করে আঁখি আড়ে আড়ে চায়॥

ত

তপস্বিনি ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রি।
ত্রিপুরারি-ত্রিপুরা-তারিণি জগদ্ধাত্রি॥
তুর তত্ত্ব ত্রিলোচন সবে মাত্র জ্ঞাত।
তথাপি তাঁহার তরে মায়া কর কত॥

থ

থরথর কাঁপি স্থির কর মহামায়া।
স্থান দেহ স্থলপদ্মপদে শম্ভুজায়া॥
স্থাবরজঙ্গম তোমা ভিন্ন কিছু নহে।
স্থান দিলে মোরে কৃপাময়ী নাম রহে॥

দ

দিগম্বরি দনুজদলনি দাক্ষায়ণি।
দুর্গতিহারিণি দুর্গে দুরিতমোচনি॥
দাসে দুঃখ দেখ মা কিরূপ দয়াময়ী।
দাসীপুত্র দাসীর দয়িত দৈবে হই॥

ধ

ধূর্জ্জটিধাম্মিনি ধরাধরেশকুমারি।
ধীমান নিয়ায় ধাম ধৈর্য্য মানা করি॥

ধরণীভূষণ ধীর ধর্ম কিছু নাই।
ধিক্ ধিক্ ধর্ম্মো বধে বলিয়া জামাই॥

ন

নমো নিত্যে নারায়ণি নৃমুণ্ডমালিনি।
নবীননীরদনীলনিন্দিতবরণি॥
নলিননির্জ্জিতে নেত্রকোণে চাও শিবে।
নতুবা নিশ্চয় নরহত্যা মা লাগিবে॥

প

পতিতপাবনি পদ্মা পর্ব্বততনন্দিনি।
প্রমথেশপ্রিয়া পাপপুঞ্জবিমর্দ্দিনি॥
পদ্মযোনি প্রভৃতি পঙ্কজপদভারে।
পাই নাই মহিমার পামর কি পারে॥

ফ

ফাঁফরে ফিরিয়া চাও ফণীন্দ্ররূপিণি।
ফের দিয়া ফান্দে ফেলে বধে গো জননী॥
ফট করে কটু কহে ফিক্ ফিক্ হাসে।
ফুৎকারে কোটাল মারে রক্ষ নিজ দাসে॥

ব

বিশ্ববিভূদারা গো বারেক দয়া কর।
বিধির বিধাতা বট বিঘ্নরাশি হর॥
বলিতে বদন এক বাক্য কব কি।
বিবেক বিদরে বুক বাস্ত হইয়াছি॥

ভ

ভবানি ভৈরবি ভীমা ভবের বনিতা।
ভেশ ভয়ঙ্করা রাজ্ঞি ভূধরদুহিতা॥
ভগবতি ভারতি গো ভবের ভাবিনি।
ভক্তজনবৎসলা মা ভুবনপালিনি॥

ম

মহেশ্বরি মহামায়া মহেশমোহিনি।
মূঢ়মতি মানব মহিমা কিবা জানি॥
মহীপতি মন্দমতি মত্ত ধনমদে।
মহিষমর্দ্দিনি মাগো স্থান দেহি পদে॥

য

যোগরূপা যশস্বিনি যশোদানন্দিনি।
যোগেন্দ্রযোষিতা যজ্ঞসমূলঘাতিনী॥
যুগল চরণপদ্মে যদি দেহ স্থান॥
যশ থাকে যদি মা করগো পরিত্রাণ॥

র

রণরসে রত রমা রুক্মিণি রোহিণি।
রাক্ষসসংহারকত্রি রাঘব-রমণি॥
রঙ্গিণি রুদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মশানে।
রাজা করে বধ রাখ আসিয়া আপনে॥

ল

লহলহ লোলজিহ্বা লোলিত বদন।
লীলায় বধিলা যত দুষ্ট দৈত্যগণ॥
লক্ষিতে না পারি মাগো চরিত্র তোমার।
লক্ষ্মীরূপা ক্ষম দোষ যতেক আমার॥

ব

বিধিমত বিদ্যাবতী বিচারে হারিল।
বাপে না বলিয়া বিদ্যা বিরলে বরিল॥
বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিংহ রায়।
বিরহিণী বিনোদিনী কি তার উপায়॥

শ

শিবে শবাসনা শবশিশু শোভে কানে।
শত্রুগণে শিরে ধরি বধে গো শ্মশানে॥
শঙ্করি শরণমাত্র তোমার চরণ।
শীঘ্র শান্ত কর শ্যামা নিকট মরণ॥

স

সংসারসাগরে সার সবেমাত্র তুমি।
শরণ লয়েছি সরসিজপদে আমি॥
সব সুখসম্পদদায়িনি সনাতনি।
সমর্পিলা শত্রুহস্তে শিবসীমন্তিনি॥
শঙ্করসুন্দরি সত্য তব ঠাকুরাণি।
সুন্দর শ্বশুরপুরে সারা হয় কালি॥

হ

হত্যা হই হুতাশে হিংসার তুমি মূল।
হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অনুকূল॥
হা করিয়া হান হান কাট কাট ডাকে।
হুহুঙ্কারে হিয়া ফাটে পড়েছি বিপাকে॥

ক্ষ

ক্ষীণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষমা নাহি করে।
ক্ষেমঙ্করি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে মোরে॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষুণ্ণ মন সদা।
ক্ষপাদিবা জ্ঞান নাহি ক্ষম মা শারদা॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দর প্রতি কালীর অভয়দান এবং মশানে মাধব ভট্টের আগমন।

চতুস্ত্রিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কবি।
দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতুষ্টা দেবী॥
কহেন করুণাময়ী কেন ভয় পাও।
নৃপতিপূজিত হৈয়া নিজ দেশে যাও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি বাছারে সুন্দর।
কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিঙ্কর॥
পর্ব্বত চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ।
ছায়ারূপে সদা আমি থাকি তব সঙ্গ॥
ভাবরে ভকত নব কালী কল্পতরু।
তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু॥
চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লভে একান্ত।
আজ্ঞা কিন্তু আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত॥
ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে।
ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে॥
শিষ্ট কষ্ট রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেহ কহে।
দ্বিতীয় ব্যক্তিতো সে সামান্য বাধা নহে॥
হলাহলামৃতামৃত রস হলাহল।
ক্রিয়া ক্রিয়া কলিকালে শীঘ্র ফলাফল॥
পরম সংস্কৃত বিদ্যা গুরুরতিগমণ।
বীর্য্যবন্ত সাধকজনার মনোরম্য॥
সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথ।
কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত॥
কিরূপ কালীর কৃপা কহা নাহি যায়।
মাধব নামেতে ভট্ট মিলিল তথায়॥
জরির পোষাক পরা বেশ চিরা মাথে।
কনকে জড়িত হীরা নবরত্ন হাতে॥
চিক্কণ পাথর শির চকমক করে।
বহুমূল্য তরুণতপনতেজো ধরে॥
ডোরে লট্‌কা তলোয়ার কোমরে খঞ্জর।
চাঁদমুখে চাপদাড়ি পরম সুন্দর॥
বুকেতে চাপ্পানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে।
বাখাল কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে॥
ক্রোধেতে আরক্ত বক্ত্র দেহ স্থির নহে।
কোটালের প্রতি কোপে কটু কথা কহে॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের প্রতি মাধব ভট্টের উক্তি।

ভট্টভাষা। থরথর দেহ কোপযুত ঘনঘন
নিরখই যামিনীনাথবয়ান॥
রকত রদ ছদ বদহি রাজন দারুণ
দুরণ ছোড়ল তুহ জ্ঞান॥
লাঞ্জন সুন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ
হেরত রোয়ত ভাট।
ধৃত করপর থর খঞ্জর ঝাকই
হাঁকত বে পহেলা মুঝে কাট॥
ছুঁয়র ছো গুণসিন্ধু কি নন্দন
কাঁহা কহঁ যাকো ভবানী ছহায়।
জাকর লাগি জাগি বহু যামিনী
নিশিদিন পূজন পড়লি ধেয়ায়॥
পরম নরবর তুহ কি মুরখ বুঝাও
হাম বাতমে ছাড মেরা আও।
কাঁহাকি পাছ থালাছ করো যাকর
সুন্দরকো গজরাজ টাহরাও॥
বেঁধে আঁখিয়া ঘোমাইয়া বের বের কোটালিয়।
দেও তোর মুখে গারি।
মা দোহাই লাগে তুঝে ভট্ট সেভাব কাঁহা
চোর কোতোয়াল তৈহারি॥
ভট্ট কহে কোতায়ালরে এয়চারে
গারি মত দিজিয়ে।
বড়ি এক বিচমে গাধি জান খোয়ায়ে গা
বুঝ ছমুজকে বাত কিজিয়ে॥
তৈছন হেরবি ঐছন কবি ছবি
বদন বিরাজিত নিরমল চান্দ।
কহে পরসাদ যো চোর কহে ছো মূঢ়
কুলরমণীমনোমোহন ফান্দ॥

মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য।

কহো কোতোয়ালরে হুকুম কেয়ে দিয়া।
ভবানী ছেবক কো এত্তরে হাল কিয়া॥
মহারাজকে বেটী বিদ্যা পূজকে মহাদেও।
সুন্দর কো খসম পায়া মেরে বাত লেও॥
ছবকা খয়ের হোগা বের বের কহোঁ মেই।
মেরে বাত না শুনেগা সাজা পাওগে তেঁই॥

ছোড় দিজে কানলাল কো লেকে চল সাত।
আপকে বরোবর যাকে কহো এহি বাত॥
কোপে কহে কোতোয়াল মৌত লাগা পাজি।
ফের এয়ছা কহেগা করোঙ্গা জুতি বাজী॥
চোরকো ছরদার তেঁই বুঝা গেয়া এহি।
রাজা কি দোহাই ভাই ছোড় মত কহি॥
কোহি কহে বেলফেয়াল মোচতো উখাড়ো
কোহি কহে চোরকে সামিল লেকে গাড়ো॥
কোহি কহে চোরকো গাধেমে চড়াও।
এহি ওক্ত ছের মুড়ায়কে সহর ঘুমাও॥
কোহি কহে জানে দেও জি জেয়ছা হিঁয়া আয়া।
বুঝা গেয়া বাতমে ছাজাই তেয়ছা পায়া॥
মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোদুখে।
কাষ্ঠবৎ কায় কথা নাহি সরে মুখে॥
পদ্য দেখি গদ্য কথা যদ্যপিহ করে।
বৈদ্যগ্রন্থে সদ্য ফল বৈদ্যক হা করে॥
নব্যলোক ভব্য হয় সভ্যসঙ্গে বটে।
গুণ যেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভাটমুখে সুন্দরের বার্ত্তা শ্রবণে ভূপতির সভাসুদ্ধ মশানে গমন।

কোটালিয়া কটু বলে, রাজার নিকটে চলে,
ভাট কহে নির্ভয় উত্তর।
শুন শুন মহারাজ, বিপরীত তব কাজ,
যথোচিত উঠে যেয়ে কর॥
গুণসিন্ধু ধরাধিপ, খ্যাত নামে জম্বুদ্বীপ,
কলিযুগে যেন রঘুবীর।
নির্ম্মল যাহার যশ, প্রকাশিত দিগ্ দশ,
তাঁর পুত্র সুন্দর সুধীর॥
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু, কৃপান্বিত বৃষকেতু,
জামাতা মিলিল তেঁই হেন।
তুমি বিচক্ষণ ভূপ, চরিত্র এমন রূপ,
পেয়ে নিধি ঘৃণা কর কেন॥
বিদ্যা বিনোদিনী কন্যা, ধরণীমণ্ডলে ধন্যা,
শাপভ্রষ্টা জন্ম তব ঘরে।
সুন্দর সামান্য নর, না জানিও নৃপবর,
সত্য কহি তোমার গোচরে॥
জানকী-জীবন রাম, কিংবা শ্যাম কিংবা কাম,
কিম্বা পুরন্দর কিম্বা শশী।
সন্দেহ নাহিক মাত্র, ভুবনে এমন পাত্র,
দৃষ্ট নহে গুন গুণরাশি॥
ভাটমুখে সুধাভাষ, নৃপমুখে মৃদুহাস,
উঠে দিল প্রেম-আলিঙ্গন।
খুলিয়া অঙ্গের যোড়া, বাছিয়া তুরুকি ঘোড়া,
আর দিল বস্ত্র রত্ন ধন॥
সভাশুদ্ধ নিয়া সঙ্গে, ভূপতি পরম রঙ্গে,
উপস্থিত দক্ষিণ মশানে।
কালীর কিঙ্কর যেই, ভুবন-বিজয়ী সেই,
মহিমা তাহার কেবা জানে॥
মালাসুদ্ধ ভেকধর, সভাই সাধক নয়,
মুখে কহে রাধাকৃষ্ণ বাণী।
চিত্তে বাঞ্ছা কালপ্রিয়া, জ্ঞানামৃত করে নিয়া,
এইরূপে কাল কাটে প্রাণী।
বৈশ্য ক্ষত্র বৈদ্য শূদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র,
কথা ভাল নহে যেবা কহে।
তার কিছু নাহি স্বর্ণ, শুন কহি ধীরবর্ণ,
সেও পাপী যে সঙ্গে যে রহে॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি।

শীঘ্রগতি নৃপবর, ধরে জামাতার কর,
মুক্ত কৈল নিগড়-বন্ধন।
গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে, নিকটে অঞ্জলিপুটে,
সবিনয় কহে সুবচন॥
যেমন গোকুলপুরী, কৌতুকে নবনী চুরি,
কৈলা প্রভু ত্রিভুবনপতি।
গোপীমুখে শুনি বাণী, রজ্জু বান্ধে যুগপাণি,
তমোগুণে রাণী যশোমতী॥

অথবা অজ্ঞাত বাসে, বিরাট ভূপতি পাশে,
বৎসরেক ছিলা যুধিষ্ঠির।
বিধাতা বিমুখ তাঁরে, অক্ষপাটী কেলে মারে,
ফুটে ভালে পড়িল রুধির॥
শেষে পেয়ে পরিচয়, হৃদয়ে বিষম ভয়,
সকরুণে কহে গদগদ।
চিত্তে না জন্মিল রোষ, ক্ষমা কৈল তাঁর দোষ,
ধর্ম্মপুত্র শাস্ত্রবিশারদ॥
যেমত বিরাটরাজ, না জানিয়া কৈল কাজ,
আমি সেইরূপ জ্ঞানহত।
তুমি গুণসিন্ধুসুত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
মার্জ্জনা করহ দোষ যত॥
মাণিক নীচের ঠাঁই, যেন মূর্খে বুঝে নাই,
দুরদৃষ্ট হেতু জন্মে হেলা।
কিম্বা শিশু বুদ্ধিহীন, বান্ধা থাকে রাত্রিদিন,
শিলাপুত্রসঙ্গে রঙ্গে খেলা॥
শুন শুন কল্পতরু, পর্য্যায় পরমগুরু,
বট বাপা তোমার শ্বশুর।
অধিকন্তু কব কিবা, মনে কিছু না করিবা,
তুমি মোর বাপের ঠাকুর॥
শ্বশুর বিনয় শুনি, মহাকবি শিরোমণি,
কহে কেন হেন ঠাকুরালি॥
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ, পরে বৃথা অনুযোগ,
সকলি করেন ভদ্রকালী॥
যেন রথচক্রাকৃতি, নরভাগ্য নরপতি,
চিরকাল সমান না যায়।
দুঃসময়ে ধীর যেবা, তারে নিন্দা করে কেবা,
উগ্রমতি মূর্খ কহি তায়॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশসমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনতির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

কবির বিমোচন শ্রবণে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিনয়।

একাবলীচ্ছন্দ।

বাঁচিল সুকবি সুন্দর চোর।
সাধুচিত্তে নাহি সুখের ওর॥
বিদ্যার গোচর সকলে কহে।
কমলিনি কথা মিথ্যা এ নহে॥
বাঁচিল তোমার জীবননাথ।
নিকটে নৃপতি যুড়িয়া হাত॥
সজল যুগল লোচন লোল।
গদগদ কহে মধুর বোল॥
সখীমুখে শুনি সুন্দর বাণী।
নন্দিনী নিকটে চলিল রাণী॥
ধূলা ঝাড়ি তোলে কোলেতে করি।
চুম্বতি বদন চিবুক ধরি॥
বারেক বদন তুলিয়া চাও।
অভাগী মায়ের মাথাটী খাও॥
রাগে কত কটু কয়েছি তোরে।
জননী জানিয়া, ক্ষমহ মোরে॥
এ মহীমণ্ডলে বটি গো ধন্যা।
উদরে ধরেছি তো হেন কন্যা॥
বিনোদিনী কহে ঈষৎ হাসি।
আগো মাগো আমি তোমার দাসী॥
কন্যাকে বিনয় কি হেতু কর।
গুরু কেবা মোর তোমার পর॥
মন দিয়া শুন করুণাময়ি।
গোটা দুই কথা তোমারে কই॥
পুনরপি ধরাজন্ম লভিলে।
তোমা হেন যেন জননী মিলে॥
হাসি হাসি কহে যতেক আলি।
সকলি কেবল করেন কালী॥
কাতর শ্রীকবিরঞ্জনে কয়।
তরাও তারিণী শমন ভয়॥

সুন্দরের বন্ধন মোচন সংবাদে বিদ্যার উল্লাস।

স্নান করি শশিমুখী মহাহৃষ্ট মনে।
ভবানী ভাবয়ে ভীমা মুদ্রিত নয়নে॥

পুজে পর্ব্বতেশ-পুত্রী পরম কৌতুকে ।
মেষ মহিষাদি বলি দিল মুহূর্ত্তেকে ॥
বদনে রসনারব যত সীমন্তিনী ।
শঙ্খঘণ্টা কোলাহল করে জয়ধ্বনি ॥
সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশঙ্খ মালা ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংহবালা ।
কৃতাঞ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদগদ ।
পরকালে পাই যেন পদকোকনদ ॥
দীন দ্বিজবর্গে দিল নানা রত্ন ধন ।
সাবিত্রী সমানা ভব কহে বিপ্রগণ ॥
করাল বদনা কালী কলুষহারিণী ।
সংসারসাগরে ঘোরে নিস্তারকারিণী ॥
তুমি কৃপাময়ী মাগো কৃপানাথ ভর্ত্তা
জগদম্বা জননী জনক বিশ্বকর্ত্তা ॥
তথাপিও দুঃখরাশি না হইল দূর ।
সকলে করুণাময়ী এ দীনে নিঠুর ॥
অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাসি ।
অসুরনাশিনী আশু দয়া কর আসি ॥
বদরি-কোমল পূর্ণ সুধা রস ভরা ।
সুবোধ কুবোধ বোধগম্য নহে ত্বরা ॥
রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা ।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবেশিত সুধা ॥
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে ।
দেবাগণ গুপ্তে গো ভঙ্গিমা করে হাসে ॥
অরসিক নিকটে রসস্থ নিবেদন ।
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হয় যে মরণ ॥
গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে ।
মা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে ॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে ।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে ।
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব ।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ী ।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মান প্রাপ্তি ।

বীরসিংহ গুণনিধি, পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিধি,
তোমরা জানহ শাস্ত্রমর্ম্ম ।
বিচারে পরাস্ত বালা, সুন্দরে দিলেক মালা,
এক্ষণে কিরূপ হবে কর্ম্ম ॥
এক কালে ধীরচয়, কহে শুন মহাশয়,
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এহ ।
গন্ধর্ব্ববিবাহ পর, পুনরপি নৃপবর,
বিবাহ না করে কোথা কেহ ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কুতূহলে, রুক্মিণী হরিলা বলে,
ভাব দেখি কোথা সংস্কার ।
পার্থ বীর ব্রহ্মচারী, ভজিলা সুভদ্রা নারী,
সত্যভামা যুক্ত পাত্র আর ॥
গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত, তার কিছু এই মত,
স্বামীটীকায় নাহি কহে বাদে ।
আদিপর্ব্বে হলায়ুধ, পরিহরি সর্ব্ব ক্রোধ,
পুনঃ সম্প্রদান কৈলা পার্থে ॥
কল্পভেদে মতভেদ মুনিবাক্য বটে বেদ,
পুনরপি বিবাহে কি ফল ।
বিধিলিপি থাকে যেই, সঙ্ঘটন হয় সেই,
নরনাথ না হবে বিফল ॥
স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সঙ্গে, নানা সুখভোগ রঙ্গে,
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণসুতা ।
বিরহে শরীর দহে, কদাচিৎ রামা নহে,
কান্দে রামা মহাদুঃখযুতা ॥
চিত্ররেখা সঙ্গে ছিল, অনিরুদ্ধে মিলাইল,
যাবতীয় দুঃখ গেল দূর ।
শেষে সেই অনিরুদ্ধ, বাণ রাজা করে রুদ্ধ,
প্রভু তার কৈলা দর্প চূর ॥
আছে পূর্ব্বাপর রীত, কিবা তব অবিদিত,
কি ভাবনা কর মহীপাল ।
দ্বিজে দেহ রত্নদান, জামাতার রাখ মান,
সুবিবেক কীর্ত্তি চিরকাল ॥
ভূপতির হৃষ্ট মন, রত্ন করে বিতরণ,
অদৈন্য করিল দ্বিজবর্গ ।
নরেন্দ্র নিকটে থাকি, বাহু তুলি কহে ডাকি,
নৃপতি অক্ষয় তব স্বর্গ ॥
রত্নসিংহাসন মাঝে, বসাইল যুবরাজে,
মন্দ মন্দ চামরসমীর ।
সিপাই সান্ত্রি যারা, কুর্ণিস করে তারা,
আদবেতে লোটাইয়া শির ॥
বাঘাই কোটাল কাছে, বুকে হাত যোড়া আছে,
নকীবেতে করিছে সেলাম ।
নিরখি কোটাল মুখ, হৃদে জন্মে লজ্জা সুখ,
ঈষৎ হাসিল গুণধাম ॥

ঘুচিল সকল দুখ, হৃদে জন্মে পুনঃ সুখ,
দম্পতি মিলিল পুনর্ব্বার।
দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম, মাণিক্যজড়িত হেম,
সেইরূপ ভাব দোঁহাকার॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমার উরহ মানসে॥

সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্নদান।

শ্বশুরবাসেতে রহে কবি যুবরাজ।
ভাবেন ভুবন-মাতা ভাল এই কাজ॥
শাপভ্রষ্ট জন্মধরা আমার সুন্দর।
মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর॥
কামিনী পাইয়া সুখে ভুলিলা কুমার।
তবে ত আমার পূজা হবে না প্রচার॥
ক্ষণমাত্রে ধরি তার জননীর বেশ।
চক্ষে বহে শত ধারা বিগলিত কেশ॥
মলিন বসন ভাতি শোকেতে ব্যাকুলা।
কান্দে রাণী সকল শরীরে মাথা ধূলা॥
নিশি অর্দ্ধযামশেষে স্বপ্নে কহে শিবা।
ওরে পুত্র সুন্দর তোমারে কব কিবা॥
এই হেতু করে লোক সন্তান কামনা।
পেয়ে পিণ্ডদান খণ্ডে সকল যাতনা॥
বৃদ্ধকালে নানা জাতি সেবা করে সুত।
কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত॥
তোমার সুখ্যাতি পুত্র শুনি ঠাঁই ঠাঁই।
সুন্দর সমান ধীর ত্রিভুবনে নাই॥
কেন নহিবেক বাছা সন্তানের কার্য্য।
পিতা মাতা ছাড়িলা ছাড়িয়া নিজ রাজ্য॥
কি দোষ তোমার এ কলিযুগের ধর্ম্ম।
ছাড়ান বিষম বটে রমণীর মর্ম্ম॥
ভাল বাছা তুমি কোনরূপে ভাল থাক।
জুড়াক পরাণ মুখে মা বলিয়া ডাক॥
নিদ্রাভঙ্গে উঠি কবি কান্দে উভরায়।
কহে মাগো মোরে ছেড়ে গেলে গো কোথায়॥
পতি করে রোদন রোদন করে সতী।
কোন মতে সাম্য নহে ভূপতিসন্ততি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

সুন্দরের স্বদেশগমনার্থ বিদ্যার নিকটে বিদায় প্রার্থনা।

[illegible] করে ধরে, কহে মৃদু স্বরে,
বিদ্যাবতী বিনোদিনী।
আমি তুয়া দাসী, কহ গুণরাশি;
বিশেষ কারণ শুনি।
চিত্তে কেন দুখ, ম্লান বিধুমুখ,
নয়নে সহস্র ধারা।
তুমি যুবরাজ, নাহি বাস লাজ,
কান্দিছ অবলা পারা॥
কবিবর কহে, শোকে তনু দহে,
মনেতে পড়েছে মাতা।
প্রভাতে যামিনী, প্রত্যূষে কামিনী,
যাব যে করে বিধাতা॥
অনুচিত কার্য্য, পরিহরি রাজ্য,
চিরদিন গৌড়ে ভ্রমি।
এমন বিষয়, প্রেয়সীকে কয়,
যাবে কি না যাবে তুমি॥
বিষম ভারতী, শুনি কহে সতী,
নাথ কি কব তোমাকে।
পতি পূজে যেবা, করে পতিসেবা,
সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে॥
প্রভু কিন্তু কই, বৎসরেক বই,
নিতান্ত যাব সে দেশ।
কান্তা-কথা রাখ, বৎসরেক থাক,
পাইয়াছ বহু ক্লেশ॥
নিকটে ললনা, সুখভোগ নানা,
পরম কৌতুক কর।
যে মাসে যে গুণ, প্রভু শুন শুন,
বিদগ্ধ কবিবর॥
ভীম-সীমন্তিনী, ভূধর-নন্দিনী,
ভুবনবন্দিনী শ্যামা।
কিঙ্কর প্রসাদে, স্থান দেহ পদে,
দোষপুঞ্জ কর ক্ষমা॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক বারমাস বর্ণন।

প্রথমে প্রবেশ মেষ, কান্ত যার দূরদেশ,
সদা ক্লেশ রসলেশ নাই।
বিষম কুসুমশর, শরে তনু জর জর,
কিবা সুখ বিমুখ গোঁসাই॥
মলিন বদনশশী, ভাবয়ে ভুবনে বসি,
নীরে পশি নহে ভক্ষিবিষ।
নেত্রানলে ভস্ম যেই, মরে জীয়ে পুনঃ সেই,
বাণে হানে বিরূপাক্ষ ঈশ॥
বৃষে বিষতুল্য কর, বপু দহে নিরন্তর,
নিদাঘে শরীর যায় দহি।
নবীন তরুছায়, সুখে শিখী নিদ্রা যায়,
তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
শুন শুন গুণরাশি, আমি তুয়া প্রিয়া দাসী,
আমার তোমার বড় কেবা।
মলয়জ-পঙ্ক-রঙ্গে, চর্চ্চিত করিব অঙ্গে,
ইচ্ছা আছে এইরূপ সেবা॥
মিথুনে মিথুনে যেই, ধন্য পুণ্যবন্ত সেই,
অন্য কেবা সেজন সমান।
বিরহিণী কুলদারা, যারা তারা সেবে তারা,
প্রায় মরা কণ্ঠাগত প্রাণ॥
ঘন ঘন ঘন রব, অবশ শরীর সব,
মনোভব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্বকুসুম ফুটে, বনতটে মন ছুটে,
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত॥
কর্কটে বরিষা বাড়ে, পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে,
যাতায়াত সকলে রহিত।
ঘর ছাড়া পতি যার, অভাগ্য কপাল তার,
ধীরে ধীরে বিধি বিড়ম্বিত॥
ধরাধর গুরু গর্জ্জে, যে বুঝি মদনতর্জ্জে,
আটনি দামনি বাহু নাড়া।
দেবরাজ দগ্ধে মর্ম্ম, দেখ কি অনীত কর্ম্ম,
মড়ার উপরে হানে খাড়া॥
সিংহ মহী একাকার, জল ভিন্ন স্থল আর,
তিল অর্দ্ধ নাহি দেখি মাত্র।
ভেকের পরম সুখ, কাল কোকিলের দুঃখ,
কামিনীর কেঁপে উঠে গাত্র॥
দিবা যায় গৃহনাটে, রজনীতে বুক ফাটে,
আবেশে বালিস চাপে কোলে।
যে সুখ পতির সঙ্গে, প্রসঙ্গ কি তার সঙ্গে,
ঘৃতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে॥
কন্যার কেবল মুক্তি, ভক্তিভাবে পূজে শক্তি,
মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে।
যে গৃহী সাধক দীন, সেই সে দিবস তিন,
মরমে মরিয়া থাকে খেদে॥
মৃণময়ী দশভূজা, করিব তাঁহার পূজা,
দাসীর বচন রাখ প্রভু।
যে আজ্ঞা করিবে যবে, ক্ষণেকে বিস্তর পাবে,
এ কথা অন্যথা নহে কভু॥
তুলা তুলা আর নাই, তুলা কর এই ঠাঁই,
দ্বিজে দান দিতে পুণ্যচয়।
তুমি সুরতরুকল্প, আমি রামা অতি অল্প,
মনে বুঝি দেখ হয় নয়॥
প্রথমত হিমাগম, বিরহি-জনার যম,
নলিনীর দর্প করে চূর।
যে যুবতী নহে দুই, শুয়ো করে হাইফুই,
কান্দে সতী পতি অতি দূর॥
শুন প্রভু হৃদয়েশ, নিবেদন সবিশেষ,
বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ।
মাস নিজে ভগবান্, হাটে ঘাটে মাঠে ধান,
সর্ব্ব দ্রব্য দুর্ল্লভ নূতন॥
ত্রিবিধ প্রকার লোক, নাহি দুঃখ রোগ শোক,
পার্ব্বণাদি করে চিত্তসুখে।
অগ্রে দিয়া কাকবলি, সবাঙ্কবে কুতূহলী,
নূতন তণ্ডুল দেয় মুখে॥
একান্ত বিষম ধনু, শীতে কম্পবান্ তনু,
তরুণী তপন তুলা সার।
কিসের ভাবনা আছে, সতত থাকিব কাছে,
সেবা হেতু চরণ তোমার॥
নিত্য উষ্ণ জলে স্নান, উচিত বটেহে প্রাণ,
উষ্ণ অন্ন ঘৃতাদি ভোজন।
দশদণ্ড মধ্যে হবে, দেশে কেন যাবে তবে,
ধীর তুমি ধৈর্য্য কর মন॥
হেদে প্রাণনাথ কবি, মকরে প্রখর রবি,
এই মাস বিখ্যাত ভুবনে।
প্রাতঃস্নানে মহাপুণ্য, করে যেবা সেই ধন্য,
পারে লোক জিনিতে শমনে॥

সবিশেষ কব কিবা, অপহোমে রাত্র দিবা,
প্রভু তুমি থাকহ নিযুক্ত।
চেতনবিশিষ্ট মনু, স্বরূপেতে নিষ্পাপ তনু,
সংসারসাগরে হবা মুক্ত॥
আর এক শুন বোল, কুঞ্জেতে গোবিন্দদোল,
দরশনে সর্ব্বপাপ নাশে।
বিজ্ঞ বট কি না জান, দেখ হে থাকি কেমন,
কিছুকাল গৌণে যাবে বাসে॥
পরম সুখদ মাস, শিশিরে যাতনাহ্রাস,
মন্দ মন্দ মলয় পবন।
যুবক যুবতী সঙ্গে, বঞ্চে নিশি রসরঙ্গে,
উভয়ত বিদেশে মরণ॥
মীনে মীনকেতু পাপ, দ্বিগুণ জ্বালায় তাপ,
সহচর সখা সেই মধু।
তার দৈবে নাই লাজ, কলঙ্কী সে দ্বিজরাজ,
মৃত্যুরূপা পরভৃতবধূ॥
কহে করি প্রণিপাত, শুন শুন প্রাণনাথ,
বসন্ত দুরন্ত মন্দকারী।
রাজা মূর্খ মূর্খ পাত্র, ধর্ম্মজ্ঞান নাহি মাত্র,
বধ করে বিরহিণী নারী॥
এ কাল বিলম্ব কর, পশ্চাতে যাইবা ঘর,
দাসীবাক্যে কান্ত হও শান্ত।
শ্রীকবিরঞ্জনে কহে, গমন বারণ নহে,
দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত॥

বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ মাতৃ নিকট বিদায় প্রার্থনা।

কবিবর কহে বাণী, কহ যত ভাল জানি,
চিত্তে কিন্তু প্রবোধ না মানে।
শুন শুন কুরঙ্গাক্ষি, সত্য কহি প্রাণ সাক্ষী,
যাতনা যেমন সেই জানে॥
কবি কহে প্রবোধিয়া, শুন শুন প্রাণপ্রিয়া,
মহাগুরু জনকজননী।
শাস্ত্র সিদ্ধ কথা এহ, যা হতে দুর্ল্লভ দেহ,
বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধ্বনি॥
শ্রেষ্ঠ পুত্র হয় যেবা, করে পিতামাতা সেবা,
লয়কালে লয় গঙ্গাতীর।
সজ্ঞানে ত্যজিলে তনু, ধন্য মানে নিজ জনু,
গয়াশ্রাদ্ধে সার্থক শরীর॥
মম সম দুষ্ট পুত্র, ধরামণ্ডলে কুত্র,
লোকভয় ধর্ম্মভয় নাই।
বৃদ্ধ পিতামাতা ঘরে, শোকে দেহ ত্যাগ করে,
কুবুদ্ধি কি লওয়াল গোসাই॥
যদি ভাব যাব দূর, থাক নিজে পিতৃপুর,
কিছুকাল কর সুখভোগ।
হও তুমি পুত্রবতী, নিবা যাব পরে সতী,
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি বিয়োগ॥
হৃদয়েশ ক্লেশ কথা, মরমে পরম ব্যথা,
অভিমানে উঠিল অমনি।
[illegible]াযুগে গলিত নীর, গজেন্দ্রগমন ধীর,
গতি যথা বৈসেছে জননী॥
দুহিতা দুঃখিতা দেখি, রাণী বলে বাছা একি,
নলিন-নয়নে কেন নীর।
কার সনে কৈলা দ্বন্দ্ব, কে কহিল কিবা মন্দ,
ফাটে বুক প্রাণ নহে স্থির॥
মায়ের মাথাটি খাও, মাগো মুখ তুলে চাও,
মনের কি দুঃখ নাহি জানি।
বিদ্যা বলে কিবা কব, নিশ্চয় জামাতা তব,
দেশে যান মাগি গো মেলানি॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু, অভয়চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধবচন।

এ কথা কহিল যদি মুনি-মনোহরা।
মহীপতি-মহিলা মূর্চ্ছিত পড়ে ধরা॥
চেতন পাইয়া কহে কহ চন্দ্রমুখি।
মাতৃহত্যা-ভয় বাছা নাহি একটুকি॥
কেমনে এমন কথা কহ তুমি ঝিয়ে।
বিদেশে পাঠায়ে তোমা অভাগী কি জীয়ে॥
দশমাস গর্ব্ভে বটে দিয়াছি গো ঠাঁই।
পাইয়াছি যত কষ্ট তার সীমা নাই॥

পালিলাম এতকাল নিত্য চিত্তসুখে।
এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে॥
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিষ্ঠুর।
শঙ্কা নাই তাই বিদ্যা যাবে এতদূর॥
হরি হরি কারে কব ললাটের লেখা।
জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখা॥
বিদ্যা বলে মাগো তুমি যে কহ প্রমাণ।
ধৈর্য্যাবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান॥
কার পুত্র কার কন্যা কার মাতাপিতা।
সর্ব্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র-দুহিতা॥
বিষম যাহার মায়া সংসারব্যাপিনী।
কৌতুক দেখেন কর্ম্মভোগ করে প্রাণী॥
বেদেতে বিদ্বান্ বেদব্যাস মহামুনি।
মায়াতে ভুলিলা তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি॥
শুকদেব জন্মিলেন তাঁহার তনয়।
সুখদুঃখহীন তত্ত্বজ্ঞানী মহাশয়॥
ভূমিগত হবামাত্র স্বকর্ম্মে প্রস্থান।
ফের ফের বলে মুনি পাছে পাছে যান॥
কত দূরে নারীচয় করে জলক্রীড়া।
নগ্ন তারা শুকে দেখি না করিল ব্রীড়া॥
কালগৌণে তথা উপস্থিত ব্যাসমুনি।
সলজ্জিতা কূলে উঠে যত সীমন্তিনী॥
কাঁপে গুরু উরু চারু বসন পড়িল।
কৃতাঞ্জলি মুনীন্দ্র নিকটে দাঁড়াইল॥
হাসিয়া কহেন মুনি এই কোন কর্ম্ম।
বুঝিতে না পারি তোমা সবাকার মর্ম্ম॥
যুবা পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া।
লজ্জা না পাইলা মনে সে জনে দেখিয়া॥
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা।
বসনাদি পরিলা ধরিলা পূর্ব্ব সজ্জা॥
সবিনয় কহে তারা শুনহ গোঁসাই।
মহাযোগী শুকদেব বাহ্যজ্ঞান নাই॥
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয়।
তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জাভয়॥
সুতস্নেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ।
শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত॥
লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজ পুরে।
প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দূরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্বালা।
কি দোষ তোমার মাগো তুমি ত অবলা॥
নিবৃত্তিমার্গের কথা কহিলাম মাতা।
প্রবৃত্তিমার্গের সৃষ্টি সৃজিলা বিধাতা॥
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ।
কন্যাপুত্র জন্মিলে কেবল কর্ম্মভোগ॥
তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন।
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন॥
পরপুত্র জননী গো হয় হর্ত্তাকর্ত্তা।
শাস্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্ত্তা॥
রাণী কহে চন্দ্রাননে তুমি রমাসমা।
বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা॥
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্রনীত।
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত॥
জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির।
ক্ষণেকে বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর॥
পুনরপি কহে বিদ্যা মন কর দড়।
শোকে সর্ব্বধর্ম্মলোপ শোক পাপ বড়॥
সজলনয়নে কহে যত সহচরী।
ছাড়িয়া মমতা তুমি যাবে কি সুন্দরি॥
কেন্দে কহে বিমলা কমলা ছেড়ে যাও।
জন্মশোধ দেখি চাঁদমুখ তুলে চাও॥
সঙ্গে যাবে যারা তারা সহর্ষবদন।
যে না যাবে কত কব তাহার যতন॥
রাজার নিকটে রাণী কহে সবিশেষ।
দুহিতা জামাতা তব যায় যান দেশ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশগমন

বীরসিংহ নৃপপ্রধান; শুনিলা জামাতা যান,
হায় হায় রোদন বদনে।
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহী, খেদ করে রহি, রহি,
বিধাতার এই ছিল মনে।
হৃদয়ে পরম ব্যথা, কহে কথা যাব কোথা,
কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল।
স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা, ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা,
শোকশেল হৃদয়ে পশিল॥

ক্ষণকাল মৌনে থেকে, সুন্দর জামাতা ডেকে,
স্তব করে বাক্য সকরুণে।
বাপা এই বৃদ্ধকাল, ভাল তব ঠাকুরাল,
বিহিত করহ নিজ গুণে॥
দিলাম সকল রাজ্য, চেষ্টা পাও রাজকার্য্য,
আনাই তোমার মাতাপিতা।
বেহাই বেহাই সুখে, যাইব উত্তর মুখে,
তুমি রাজা মহিষী দুহিতা॥
শ্বশুরের সন্নিকটে, কবিবর কহে বটে,
স্বরূপ কহিলা মহারাজ।
কিন্তু একবার যাই, দেখি বন্ধু বাপ ভাই,
না যাওন ভাল নহে কাজ॥
সত্য সত্য শুন শুন, আগমন শীঘ্র পুনঃ,
হবে তব রাজ্যে মহাশয়।
সম্প্রতি বিদায় মাগি, আমা দোঁহাকার লাগি,
বৃথা শোক করহ হৃদয়॥
অপরাহ্নে তরুছায়, অতি দূরতর যায়,
সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্যমত ভাব পাছে, মানস তোমার কাছে
থাকিল গমন সেই তুল॥
দানে রাজা কর্ণতুলা, দিলা দ্রব্য বহুমূল্য,
ছত্র গজ রথ দাস দাসী।
হাজার সোয়ার সাথ, হামরাই নিশানাথ,
আনন্দিত কবি গুণরাশি॥
কন্যা কোলে করি রাণী, কহিলা গদগদ বাণী,
তুমি রাজলক্ষ্মী ছিলা মাতা।
ছাড়িয়া চলিলা দেশ, বুঝি পরমায়ুঃ শেষ,
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা॥
পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি, তোমা বুঝাবার শক্তি,
ভূমণ্ডলে আর কারু নাই॥
কিন্তু ব্যবহার আছে, তেঁই গো তোমার কাছে,
গোটা দুই কথা বাছা কই।
পুরে গুরুলোক যত, তাহা সবাকার মত,
হবে রবে মানায়ে সেবায়।
দয়া পরিজন প্রতি, যার থাকে গুণবতি,
সেই সে গৃহিণীপদ পায়॥
জনক জননীপদ, ধরি করে সগদ্গদ,
কহে বিদ্যা সজল নয়নে।
এই তুমি জন্মদাতা, নিকটে বটেন মাতা,
দুঃখিনীরে যেন থাকে মনে॥
সুন্দর সুন্দর নাম, দেবীপুত্র গুণধাম,
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুখে।
দশদণ্ড মাত্র দিবা, দম্পতী স্মরিয়া শিবা,
রথে উঠে চলে দেশমুখে॥
গ্রামবাসী যত লোক, সকলের মহাশোক,
সখীচয় চিত্রিত পুতুলী।
শোকে বুক নাহি বান্ধে, রাজা রাণী দোহে কান্দে,
কলেবর ধূসরিতধূলি॥
দশ দিবসের পথ, দশ দণ্ডে যায় রথ,
ত্বরা করে গুণের গরিমা।
বিদ্যা বলে প্রভু ক্রোধ, ত্যজ দেখি জন্মশোধ,
জনকের অধিকার সীমা॥
এড়াইল দেশ নানা, দূরে স্বাধিকার থানা,
মনে মনে পরম কৌতুক।
ত্বরাতে নাহিক কাজ, সারথিরে যুবরাজ,
কহে রাখ রথ একটুক॥
ধন্য হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দয়াশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশ সমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অবচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণরাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

সুন্দরকে আনয়নার্থ তাঁহার পিতা মাতার প্রত্যুদ্গমন।

অধিকারে উপনীত গুণসিন্ধুসুত।
শীঘ্রগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দূত॥
দূতমুখে নরপতি শুনি শুভ ভাষ।
মৃত যেন পুনরপি পায় জীবশ্বাস॥
আনন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে।
অমনি উঠিয়া গেল মহিষীর কাছে॥

হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতি।
পুত্রবধূ দেখ গিয়া উঠ শীঘ্রগতি॥
রাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিলা কোথা।
সুন্দর গুণের নিধি বাছা মোর কথা॥
আর কি এমন দিন আমার হইবে।
চাঁদমুখে মা কথাটি সুন্দর কহিবে॥
পুরবাসি-সহ রাজরাণী রথে উঠে।
বাল বৃদ্ধ যুবা লোক পাছে পাছে ছুটে॥
সৈন্যকোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালী।
কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালী॥
প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি যোড়া যোড়া।
লস্করের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া॥
ঘন ঘন ডঙ্কা শঙ্কা রিপু চমকিত॥
উড়িছে পতাকা সিতাসিত রক্ত পীত॥
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী।
ফুকারে নকিব জয় করালবদনী॥
স্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাপাত্র।
উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবামাত্র॥
পথ করে পরিষ্কার চিত্তে কুতুহলী।
দোধারি রোপিল চারু শ্রীরামকদলী॥
আম্রশাখাযুক্ত বারিপূর্ণ স্বর্ণঘট।
শীঘ্র করে স্থাপনা শ্রীগৃহ সন্নিকট॥
পিতামাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে॥
সন্তোষসাগর মধ্যে ভাসে রাজরাণী।
পুত্র কোলে করে দোঁহে প্রসারিয়া পাণি॥
সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে।
সহস্র বদন হয় কৈতে পারে তবে॥
দ্বিগুণ উথলে প্রেম নিরখিয়া বধূ।
নয়নে চুম্বতি রাণী মুখরাকাবিধু॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি॥
আমি তুয়া দাস দাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যাকে দর্শনার্থ পুরবাসিনারী-গণের আগমন।

মঙ্গলাচরণে কুলাচার যত ছিল।
পুত্রবধূ নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল॥
গুণসিন্ধু দয়াসিন্ধু কল্পতরুরূপ।
রতন ভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ॥
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে।
পরস্পর সকলে সকল বার্ত্তা কহে॥
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ।
জনে জনে দিল রাণী রত্নসিংহাসন॥
আসন থাকুক আগে এসে শুন রাণী।
বধূ তব কেমন দেখাও দেখি আনি॥
কুতুহলী পদধূলি শিরে বাঁধে সতী॥
সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী॥
করে ধরে টেনে নিয়া বসায় নিকটে।
হাসি হাসি কহে ঘরভরা বউ বটে॥
কোন রমা বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট।
মরমে লজ্জিতা ধনী মাথা করে হেট॥
মুখফোঁড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল॥
আইবড় বাপঘরে ছিল এতকাল॥
বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণ বনিতা।
এ মেয়ে সামান্য নহে পরম পণ্ডিতা॥
পণ ছিল শাস্ত্রে যেবা করে পরাভব।
তারে দিবে বালা মালা সেই হবে ধব॥
নিরখিয়া নব বধূ দ্বিজবধূচয়।
সকলে সদনে গেল সদয় হৃদয়॥
জগদীশ্বরাকে কৃপা কর মহামায়া।
মমানুজ বিষনাশে দেহ পদছায়া॥
যে গাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল।
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি।

নৃপ শুভক্ষণে, রত্ন সিংহাসনে,
পুত্রে করে অভিষেক।
ধরে ছত্র দণ্ড, সুখী রাজ্যখণ্ড,
সম্মত প্রজা যতেক॥

বামেতে মহিষী, পরম রূপসী,
গৌড়াধিকারি-দুহিতা।
মনে বাসি হেন, রামচন্দ্র যেন,
সঙ্গে শশিমুখী সীতা॥
কবিরাজ রাজা, পুত্র সম প্রজা,
পাল্লয়ে পূর্ণাভিলাষ।
ভূপ জরাগ্রস্ত, দারা সহ ত্রস্ত,
কৈলা বারাণসীবাস॥
বিদ্যাবন্তী সতী, প্রসবে সন্ততি,
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
অভেদ সুন্দর, রূপ মনোহর,
যেমত শরদশশী॥
নিজ দেহছবি, নিরখিয়া কবি,
তনয় তনু নেহালে।
মন্দ মন্দ হাসে, এই মনে বাসে,
যেন দীপে দীপ জ্বলে॥
করে বিতরণ, রতন বসন,
কৃষ্ণর ঘোটক ধেনু।
মহা কুতূহলী, শিরে দিল তুলি,
লক্ষদ্বিজ-পদরেণু॥
জাতদিনাবধি, কুলাচারবিধি,
করে কবি গুণধাম।
ষষ্ঠ মাসে মুখে, অন্ন দিল সুখে,
পদ্মনাভ রাখে নাম।
পঞ্চম বৎসরে, কর্ণবেধ করে,
বিদ্যারম্ভ শুভ দিনে।
সপ্তদিন মাত্র, লেখে তালপত্র,
পঞ্চাশত বর্ণ চিনে॥
বালক ত্বরায়, ব্যাকরণ সায়,
ভট্টি অভিধান গণ।
রঘুকুমারাদি, সাঙ্গ হল যদি,
অলঙ্কারে দিল মন॥
কৃপান্বিতা চণ্ডী, পাঠ করে দণ্ডী,
তদনু কাব্যপ্রকাশে।
ন্যায় শাস্ত্রে খুণ, কত কব গুণ,
কবিচিত্তে মহোল্লাসে॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল, সাংখ্য পাতঞ্জল,
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র।
কোন ক্ষোভ নাই, জননীর ঠাঁই,
নিল একাক্ষরী মন্ত্র॥
যেমন জনক, তেমন বালক
উভয়ত মহাকবি।
কালীপদতলে, শ্রীপ্রসাদে বলে,
ভবে ত্রাণ কর দেবী॥

সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন এবং শবসাধনোদ্যোগ

ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ।
জনকজননীচিত্তে জন্মে মহাহর্ষ॥
বিবাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্যা।
রূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা॥
কতকাল গৌণে মনে জন্মিল ভাবনা।
পুরিমধ্যে থাকে ইষ্ট দেবতা স্থাপনা॥
গাঁথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষ্ণুপদ।
চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান সন্নিকটে হ্রদ॥
পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণা।
শবারূঢ়া মুক্তকেশী বসনবিহীনা॥
মুণ্ডমালাবিভূষণা খড়্গ-মুণ্ডধরা।
বামে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা॥
অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ নানা বলি।
কনকচম্পক দিল চরণে অঞ্জলি॥
উপহার দ্রব্য তার সীমা কব কত।
স্তূপ স্তূপ পর্ব্বত প্রমাণে শ্রদ্ধামত॥
তথাপিও কদাচ প্রফুল্ল নহে চিত্ত।
শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য॥
প্রযত্নে সঙ্গত করে চণ্ডালের শব।
সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব॥
ভৌমবারযুতা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিশি।
শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী॥
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত॥
জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবা হেলা।
বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
ভঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু করে যাই॥
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে।
আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস দাস দাসীপুত্র হই॥

পূর্ব্ব উক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্রগতি।
সামান্যার্ঘ্যে সুবিধান করে মহামতি॥
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র।
সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র॥
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী।
পূর্ব্বদিক্ ক্রমে পূজে কবি শিরোমণি॥
পূর্ব্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া করে প্রণিপাত।
বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে।
যে চাত্র বচন কহে মহা কুতূহলে॥
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ।
সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ॥
ভূতশুদ্ধিন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়।
জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ষু সর্ষপ ছড়ায়॥
তিলোঽসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ।
তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ॥
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন।
আছে যে প্রকার তন্ত্রসারের বচন॥
শূলে খড়্গে বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে।
যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে॥
কিন্তু যে সে যায় মরে না লবে সে শব।
বলেছেন গো-বিপ্র স্ত্রীরূপা গ্রাহ্য ভব॥
সম্মুখ সংগ্রামমধ্যে নষ্ট যে শরীর।
সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা ধীর॥
সর্ব্বদা না লবে ভাই শব পর্য্যুষিত।
শাস্ত্রমত কর্ম্ম করে যেজন পণ্ডিত॥
মূলমন্ত্র পাঠ করে পূজাস্থানে নিল।
উক্ত মন্ত্রে সুকৌতুকে জলবিন্দু দিল॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রণাম।
বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম॥
ক্ষালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে।
নববস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতূহলে॥
ধূপেন ধূপেতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন।
সেইমত চন্দনাদি করিল লেপন॥
রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে।
শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে॥
নিজ করে যত্নে ধরে শবকটিদেশ।
পূজাস্থানে নিল মহাসুবুদ্ধি নরেশ॥
ততঃপরে কুশশয্যা করে গুণনিধি।
পূর্ব্বশির রাখে শব আছে যেবা বিধি॥

এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল।
তাম্বুলাদি শবমুখে দিলেক সকল॥
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ।
তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে মহাসুখ॥
বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার।
চতুরস্র মধ্যে পদ্ম তাহে চতুর্দ্বার॥
দলাষ্টক সম্বলিত মধ্যে পৃষ্ঠে মন্ত্র।
লিখে কবি তন্মত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র॥
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে।
ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা ব্যক্ত বটে॥
উপদ্রব যদ্যপি অন্যায় যদি করে।
নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধরে॥
তদুপরি রক্তকম্বলাদি দিব্যাসন।
শীঘ্রগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন॥
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ।
দশদিক্ পূর্ব্বমত রাখে স্থানে স্থান॥
ইন্দ্রাদি দেবতা পূজে স্বামিসম্বোধনে।
বিঘ্ন নিবারণ করে মহা সাবধানে॥
চতুঃষষ্টি ডাকিনী যোগিনীগণ যত।
সবাকার পূজা কৈল ভক্তিযুক্ত মত॥
মূলমন্ত্রে শবাসন পূজে মহাকবি।
ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি॥
স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন।
শবকেশ ধরে করে মুষ্টিকাবন্ধন॥
গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম।
ষড়ঙ্গন্যাসাদি মত কৈল প্রাণায়াম॥
ক্ষেপ করে দশদিক্ লোষ্ট্র বিবর্জ্জনে।
হৃদয়ে সঙ্কল্প কৈল উল্লাসিত মনে॥
অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবমুটিকায়।
আসন পূজিয়া পীঠ পূজা কৈল তায়॥
তদন্তরে পূজে দেবী সুখে শক্তিরূপ।
শবমুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ॥
ততঃ শব তুলিলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
বসোমে ভারতি মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া॥
পট্টসূত্রে বান্ধে কবি যুগল চরণ।
শবপদতলে যন্ত্র লিখিল ত্রিকোণ॥
শবকরযুগ্মপার্শ্ব প্রযত্নে প্রসার্য্য।
তদুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য্য॥
তদুপরি নিজ পদ নৃপাত নিধায়।
পুনঃ প্রাণায়াম করে ভক্তিযুক্ত কায়॥

শিব শিবা গুরু ভাবে হৃদিমধ্যে দেবী।
মহাশঙ্খমালা জপ করে মহাকবি॥
করে অসি রূপসী মহিষী প্রেমময়ী।
কিছু দূর থাকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ॥
কহেন করুণাময়ি থাকি বিমানেতে।
দেহি মে কুঞ্জর বলি আশু ধারাপাতে॥
দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি।
কদা নহে দিনান্তরে দাস্যামি জননি॥

মহামায়া মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি।
বরং বৃণু বরং বৃণু সঘনে ভারতী॥
নলিননয়নে নীর নিরখিয়া ইষ্ট।
প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট॥
ধরে ধরাধরপুত্রীপদ কবিবর।
ধরাতলে ধরাপতি ধূলায় ধূসর॥
সুন্দর সুস্বরে কহে সুধাধিক উক্তি।
দর্শনে তোমার মাগো চতুর্ব্বিধ মুক্তি॥
নাহি চাহি কুঞ্জরালী বাজিরাজি রাজ্য।
জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য॥
মনোমম হংস পাদপদ্মে বিহরতু।
অঙ্গীকার কৈলা মাতা তথাস্তু তথাস্তু॥
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি।
সবেমাত্র ত্বরা এক বর্ণ ভবিষ্যতি॥
ব্রাহ্মণে করিবে বেদবহিষ্কৃত কর্ম্ম।
অধর্ম্মণা রাজা হবে রাজ্য শূন্যধর্ম্ম॥
অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য।
মিথ্যা কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য॥
অবলা চঞ্চলা চলা মন্দ ফলা হবে।
ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে॥
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই।
শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যধাম সেই॥
সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্ব কথা কহি।
শাপভ্রষ্ট তোমা দোহাকার জন্ম মহী॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধার।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর॥
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল।
পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল॥
এত কহি কৈলাসশিখরে গেলা দেবী।
মনে মনে আপনাকে শ্লাঘ্য মানে কবি॥
লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণীভূষণ।
পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন॥

সেই তিন দিবসেতে আছে কত জ্বালা।
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হয় কালা॥
নিত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক।
যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মূক॥
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ।
অকর্ত্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ॥
এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর।
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা হও কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যা সুন্দরের স্বর্গারোহণ।

চতুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে ধীর।
বিরাজিত তেজোময় যেমত মিহির॥
কুলপুরোহিত ডাকে মহার্হযুক্ত।
নিজ রাজ্যে নিজপুত্রে করে অভিষিক্ত॥
বিরলে বালক প্রতি কহে রাজনীত।
শিশু কিন্তু সর্ব্বকার্য্যে বটহ পণ্ডিত॥
আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তেকারণে কহি।
এইরূপে পালন করহ সুখে মহী॥
পরস্ত্রী জননীতুল্যা থাকে যেন মনে।
কদাচ না লোভ যেন হয় পরধনে॥
একান্ত বিহিত নহে মানি-মান-ভঙ্গ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তবে যবে নীচসঙ্গ॥
নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য।
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য॥
ব্রাহ্মণ মামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞা বটে।
সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে॥
ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥
গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম্ম।
ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম॥
গুরু আজ্ঞা বিনা শিক্ষাগুরু করে যে।
গুরু ত্যাগে যে পাপ সে পাপ লভে সে॥
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে যায় যথা তথা।
সেই মন্ত্রে কদাচ না কহে গুহ্য কথা॥

পদ্মনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ ।
বুঝিতে না পারি মহাশয় তব ভাব ॥
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে ।
শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রুধারা বহে ॥
পর্ব্বতের আড়ে পিতা আছি এতকাল ।
এত শীঘ্র ছাড়ি যাবা একি ঠাকুরাল ॥
এককালে পিতামাতা বিয়োগ যাহার ।
পৃথিবীতে জীয়া সুখ কি ছার তাহার !
পুনঃ কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ ।
জন্ম অল্পশতান্তে বা নিতান্ত মরণ ॥
কার মাতা কার পিতা কার অধিকার ।
বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার ॥
মান্ধাতা প্রভৃতি যত ত্যজিয়াছে দেহ ।
ভূমণ্ডলে পুত্র চিরজীবী নহে কেহ ॥
কালক্রমে কহ কে কালের নহে বশ ।
জ্ঞানী তুমি খেদ কর এ ত বড় রস ॥
কালীপদ সার কর জপ কালী নাম ।
পরলোকে গমন না হবে যমধাম ॥
কত মত কহে পুরাণের কথা নানা ।
বহু যত্নে করে কবি তনয়ে সান্ত্বনা ॥
পদ্মনাভ বিস্তার হইল যে যে কথা ।
কহা নাহি যায় তাহা মর্ম্মে লাগে ব্যথা ॥
সেই দিন রহে রাজা রাণী উপবাসী ।
প্রাতঃস্নান করে গুণবতী গুণরাশি ॥
দেবীপুরমধ্যে চারু বিল্ববৃক্ষতলে ।
যোগাসনে দোঁহে তথা বৈসে কুতূহলে ॥
হৃদাহ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান ।
যোগবলে এককালে দোঁহে ত্যজে প্রাণ ॥
ধরে অপরূপ পূর্ব্ব রূপ কলেবর ।
আছিলা যেমন হারাবতী মালাধর ॥
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে মাতা চলিলা বিমানে ।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত শিব সন্নিধানে ॥
রত্নসিংহাসনমাঝে পার্ব্বতী শঙ্কর ।
মালাধর হারাবতী ঢুলায় চামর ॥

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী ।
যার পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি ॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম ।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম ॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা ।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা ॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা ॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া ।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি ।
শ্রীরামদুলালে মাগো দেহি পদধূলি ॥

ইতি জাগরণ সমাপ্ত ।

অষ্টমঙ্গলা ।

নমো বিশ্ববিভাবিনী, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী,
জনমিলা পর্ব্বতেশ ঘরে ।
কার্ত্তিকেয় জন্ম হেতু, ভস্মরাশি মীনকেতু,
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে ॥
দুরন্ত মহিষাসুর, তার দর্প কৈলা চুর,
লীলায় হইলা দশভুজা ।
মহিষমর্দ্দিনী নাম, সেতুবন্ধে প্রভু রাম,
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা ॥
শুম্ভ নিশুম্ভের গর্ব্ব সম্মুখ সমরে খর্ব্ব,
শক্তি লভে সুরথ সমাধি ।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জন্ম জরা মৃত্যু হরা,
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি ।
বিধি হরি ত্রিলোচনে, মহাকাল
গতমাত্র প্রথমতঃ মায়া ॥
শেষে জন্মে কৃপালেশ, গত যাবতীয় ক্লেশ,
দিলা পদসরসিজচ্ছায়া ॥
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, তোমা পূজে নিত্য নিত্য,
লভিল রমণী ভানুমতী ।
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা, মূঢ়মতি জানি কিবা
কৃপাময়ি অগতির গতি ॥

মালাধর হারাবতী, শাপে জন্ম বসুমতী,
ব্রতকথা জগতে প্রচার।
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিত্রাণ,
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥

সেই বংশে সমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

সম্পূর্ণ।

সূচী পত্র।

সঙ্গীতের নির্ঘণ্ট পত্র।

(অকারাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত।)

—॰—

অতিরিক্ত পদাবলীর সূচি।

বিদ্যাসুন্দরের সূচী।

——:০০:০——

পূর্ব্ব-ভাষ।

প্রসাদ-পদাবলী প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রসাদের সমগ্র রচনা অর্থাৎ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন কৃত বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, শিব সঙ্কীর্ত্তন ও সীতাবিলাপ এবং অন্যান্য গীতি সংগৃহীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রামপ্রসাদ সেনের জীবন-চরিত, দ্বিজ রামপ্রসাদের পরিচয়, আজুগোঁসাই কবির সঙ্গীত-সমর প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয়ও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত কোন পুস্তকে এই সমস্ত বিষয়ের একত্র সন্নিবেশ বা এত সঙ্গীতের সংগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই।

এই স্থানে আর একটী কথা প্রকাশ করিয়া বলা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিতেছি। সামান্য পাঠান্তরের জন্য বা পংক্তি বিন্যাসের বিভিন্নতা নিবন্ধন একটী গানকেই দুই তিন স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া সঙ্গীত-সংখ্যা-বাহুল্যের বা গ্রন্থকলেবর পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা করি নাই। ভাবের প্রভেদ না দেখিলে কেবল শব্দগত পার্থক্যের পরিসূচনায় পাঠকের সময় নষ্ট করিবার প্রয়াস পাই নাই। এখন বিদ্বজ্জন সমীপে এই পুস্তকের আদর হইলে শ্রম সার্থক বোধ করিব।

ভবানীপুর, কলিকাতা।
৩১ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড।
১লা আষাঢ়, ১৩০১ সাল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রসাদপদাবলীর এই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম বারের ভ্রম প্রমাদাদি যথাসাধ্য সংশোধিত হইল। তথাপি যে পুস্তক খানিকে সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্য করিতে পারিয়াছি, এমন কথা বলিতে পারি না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এবার এই পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্য শেষ করিতে হইল বলিয়া ইহার যথোচিত সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারা গেল না। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক সে জন্য মার্জ্জনা করিবেন।

বাগাচাঁড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামপ্রসাদের সকল পদাবলী সংগ্রহ করিয়া সময়ে সময়ে হিতবাদীতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এই সংস্করণে তাহার মধ্যে কতকগুলি সন্নিবিষ্ট হইল।

অনুক্রমণিকা।

কোবিদ বৈদ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক প্রভাকরে প্রাচীন কবিগণের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অনেক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা-বলেই ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের বৃত্তান্ত ইদানীন্তন লোকে প্রথমে অবগত হইতে পারিয়াছেন, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরিশেষে সেই বৃত্তান্তে নির্ভর করিয়া অনেকেই প্রসাদের জীবন-চরিত বর্ণনে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু "প্রসাদ-প্রসঙ্গ"-কার ভিন্ন অন্য কেহ যে এজন্য কিছুমাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন বা নূতন কথা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বোধ হইল না। সুতরাং আমরা প্রধানতঃ এই দুই জনের আখ্যায়িকা হইতেই প্রসাদ-কবির জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিলাম। যেরূপে অন্যান্য তত্ত্বের সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে।

হালিসহর পরগণার অন্তঃপাতী কুমারহট্ট বা কুমারহাটী নামক গ্রামে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। ইনি সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশ-সম্ভূত, নিজ গ্রন্থ মধ্যেই নানাস্থানে এইরূপে নিজের ও স্বজনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল, কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্টশান্ত গুণানন্ত, প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশসমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্ব-গুণ-যুত, ছিল কত শত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, দেবী পুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রাম রাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার, কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া॥"

"জ্যেষ্ঠা ভগ্না ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী॥ যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মী নারায়ণ দাস। পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম। আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্ব গুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা। তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁরে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥"

"শ্রীকবি রঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরাম দুলালে মাগো দেহি পদধূলি॥"

"শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা সুতা। শ্রীকবিরঞ্জনে ভনে কবিতা অদ্ভুতা॥"

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম। তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ-পুত্রী যথা। নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥"

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর।

ইহা হইতেই পরিলক্ষিত হইবে যে, রাম প্রসাদের পূর্ব্বপুরুষ কীর্ত্তিমান্ কৃত্তিবাস সেন একজন শক্তি-ভক্ত উপাসক ছিলেন। কবিরঞ্জনের পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন এবং পিতার নাম রামরাম সেন। রামরাম সেনের দুই বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমার গর্ভে নিধিরাম নামক একটী পুত্র ও দ্বিতীয়ার উদরে অম্বিকা ও ভবানী নাম্নী দুইটী কন্যা এবং রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ নামে আর দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। কলিকাতা-বাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সহিত রামরাম সেনের দ্বিতীয়া কন্যা ভবানীর বিবাহ হয়; তাঁহার গর্ভে জগন্নাথ ও কৃপারাম নামে দুই পুত্র জন্মে। রামপ্রসাদের রামদুলাল নামে এক পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিল।

এতদ্ভিন্ন প্রসাদ-প্রসঙ্গকার ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষের অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, রামপ্রসাদের রামমোহন নামে আরও একটী পুত্র ছিল। প্রসাদ-প্রসঙ্গকার এ বিষয়ে বলিয়াছেনঃ—

"এই স্থানে স্বভাবতই এই প্রশ্ন হইবে যে, যে রামপ্রসাদ ভাই, ভগিনী, ভগিনী-পতি ও ভাগিনেয় প্রভৃতিরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং আপনার তিনটী সন্তানেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার অপর একটী পুত্র থাকিলে, নাম উল্লেখ করিলেন না কেন? এই প্রশ্ন অবিকল এই ভাষায় আমি কবিরঞ্জনের প্রপৌত্র, রামমোহন সেনের পৌত্র, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালকৃষ্ণ সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর" রচিত হওয়ার পরে তাঁহার পিতামহ জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং উক্ত পুস্তকে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই।

"বৃদ্ধ বয়সে কবিরঞ্জনের স্ত্রী গর্ভবতী হইলে আজু গোসাই বলিয়াছিলেন, "তুমি ইচ্ছাসুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটি।" এইরূপ হইলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা পরমেশ্বরী, মধ্যম পুত্র রামদুলাল এবং কনিষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরীর পরে, রামমোহন সেন কবিরঞ্জনের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন।"

রামপ্রসাদ বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারসীক ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং তিনি সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মের অনুসন্ধানে কলিকাতায় আগমন করেন এবং তথাকার কোন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির ভবনে মুহুরীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন।* কিন্তু মন সর্ব্বদা পরমার্থ চিন্তায় রত থাকিত বলিয়া তিনি বিষয় কর্ম্মে বড় একটা মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন না। তিনি অবকাশ ক্রমে শক্তি-বিষয়ক বিবিধ সঙ্গীত রচনা করিয়া হিসাবের খাতার প্রান্তভাগেই সে সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। হিসাবের খাতার চারিদিকে কালীনাম লেখা ও ঐ সকল গীতের সন্নিবেশ রহিয়াছে দেখিয়া, রামপ্রসাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্ম-চারীরা তাঁহার উপরে বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং এক দিন প্রভুকে সেই সমস্ত

* কেহ কেহ বলেন যে, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোলকচন্দ্র ঘোষালই রামপ্রসাদের নিয়োগ-কর্ত্তা। মতান্তরে গরাণহাটের দুর্গাচরণ মিত্র তাঁহার প্রভু।

দেখাইলেন। প্রভু একজন গুণগ্রাহী ও ভক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের গীত কয়েকটী পাঠ করিয়া তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইলেন, ও "আমায় দাও মা তবিলদারী" গানটী পাঠ করিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া গেলেন। তখন রামপ্রসাদকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাকে অনর্থক সংসার-চিন্তা পরিহার করিতে ও শক্তি-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। প্রভুর অনুগ্রহে রামপ্রসাদের যাবজ্জীবন ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তিও নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। রামপ্রসাদ সেই অবধি কুমারহট্টে ফিরিয়া আসিয়া শক্তি-সাধনা ও সঙ্গীত-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতের এমনই মোহিনী শক্তি যে, বঙ্গের নগরে নগরে তাঁহার আলোচনা হইতে লাগিল। তখন মুদ্রাযন্ত্রের সুবিধা ছিল না, দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করাও নিতান্ত কষ্টসাধ্য ছিল। তথাপি প্রতিভার এমনি আকর্ষণ, কবিত্বের এমনি মাধুরী ও অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের এরূপ সংক্রামকতা যে, চারিদিকেই প্রসাদী সঙ্গীতের প্রচার হইতে লাগিল। লোকে গান শুনিয়াই মুগ্ধ হইত, গান সহজেই লোকের প্রাণে লাগিত, কাজেই চারিদিক হইতে লোক আসিয়া ঐ সকল সঙ্গীত শুনিত, শিখিত ও গান করিয়া বেড়াইত।

সেই সময়ে বিদ্যানুরাগী নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গের মধ্যে বিদ্বজ্জনের সমাদর করিতেন। তিনি রামপ্রসাদের যশোগান শুনিয়া কুমারহট্টে গমন করিয়া তাঁহাকে নিজের সভায় আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ আর বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। রাজা তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও কবিত্বে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি ও একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে কুমারহট্টে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক ছিলেন, সুতরাং উক্ত মতাবলম্বীদিগের মত পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিয়া সুরাপানাদি সহকারে উপাসনা করিতেন। উপাসনা ও সঙ্গীতেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত।

রাজদত্ত উপাধি ও ভূমি প্রাপ্ত হইয়া রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন-বিদ্যাসুন্দর নামে একখানি কাব্য প্রণয়ন পূর্ব্বক উহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেন।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অতি প্রাচীন। কৃষ্ণরামের কালিকা-মঙ্গল ও ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল কবিরঞ্জনের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদের রচনা কৃষ্ণরামের অপেক্ষা দুর্ব্বোধ ও ভারতচন্দ্রের ন্যায় বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল বা মধুর নহে। তথাপি তাহা কবিত্বপূর্ণ ও নানাগুণালঙ্কৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এস্থলে অতি সংক্ষেপে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অনেকে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরকেই বঙ্গভাষায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর বলিয়া বিবেচনা করেন। অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যে কবিরঞ্জনের পরে বিরচিত হইয়াছিল, এই বিশ্বাস অনেকেরই আছে বলিয়া তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে।

এক্ষণে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল, রামপ্রসাদের কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর কালিকামঙ্গল এই চারি খানি বিদ্যাসুন্দর বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগীদিগের গোচরে আসিয়াছে। তন্মধ্যে শেষোক্ত খানির মধ্যে এক স্থলে এইরূপ আছে :—

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ। বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা-মঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥"

প্রাণরাম।

ইহাতে বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হইবে, প্রথমে কৃষ্ণরাম, পরে রামপ্রসাদ ও তৎপরে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়-রত্ন বলিয়াছেন—"অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের রচনা, কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের রচনা অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক চাতুর্য্যসম্পন্ন ও অনেক উৎকৃষ্ট। অতএব তাহা বিদ্যমান দেখিয়াও কবিরঞ্জন রচনা করা প্রবহমান নদী সন্নিধানে সরোবর খননের ন্যায় নিতান্ত অবিধেয় কার্য্য হয়।"

যে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইহারা রামপ্রসাদের গ্রন্থ ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বব-বলিতেছেন, সে যুক্তি কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। বিজ্ঞ ব্যক্তি পরে চেষ্টা করিলেই যে পূর্ব্ববর্ত্তী কবি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। আর পরবর্ত্তী কাব্য অপকৃষ্ট হইলেই যে বিজ্ঞ রচয়িতা তাহার প্রচারে বিরত হইয়া থাকেন, এরূপ কথাতেও নির্ভর করা যায় না। একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব ; ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার ভারতচন্দ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণয়ন করিতে গিয়া যে বাসবদত্তা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বহু গুণে অপকৃষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় ইহা সকলেই জানেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত পণ্ডিত, সহৃদয় ও সুবিবেচক লোকে যখন এরূপ গ্রন্থের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অকাট্য বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হইবে না।

আর একটী বিষয়েও কিঞ্চিৎ মনোযোগ করা উচিত। নিজের দোষ গুণ সম্বন্ধে অতি বিজ্ঞ লোকেও সাধারণতঃ অন্ধ ও পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ রামপ্রসাদ দুর্ব্বোধ শব্দাদি বিন্যাসে অধিকতর পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়, বিবেচনা করিতেন। তিনি নিজেই এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন :—

"কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বোঝা ভার।
সে বুঝে অক্ষর কালী হৃদে আছে যার॥

সুতরাং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ কবি অপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ মানসে তিনি যে তাঁহার অবলম্বিত বিষয় লইয়া এই কাব্য রচনা করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? অনেকের বিবেচনায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উভয় কবিকে এক সময়ে বিদ্যাসুন্দর

রচনা করিতে বলেন। উভয়ে এক সময়েই রচনা করিয়া গিয়াছেন। এ অনুমানও অসঙ্গত নহে, পরন্তু আমরা ইহাই সম্ভবপর বিবেচনা করি।

কবির হৃদয়—অনুরোধ, অনুমতি বা অনুগ্রহের পন্থানুসরণ করে না। রামপ্রসাদ ভক্ত কবি—নিজের ধর্ম্মানুরাগেই "আপনা-হারা" হইতেন, এরূপ উপঢৌকনের কাব্য রচনা করিতে গেলে তাঁহার হৃদয়ের কবিত্ব যে প্রকাশ পাইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। কাজেই তাঁহার কাব্য পরবর্ত্তী হইয়াও নিকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, এবং বিদ্যাসুন্দরে দক্ষিণ কালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন ও শবসাধনোদ্যোগ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত।
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত॥"

বস্তুতঃ এ গ্রন্থ তাঁহার প্রাণের কথা নহে, গানেই তাঁহার হৃদয়ের উৎস খুলিয়া যাইত। কাজেই এ গ্রন্থ অপেক্ষা গানেই তাঁহার কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

উপাখ্যান অংশে রামপ্রসাদের কাব্য, প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণরামের আখ্যায়িকা, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ প্রভৃতির মধ্যে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয় মাত্র, সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিতে চাহি না।

এই গ্রন্থে হিন্দী ও মৈথিল ভাষার সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরঞ্জনের রচনা দুর্ব্বাখ্যা-বিষ-মূর্চ্ছিতা হইলেও হৃদয়গ্রাহিণী। ইহাতে যে কবিত্ব, যে পাণ্ডিত্য, যে রসিকতা ও যে ভাবুকতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিলে রামপ্রসাদের প্রতি সকলেরই ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। ইহা অশ্লীলতা-বিবর্জ্জিত নহে, কিন্তু দেশ কাল বিবেচনায় ও রচয়িতার উদ্দেশ্য ভাবিয়া দেখিলে সে অশ্লীলতায় কেহ দোষারোপ করিতে পারেন না। এ স্থলে বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না।

রামপ্রসাদের শিবসঙ্কীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কালীকীর্ত্তন কেবল গীতিময়। তন্মধ্যে শিবসঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য। কালী কীর্ত্তনের স্থানে স্থানে যেরূপ কবিত্ব আছে, তাহা দেখিয়া সকলকেই বিমোহিত হইতে হয়। রামপ্রসাদের গানের কথা আর কি বলিব? এই মধুর সঙ্গীতগুলি যে কি পর্য্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, তাহা এক্ষণে সকলেই বুঝিয়াছেন, সকলেই আদর করিয়াছেন। প্রসাদ-পদাবলীর অসাধারণ কবিত্ব, অবিকৃত ধর্ম্মানুরাগ, কল্পনার বৈচিত্র্য, ভাবের চমৎকারিত্ব ও বচনবিন্যাসের সরলতায় মুগ্ধ হয় না, এরূপ লোক আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও প্রবীণ সমালোচক * এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সরোদ্ধার করিয়াই আমরা নিবৃত্ত হইব; ইহা অপেক্ষা ওজস্বিনী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা অসাধ্য।

"রামপ্রসাদের সঙ্গীতে যেমন, এমন আর কোন জাতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভয়ভাব—সুন্দর, সরল অথচ সংসাহসপূর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই।

* শ্রীযুক্তযোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

রামপ্রসাদের গীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নির্ভীকতা আছে, যাহা কোন কবির ভাষায় দেখা যায় না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি নিতান্ত সরল। সেই সকল পদমধ্য হইতে যেন রামপ্রসাদের অন্তর্ব্বল প্রকাশিত হইতেছে; রামপ্রসাদের তেজে, ধর্ম্মের এবং সাধুজীবনের বলদর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলি পড়িলে বোধ হয়, যেন রামপ্রসাদ ত্রিসংসার পরাজয় করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত বল এরূপ সামান্য ভাষায় কেমন প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক রামপ্রসাদের বাগ্-ভঙ্গি অতি চমৎকার; আর কোন কবির ভাষায় সেরূপ ভঙ্গি দেখা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান কেন, দেবতাকেও তিনি, সাধন বলে এবং সাধুজীবনের সৎসাহসে পূর্ণ হইয়া, সন্তান যেমন জনক জননীকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া বলগর্ব্বিত বাক্যে উক্তি করে, তেমনি বলদর্পে সম্বোধন করিয়াছেন। যে গীতগুলি এই প্রকার ধর্ম্ম-সাহসে পরিপূর্ণ, সেই গীতগুলি গাহিবার সময় আমরা যেন তদ্রূপ সাহসে পূর্ণ হই এবং দেবগণকে একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্যুকে হেয় জ্ঞান হয় এবং দেবভাব অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া পশুভাবকে প্রতাড়িত করিয়া দেয়। তখন মনে হয়, আমরা দেবতার সন্তান, স্বর্গধাম আমাদিগের স্বদেশ, মৃত্যু তাহার সোপান। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? দেব অসি করে ধারণ করিয়া, মাতৃসদৃশ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন করিতে পারিলে শিবও আপন বক্ষ পাতিয়া আমাদিগকে স্থান দান করিবেন। তখন মনে মনে আর একবার আমরা শ্যামাপূজা করি, ধর্ম্ম অথবা শক্তির উপাসক হই। রাম-প্রসাদের হৃদয়ভাব আমাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়। তাঁহার হৃদয় অমনি আমাদের হৃদয়ে মিলিয়া যায়। তখন আমরা শিবশঙ্করীকে দেবভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি। প্রসাদে ঐশ্বরিক শক্তি দেখি। তাঁহাতে মানবীয় দেবভাব দেখি। তাঁহাতে ধর্ম্মের জয় দেখি, তাঁহাতে স্ত্রীজন সুলভ ভক্তিভাবের প্রাবল্য দেখি। শান্তশীল শিবের হৃদয় হইতে কালীরূপা শক্তি উদ্ভূত হইতে দেখি। দেবশক্তি কেমন প্রবল, তাহা ধর্ম্মের অসি ও পাপবৈরিগণের মুণ্ডমালায় প্রতীত করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ভবের ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মের শান্তিভাব, শক্তিরই পদতলে। যাহার ধর্ম্মশক্তি আছে,—সম্পদ, শান্তি ও সুখ তাহার পদতলে; একবার এই ভাবে প্রমত্ত হই। রামপ্রসাদের মত আমরাও ত্রিভুবন জয় করি। ইহা কি দেবপূজা, না ভক্তি ও ধর্ম্মশক্তিতে পরিপূর্ণ হওয়া?

যে প্রসাদী গীতে এতদূর শক্তি, সে প্রসাদী গীত কি বঙ্গবাসী সকলেরই আদরণীয় নহে? সকলের গৃহে সেই প্রসাদী গীতের এক একখানি গ্রন্থ রাখা কি উচিত নহে? বঙ্গভাষা সে গীত কি কখন ভুলিবে? যে গীতের তুল্য গীত কোন ভাষায় নাই, বঙ্গ-ভাষা কি সে গীতসংগ্রহের জন্য যত্নশালা হইবে না? সেই মহার্ঘ রত্ন পরিধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে না? তবে আর বঙ্গভাষা কি ভূষণে ভূষিতা হইবে? তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিগণ তাঁহাকে যে ভূষণদাম কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছেন, সন্তানের ভক্তি-মাল্য বলিয়া সে হার যদি না পরিধান করেন, তবে বঙ্গভাষাকে কে আর শোভিত

করিতে চাহিবে? বঙ্গভাষায় এখন উচিত এই হার যত্নে ধারণ করেন, ইহাকে আপনার রত্নভাণ্ডারে স্থানদান করেন এবং ইহাকে সুবর্ণকোষে পরিস্থাপন করেন।"

এই গানগুলির অধিকাংশই মিশ্ররাগে গান করা যায়। আমরা সচরাচর এই সুরকে রামপ্রসাদী সুর বলিয়া থাকি। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে এই সুর প্রচলিত ছিল, কি রামপ্রসাদ এই সুরের প্রবর্ত্তন করেন, সে সমস্যার মীমাংসা করিতে আমি সমর্থ নহি। অন্যান্য সুরে গেয় যে কয়েকটী সঙ্গীত আছে, তাহার প্রকৃত সুর জানিবার কোন উপায় নাই। বিবিধ গায়ক বিবিধ প্রকারে গান করেন বলিয়া একজনের বসান সুর উপরে লিখিয়া কাহারও প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিলাম না। সুরজ্ঞেরা ইচ্ছামত সুর বসাইয়া গান করিবেন, আমাদিগের রাগনির্দ্দেশের অপেক্ষা করিবেন না।

রামপ্রসাদের মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, তিনি জন্ম জন্ম শঙ্করীর বিশেষ অনুগৃহীত। কিন্তু এ জন্মে তাঁহার পত্নী স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আরও সৌভাগ্যবতী। এই বিশ্বাসে তিনি বিদ্যাসুন্দরের অনেক অংশে গ্রন্থকারের ভণিতাস্থলে বলিয়াছেনঃ—

"ধন্যদারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে?
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নহে সে কথা কি কব?" ইত্যাদি।

রামপ্রসাদ কতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, বলা যায় না। তাঁহার একটা গানে—"লাখ উকীল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া?" এই চরণদ্বয় পাঠ করিয়া অনেকে অনুমান করেন, তিনি এক লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। এই অনুমান সঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ক বিচারে সময়ক্ষেপ করা অনাবশ্যক। এক লক্ষ দূরে যাউক, তাঁহার অর্দ্ধ সহস্র সঙ্গীতও আমরা দেখিতে পাই না।

কথিত আছে, এক দিন নবাব সিরাজদ্দৌলার নৌবিহার কালে আর এক খানি নৌকায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত রামপ্রসাদ মুরশদাবাদে গমন করিতেছিলেন। নবাব রামপ্রসাদের গান শুনিয়া তাঁহাকে নিজ নৌকায় আনয়ন করিলেন ও গান গাহিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ হিন্দীগান আরম্ভ করিলে নবাব তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, অন্য নৌকায় যে গান গাহিতেছিলেন, তাহাই গাহিতে বলিলেন, তখন রামপ্রসাদ নিজের পদাবলী গান করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে নবাবের হৃদয় একবারে গলিয়া গিয়াছিল।

রামপ্রসাদের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্রান্ত কয়েকটী আখ্যায়িকার প্রচলন আছে। সম্ভব হউক আর না হউক, অনেক লোকেই সেগুলি বিশ্বাস করেন। সেই জন্য এস্থলে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) রামপ্রসাদ একদিন ঘরের বেড়া বাঁধিতেছিলেন, তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী বেড়ার অপর পারে বসিয়া দড়ী ফিরাইয়া দিতেছিলেন। জগদীশ্বরী কার্য্যান্তরে তথা

হইতে প্রস্থান করিলেও দড়ী পূর্ব্ববৎ আসিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কন্যা ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, বেড়া অনেক দূর বাঁধা হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় রামপ্রসাদ বলিলেন—"কেন মা তুমিইত দড়ী ফিরাইয়া দিয়াছ।" কন্যা তখন কার্য্যান্তরে গমনের কথা বলিলে রামপ্রসাদের বিশ্বাস হইল, শঙ্করী স্বয়ং কন্যারূপে আসিয়া তাঁহার দড়ী ফিরাইয়া দিয়াছেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। (২০ সংখ্যক দ্রষ্টব্য)

(২) একদিন একটী স্ত্রীলোক রামপ্রসাদের গান শুনিতে আসেন। রামপ্রসাদ তখন স্নান করিতে যাইতেছিলেন, সুতরাং রমণীকে বসিতে বলিয়া তিনি ঘাটে গমন করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে স্ত্রীলোকটী চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমি অন্নপূর্ণা, তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে অপেক্ষা করিতে পারি না, তুমি কাশীতে গিয়া আমাকে গান শুনাইয়া আসিবে।" কাজেই প্রসাদ কাশী চলিলেন। পথিমধ্যে ত্রিবেণীর সন্নিকটে তিনি আবার স্বপ্নে জানিলেন যে কাশী যাইতে হইবে না;—সেইখানে গান শুনাইলেই হইবে। তিনি তথায় অনেক গান করেন এ ঘটনাও কয়েকটী প্রসাদ সঙ্গীতের সহিত সম্বদ্ধ।

(৩) রামপ্রসাদ কালীপূজার পর দিবস প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর প্রাক্‌কালীন সঙ্গীত চতুষ্টয় গান করেন। (পদাবলীর শেষ সঙ্গীত দ্রষ্টব্য); "দক্ষিণা হয়েছে" এই অংশটুকু উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া গেল, তাহাতেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

রামপ্রসাদের জীবন চরিত ও কাব্যকথা বিবৃত হইল। এক্ষণে এই স্থলে তাঁহার বংশাবলী সাজাইয়া দিলাম।

রামেশ্বর সেন।
রামরাম সেন।
প্রথম স্ত্রীর গর্ভে — নিধিরাম
দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে — অম্বিকা, ভবানী, রামপ্রসাদ, বিশ্বনাথ
রামপ্রসাদ — পরমেশ্বরী, রামদুলাল, রামমোহন, জগদীশ্বরী।
রামদুলাল — রাজচন্দ্র সেন। — কালাচাঁদ সেন ও শ্রীগোরাচাঁদ সেন।
রামমোহন — জয়নারায়ণ সেন, শ্রীদুর্গাদাস সেন
জয়নারায়ণ সেন — শ্রীগোপালকৃষ্ণ সেন। — শ্রীকালীপদ সেন।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন যে "দ্বিজ" ভণিতা দিয়া কোন সঙ্গীত রচনা করেন নাই, এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল; কিন্তু "দ্বিজ রামপ্রসাদ"কে, তাহা জানিবার জন্য কেহ বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। প্রসাদ-প্রসঙ্গ-রচয়িতা এ সম্বন্ধে এক স্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"যদিচ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভিন্ন 'দ্বিজ রামপ্রসাদের' অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালার সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় এক জন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন—আমার এই সংস্কার দূর হইল না। "দ্বিজ রামপ্রসাদ" ভণিতাযুক্ত সঙ্গীত গ্রন্থ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় এ সকল সঙ্গীত দ্বারা কবিরঞ্জনের কিছুই পদবৃদ্ধি হইতেছে না; বরং কতক পরিমাণে পদহানি হইতেছে। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব অপরের ভাণ্ডারে ন্যস্ত হইতেছে! আবার দেখিতেছি, ইহাও এক প্রকার প্রকৃতিরই গতি। সুতরাং যেমন অনেক হীনপ্রভ কালিদাস খরপ্রভ কালিদাসে লীন হইয়াছেন; যেমন অনেক ভাঁড়, ভাঁড় চূড়ামণি গোপাল ভাঁড়ে লীন হইয়াছেন, সেইরূপ এক অল্প-প্রাণ রামপ্রসাদ এক মহাপ্রাণ রামপ্রসাদে লীন হইলেন।"

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবপাঠে প্রথমে এ বিষয়ের আভাষ পাই। পরে একটু অনুসন্ধান করিয়া "দ্বিজ" রামপ্রসাদের সন্ধান পাইয়াছি। তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার নহেন, কলিকাতারই অধিবাসী। এই দুই জনের রচনা পৃথক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতার্থ হইতে পারি নাই। কারণ এই অদ্ধশতাব্দে কোন্ গানের ভণিতাতে দ্বিজ ছিল, কোন্ গানে ছিল না, প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অভাবে তাহা স্থির করা যায় না।

"শ্রীরামপ্রসাদ" স্থলে "দ্বিজ রামপ্রসাদ" এবং "এদীন" "তারা" "ঐ যে" "এখন" "ওমা" "মাগো" প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের পরিবর্ত্তে "দ্বিজ" শব্দের প্রয়োগ সহজসাধ্য হওয়ায় কোন্‌টীতে কি ভণিতা ছিল, বুঝিতে পারা যায় না। গায়কের মুখে এরূপ শব্দ-পরিবর্ত্তন প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আর কেবল রচনার প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দর্শনে, এরূপ পার্থক্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হওয়াও যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম না। বস্তুতঃ এই দুইজন ভিন্ন অন্য কয়েকজনও "প্রসাদ" ভণিতা দিয়া কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন কি না, তাহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

আমরা এক্ষণে অবগত হইয়াছি যে, রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নামে আর এক জন কবি কয়েকটী প্রসাদী সঙ্গীত ও সামান্য কবির গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর নীলমাধব চক্রবর্ত্তীর একটী কবির দল ছিল। নীলমাধব "কবিওয়ালা" মহলে "নীলুঠাকুর" নামে খ্যাত। এই নীলুঠাকুরের দলেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী "বাঁধনদার" বা সঙ্গীত-প্রণেতা ছিলেন। ইনি সঙ্গীত রচনা করিতেন বটে, কিন্তু ভাল গান গাহিতে পারিতেন না বলিয়া একবার বিপক্ষ পক্ষের নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতাংশে ইঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল:—

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটি দিন।
তেমনি নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন ॥"

রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী সম্ভবতঃ সন ১১৬০ কিংবা ৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও সন ১২৪২ সালে পরলোকগত হন। সুতরাং মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৮০।৮২ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলুঠাকুর আরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করেন।

এই কলিকাতা নগরেই হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকটে নীলু ও রামপ্রসাদের বাটী ছিল। ইঁহাদিগের দৌহিত্র বংশীয়েরা কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কবির দল চালাইতেন। * এখনও কেহ কেহ ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের মৃত্যুর পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথানুসরণ করিয়া সঙ্গীত রচনাও করিয়াছিলেন, সুতরাং উভয়ের সঙ্গীত যে মিশ্রিত হইয়াছে, ইহা কোন ক্রমেই বিচিত্র নহে।

কতকগুলি প্রসাদী গানে—"ডিক্রি" "ডিসমিস" আপীল প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত ইংরাজী কথা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া তত সম্ভবপর নহে। সেই জন্য আমার বোধ হয় উক্ত শব্দাবলীযুক্ত গানগুলি কবিরঞ্জনের নহে,—চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদের রচিত।

সে যাহা হউক, অনেক ক্ষুদ্রপ্রাণ রামপ্রসাদ যে মহাপ্রাণ রামপ্রসাদে বিলীন হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুকৃতি ও আদর্শের প্রভেদ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বলিয়া আমি সে বিষয়ে প্রয়াস পাই নাই। কবিরঞ্জনেরই অনেক গানে যে চক্রবর্ত্তীর "দ্বিজ" ভণিতা আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। সেই জন্য এই সমস্ত গান পৃথক্ করা মাদৃশ জনের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতাদির সংশোধন, সংস্করণ, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিবার অধিকার সংগ্রহকারের নাই, সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা পরিহার করিয়াছি। পাছে প্রকৃত কবির কীর্ত্তিলোপ হয়, বা সংগ্রহ অসম্পূর্ণ হয়, এই ভয়ে আমি সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। রামপ্রসাদকে সাকারোপাসক বা নিরাকারোপাসক প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক সংগ্রহকেরা নিজের মনের মত করিয়া অনেক কথা বদল করিয়াছেন, বসাইয়াছেন; আমি তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে চলি নাই। যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, অবিকল তাহাই মুদ্রিত করিয়াছি।

রামপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গেই আর এক জন কবির নাম করিতে হয়। ইনিও সেই সময়ে কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন

---

* ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবি গীতিকার ৺ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কৃত "প্রাচীন কবি সংগ্রহ" নামক পুস্তকে নীলু, রামপ্রসাদ, ভোলা ময়রা, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রাম বসু, হরুঠাকুর, রামসুন্দর সেকরা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। এই কবিসংগ্রহ এক্ষণে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য কিন্তু অনেকের পুস্তকালয়েই আছে।

কবীন্দ্র মহোদয়গণের সমকক্ষ ছিলেন না বলিয়া এক্ষণে ইহার কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইঁহার নাম আজু গোঁসাই।

আজু গোঁসাইএর কথা অনেকেই শুনিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বিশেষ পরিচয় প্রায় কেহই জানেন না, জানাও এক্ষণে স্বল্পায়াস-সাধ্য নহে। আমরা বহু পরিশ্রমে তাঁহার বিষয়ে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই স্থলে তাহার উল্লেখ করিব।

ইনি রামপ্রসাদের সামসময়িক ও স্বগ্রামনিবাসী ছিলেন। ইহার কিছু কবিত্ব, কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ পরিহাস-রসিকতা ও উপস্থিত ক্ষেত্রে রচনা করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তথাপি ইহার সঙ্গীতাদি সংগৃহীত করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। রামপ্রসাদের এক একটী সঙ্গীতের উত্তরে পরিহাসাত্মক এক একটী গীতি রচনা করিয়া এবং বহু স্থানে কৌতুকপ্রিয় বহু জনের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হইয়াও ইনি কোনরূপ চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, যোগ্যতর কবি রামপ্রসাদের রচনা ও গীতিমালা নিতান্ত হৃদয়গ্রাহিণী বলিয়া তদ্বিরোধী গানগুলি কেহই যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করে নাই। অভ্যাস করিলেও ভক্তসমাজে, বিদ্বৎ সমাজে ও তদানীন্তন গুণগ্রাহী সমাজে প্রতিষ্ঠালোপ ভয়ে কেহই ঐ সমস্ত সঙ্গীতের বহুল প্রচার সাধনে প্রবৃত্ত হয় নাই। তথাপি কৌতুকের এমনি চমৎকারিত্ব যে, রামপ্রসাদ ও আজু গোস্বামীর সঙ্গীত-সংগ্রামের রসভোগ করিবার জন্য শত শত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন এবং হয়ত স্ব স্ব প্রবৃত্তির অজ্ঞাতসারে আজু গোঁসাই কবির দুই এক ছত্র স্মরণ করিয়া রাখিতেন।

আজু গোঁসাই তদানীন্তন বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট পরিচিত থাকিলেও উন্মত্ত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এ সময়ে তাঁহার বংশাদির বিবৃতি দূরের কথা, রচনা-সংগ্রহও দুঃসাধ্য হইয়াছে। তাঁহার বিকৃত নাম ভিন্ন প্রকৃত নাম কি, তাহারও স্থিরতা নাই। কেহ বলেন, অযোধ্যারাম গোস্বামী, কেহ বলেন অজয় গোস্বামী, কেহ বলেন অচ্যুতানন্দ গোস্বামী; হালিসহরে তাঁহার বংশীয় কেহই নাই। সুতরাং আদৌ তাঁহার পুত্র কন্যা ছিল কি না, বলা যায় না। তাঁহার নিজগ্রাম কুমারহট্টের লোকেও তাঁহার বিশেষ সংবাদ রাখে নাই।

আজু গোঁসাই হরিভক্ত ছিলেন, সুতরাং শাক্তগণের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণবের চিরাভ্যস্ত কলহের রীতিক্রমে রামপ্রসাদ ও গোস্বামীর দ্বন্দ্ব ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। "প্রসাদ প্রসঙ্গে" দেখিলাম, এই "পাগল" গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ একবার বলিয়াছিলেন—"কর্ম্মের গাট, তৈলের কাট, আর পাগলের ছাট, গেলেও যায় না।" গোস্বামী তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিলেন, "কর্ম্মডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর গেলেও যায় না।" বলা বাহুল্য, রামপ্রসাদ একটু একটু সুরাপান করিতেন; সুতরাং তাঁহার উক্তিতে যেমন গোস্বামীর প্রতি শ্লেষ কটাক্ষ দেখা যায়, গোস্বামীর প্রত্যুক্তিতেও তদ্রূপ রামপ্রসাদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি প্রায়ই হইত। মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টে অবস্থিতিকালে মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদ ও গোস্বামীর বিরোধ বাধাইয়া কৌতুক দেখিতেন। কিন্তু কালী ভক্তির অতিক্রম করিয়া পরিহাসপ্রিয় হওয়া অবৈধ বিবেচনায় শক্তিপরায়ণ কৃষ্ণচন্দ্র বিষ্ণুপরায়ণ গোস্বামীকে তাদৃশ রচনায় একেবারে পরাঙ্মুখ হইতে অনুমতি করিলেন।

গোস্বামীর সঙ্গীতাদি এ পর্য্যন্ত কেহই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং দুই একজনের স্মৃতি রক্ষিত বিকৃত উক্তি এবং বিবিধ পুস্তকে উদ্ধৃত আংশিক দুই এক চরণ ভিন্ন আর কোন সংগ্রহ-স্থল নাই। এই প্রবন্ধ লেখক বহু কষ্টে যে কয়েকটী যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

এক পক্ষের উক্তি শুনিলে প্রচুর আনন্দের সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য গোস্বামীর প্রত্যুক্তি গুলির পূর্ব্বেই রামপ্রসাদের উক্ত সঙ্গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হইল। এই গীত গুলি পুস্তকের অন্তর্গত থাকিলেও পাছে রসভঙ্গ হয়, এই ভয়ে এই স্থলে পুনঃ সন্নিবিষ্ট হইল। রামপ্রসাদের একটী গান এইরূপ :—

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন; দুচার ডুবে ধন না মেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে একডুবে যাও, কুল-কুণ্ডলিনীর কুলে॥
জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি কর কুড়ায়ে পাবে, শিব যুক্তি মতন নিলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হল্‌দি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে॥

ইহার প্রত্যুত্তরে আজু গোঁসাই গাহিয়াছিলেন :—

ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আট্‌কে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফোনাড়ী ডুব দিওনা বাড়াবাড়ী।
তোমার হলে পরে জ্বরজাড়ি মন, যেতে হবে যমেরবাড়ী॥
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট গিছে কষ্ট কেন করি।
ও তুই ডুবিস্‌নে মন ধর্‌গে ভেসে শ্যাম কি শ্যামার চরণ তরী॥

রামপ্রসাদের আর একটী সুন্দর ভাবাত্মক গীত নিম্নে প্রকটিত হইল :—

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়্‌লে শুন্‌লে দুধি ভাতি।
ওরে, জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি।
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম, আত্ম জনের কর গতি॥

উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে ক'দিন চলে, কর্‌রে চার ফলের স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শুন যুকতি।
ওরে, বসে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি॥

আজু গোঁসাই ইহার উত্তরে এই গান করিলেন ;—

হয়োনা মন পড়া পাখী।
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী॥
পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বল্‌বে পরের বুলি পরম তত্ত্বের জানিবে কি॥
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে সে ফল উড়ে খাওগে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর, শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি॥

কবিবর রামপ্রসাদ আর এক সময়ে গাহিয়াছিলেন।—

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু তলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়া দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর! মনের মতন ধনটা হবি॥

এই সঙ্গীতটী যেমন সুন্দর গোস্বামীকৃত নিম্নলিখিত ব্যঙ্গানুকৃতিও তদনুরূপ হইয়াছে :—

কেন মন বেড়াইতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাসনেরে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রে মন নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে কোত্তে পারিস্ মাঝগাঙেতে ভরাডুবি।
বাঁশবনে গিয়ে ডোমকাণা হয় এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
শেষে কল্পতরুর তলায় গিয়ে কি ফল নিতে কি ফল নিবি।

রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তনে ভগবতীর গোষ্ঠ গমন ও একাম্র কাননে গোচারণের উল্লেখ আছে সে বিষয়ে গোস্বামীর ব্যঙ্গ এই :—

না জানে পরমতত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায় রে॥

রামপ্রসাদের ভক্তিরসপূর্ণ আর একটী সঙ্গীত এই :—

"এ সংসার ধোকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুট॥
ওরে ক্ষিতিজল বহ্নিবায়ু শূন্যে পাঁচে পরিপাটী॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষ কোটী।
যেমন সরার জলে সূর্য্যছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটী॥
গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী মায়ার বেড়ী কিসে কাটি॥
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে, ইচ্ছা সুখে পান করে বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদ্‌পুরুষের আদ্ মেয়েটী।
ওমা যা ইচ্ছা হয়, তাই কর মা তুমি তো পাষাণের বেটী॥"

এই গীতটীকে লক্ষ্য করিয়া আজু গোঁসাই নিম্নলিখিত গীতটী রচনা করেন :—

এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি॥
ওরে যার যেমন মন তার তেমন ধন, মন কররে পরিপাটী॥
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটী।
ওরে ভাই বন্ধু দারাসুত পিঁড়িপেতে দেয় দুধের বাটী॥
রমণীরে বিষ ভেবেছ তাতেও তো না দেখি ত্রুটী।
তুমি ইচ্ছা সুখে কেলে পাশা কাঁচিয়েছ পাকা গুঁটী॥
মহামায়ায় বিশ্বছাওয়া ভাবচো মায়ার বেড়ী কাটী।
তবে শ্যামের পদে অভেদ জেনো শ্যামা মায়ের চরণ দুটি॥

রামপ্রসাদের বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক সঙ্গীতের উত্তরে গোস্বামী রহস্যের সহিত তত্ত্বকথা ছাড়েন নাই। আর বৃদ্ধ বয়সে রামপ্রসাদের পত্নীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল, "পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়েছ" বলিয়া সেদিকেও কটাক্ষপাত করিতে ভুলেন নাই।

কবিরঞ্জন একবার গাহিয়াছিলেন :—

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ড যোগে জন্ম আমার।
গণ্ড যোগে জনমিলে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে,
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটার একটা করে যাব॥
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদ্‌পদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব॥

এই গান শুনিবামাত্র গোস্বামী গাহিলেন :—

সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি॥
সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে ভুষোকালী মেখে যাবি।
আবার কালেরে দেখাতে কলা নিজে যে কলা দেখিবি॥

আজু গোঁসাই কৃত আর কোনও সঙ্গীত প্রাপ্ত হই নাই। অধুনাতন ভিক্ষুক গায়কদিগের মধ্যে প্রায় কেহই আজু গোঁসাইয়ের নাম পর্য্যন্ত জানে না। আমরা যেগুলি সংগৃহীত করিলাম, তদ্ভিন্ন তাঁহার আর কোনও গীত পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না। যেগুলি আজু গোঁসাই কৃত বলিয়া মনে বিশ্বাস হইল, তাহাই এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিলাম। এগুলিও কি পরিমাণে প্রকৃত বা বিকৃত অর্থাৎ কতদূর পরিশোধিত, পরিবর্ত্তিত, হৃতকায় বা পরাঙ্গ-পুষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইল, বলিতে পারি না। এইমাত্র বলিতে পারি গোস্বামী কবির রচনা এই ধরণের ছিল। উৎসাহের অভাবে এবং বিষয় নির্ব্বাচন ও শক্তি প্রয়োগ বিষয়ে অপক্কতা নিবন্ধন ইঁহার কবিত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ফলতঃ যোগ্যতর কবি রামপ্রসাদের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলে ইঁহার নাম এ সময়ে কখনই সাধারণের শ্রুতিগোচর হইত না।

আজু গোস্বামীর কথা শেষ হইল। এখন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আর একটু বক্তব্য আছে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিলেই আমার বক্তব্য শেষ হয়। এ বিষয়ে কিছু বলিতে হইত না, কেবল কয়েকজন ব্রাহ্ম সমালোচকের অত্যাচারের জন্যই কয়েকটী কথা বলিতে হইতেছে।

প্রসাদ-প্রসঙ্গকার ব্রাহ্ম ছিলেন, সুতরাং তিনি রামপ্রসাদকে ব্রাহ্ম প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহাকে পৌত্তলিকতা বিবর্জ্জিত করিতে না পারিয়া বলিয়া গিয়াছেন;—'প্রসাদ "অতি প্রথম অবস্থায়" "জড়োপাসক" ছিলেন। শেষে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়।' এ কথা প্রকৃত নহে। বস্তুতঃ রামপ্রসাদ তান্ত্রিক আচারে সাধনা করিতেন। তাঁহার মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তাহাই তিনি প্রকাশ করিতেন। তিনি "সাকার সাধনা হইতে নিরাকারে পৌঁছিয়াছিলেন" একথা কখনই প্রামাণ্য নহে। তাঁহার মৃত্যুর প্রাকালের সঙ্গীতগুলি ও কালী পূজার বিসর্জ্জন সময়ে দেহ বিসর্জ্জন বিষয়ক প্রসিদ্ধি প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিলে তিনি যে নিরাকার সাধক ছিলেন না, তাহা প্রতীয়মান হইবে। বস্তুতঃ তান্ত্রিক ভিন্ন নিরাকারবাদীর পঞ্চমুণ্ডী আসনাদির কি প্রয়োজন? তিনি কালীকে সাকারও ভাবিতেন, নিরাকারও ভাবিতেন, তারার বিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কখনও এক ভাবে কখনও ভাবান্তরে উপাসনা করিতেন। সাধকের গুণে মোহিত হইয়া যাঁহারা তাঁহাকে আপনার দলে জোর করিয়া টানিতে গিয়াছেন, তাঁহাদিগের চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

দেখিলাম, কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে এক ব্যক্তি "সাধক সঙ্গীত" আখ্য দুই খণ্ড পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইনি বলিয়াছেন, রামপ্রসাদ পৌত্তলিক ছিলেন না, দ্বৈতবাদীও ছিলেন না। যিনি রামপ্রসাদের সঙ্গীত পাঠ ক তিনিই এ কথার ভ্রান্তি দেখিতে পাইবেন, সুতরাং ইহার বিষয়ে আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

রামপ্রসাদের গীতের রীতিমত টীকা করি নাই। কিন্তু অনেক স্থলেই বুঝিতে হইলে শক্তি—সাধনা সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। সেই জন্য শক্তি-সাধনা সংক্রান্ত কয়েকটী কথা অতি সঙ্ক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

শক্তি সাধকগণ প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বীরাচারী ও পশ্বাচারী। সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভেদে বলিও দুই প্রকার। যে শক্তি সম্প্রদায় উপাসনার অঙ্গবোধে সুরাপানাদি তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বীরাচারী; তদ্ভিন্ন অন্য শাক্ত পশ্বাচারী বলিয়া অভিহিত হন। রক্ত-মাংস বিবর্জ্জিত বলির নাম সাত্ত্বিক বলি, অন্যথা পশ্বাদি (মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা। শাল্লকী শশকোগোধা কূর্ম্মঃ খড়্গা দশস্মৃতাঃ॥) উৎসর্গের নাম রাজসিক বলি। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার প্রভৃতি আচারের অনুমোদিত উপাসনা প্রক্রিয়াদি এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তন্ত্র শাস্ত্রেও তান্ত্রিকদিগের নিকট সমুদায় তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।

এক্ষণে ষট্‌চক্রের কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব।

"মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াত্মকে।
মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গন্তু কোটী সূর্য্য সমপ্রভম্॥
তদূর্দ্ধে কামবীজন্তু কলশান্তীন্দুনাদকং।
তদূর্দ্ধে তু শিখাকারা কুণ্ডলী ব্রহ্মবিগ্রহা॥
তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং বসবর্ণ চতুর্দ্দলং।
দ্রুত হেম সমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিভাবয়েৎ॥
তদূর্দ্ধেঽগ্নিসমপ্রখ্যং ষড়্‌দলং হীরক প্রভং।
বাদিলান্ত ষড়র্ণেন যুক্তাধিষ্ঠান সংজ্ঞকং॥
মূলমাধারষট্‌কানাং মূলাধারং ততোবিদুঃ।
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততোবিদুঃ॥
তদূর্দ্ধেনাভিদেশে তু মণিপুরং মহৎপ্রভং।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ॥
মণিবদ্ভিন্ন তৎপদ্মং মণিপুরং তথোচ্যতে।
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদি ফান্তাক্ষরান্বিতং॥
শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বালোকৈক কারণং
তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুদ্যদাদিত্য সন্নিভং॥

কাদিঠান্তাক্ষরৈরর্ক পত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতং।
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গন্তু সূর্য্যাযুতসম প্রভং॥
শব্দ ব্রহ্মময়ং শব্দোঽনাহতস্তত্রদৃশ্যতে।
তেনাহতাখ্যং পদ্মং তন্মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতং॥
আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরং
তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দল ষোড়শ পঙ্কজং॥
স্বরৈ ষোড়শকৈর্যুক্তং ধূম্রবর্ণৈমহৎপ্রভং।
বিশুদ্ধিং তনুতে যস্মাৎ জীবস্য হংসলোকনা॥
বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্য মহাদ্ভুতং।
আজ্ঞা চক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরং॥
আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্ত্তিতং॥"

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটী নাড়ী আছে। শরীরস্থ মেরুদণ্ডের বামদিকে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্নার অবস্থিতি। তন্মধ্যে সুষুম্না মেরুদণ্ডবাহিনী। মধ্যে সূক্ষ্মা বজ্রাখ্যা এবং বজ্রাখ্যার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতরা চিত্রিনী নাড়ী বিরাজিত। নাড়ীসন্নিবেশের সমষ্টি বা আবর্ত্তকে নাড়ীচক্র কহে। নাড়ীর ছয়টী চক্র আছে। ১ মূলাধার, ২ স্বাধিষ্ঠান, ৩ মণিপুর, ৪ অনাহত, ৫ বিশুদ্ধ, ৬ আজ্ঞাখ্য। এই ছয় চক্রের বৃত্তান্ত, উপরি উদ্ধৃত সংস্কৃতশ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। এই ছয় চক্রের মধ্যে মূলাধার গুহ্যদেশে অবস্থিত। ইহা চতুর্দ্দল, ইহাতে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিত এবং তাঁহার সুধাক্ষরণ স্থলে মুখ সংলগ্ন করিয়া সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। স্বাধিষ্ঠান নামক পদ্ম লিঙ্গমূলে অবস্থিত। ইহা ষড়্দল, ইহাতে বারুণী নাম্নী শক্তিবিরাজ করিতেছেন। মণিপুর পদ্ম নাভিদেশে অবস্থিত; মণিপুর ভিন্ন, ইহার দশদল ও তন্মধ্যে ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল ও তন্মধ্যে শিব অধিষ্ঠিত। ইহাতে লাকিনী শক্তি থাকেন। অনাহত পদ্ম হৃদয়ে স্থিত ও দ্বাদশদল। ইহাতে বাণলিঙ্গ ও কাকিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। বিশুদ্ধ নামক পদ্ম কণ্ঠে স্থিত ইহা ষোড়শদল ইহাতে জীব হংসাবলোকন করে ও ইহা শাকিনী শক্তির স্থিতি স্থল। আজ্ঞাখ্য পদ্ম ভ্রূমধ্যে অবস্থিত ও দ্বিদল। ইহাতে ত্রিকোণাকৃতি মধ্যে শিব বিরাজিত ও হাকিনী শক্তি বাস করেন। এই ছয় চক্র ভেদ করিলে কৈলাস ও বোধনী মধ্য দিয়া ব্রহ্মতালুতে অবস্থিত সহস্রদল পদ্ম মধ্যে পরমহংস শিব বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে বায়ুযোগে ও অন্তবর্ত্তী অগ্নির আনুকূল্যে মূলাধার পদ্মের কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বোধিত ও ধ্যান বলে সচেতন করিয়া সুষুম্নার চিত্রিণী নাড়ী অবলম্বনে ক্রমশঃ ছয়টী পদ্ম ও তিনটী শিবকে ভেদ করিয়া সহস্রদলস্থিত পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত করিতে হইবে। পরে ঐ মিলনে যে পরমামৃত নিঃসৃত হইবে, তাহা পান

করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাতিক্রান্ত পথ দিয়া সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম ষটচক্র ভেদ।

আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইল। এক্ষণে অশ্লীলতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, রুচিপ্রিয়দিগের তিরস্কার হইতে নিষ্কৃতি লাভ প্রয়াসে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যাঁহারা অশ্লীলতার জন্য প্রাচীন কবিদিগের কাব্য রস গ্রহণে অসমর্থ, তাঁহারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :—

"সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন— বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্ব্বণ অশ্লীল—উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেও লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী, হাফআখড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। * * *

"আর একটী কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্য সমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশ ভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না, আবার এমন অনেক কথা আছে যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরাজেরা করে না। ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি,পায়জামা বা উরু প্রভৃতি শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদিগের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা অতি পবিত্র কার্য্য—মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে, আমরা দেশী জিনিস সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতি জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী-সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই ; কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ! আলতাপরা মলপরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি, এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বত শৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতি রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয় ত ইহা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রীর মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি ; আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের

জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বসুমতী" বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে, মাতৃ-স্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবিতা এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনা-অপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মমুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা, শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।"

কিন্তু আধুনিক রুচি অনুসারে বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা সর্ব্ববাদি-সম্মত, তথাপি প্রাচীন বলিয়া মার্জ্জনীয়। আমরা বিদ্যাসুন্দর, শেষ ভাগে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে, সন্নিবিষ্ট করিয়া যথাসাধ্য বর্ত্তমান রুচির সম্মান রক্ষা করিয়াছি। গ্রন্থের সম্পূর্ণতা রক্ষার্থ কোন অংশই পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অন্যের রচনা পরিবর্দ্ধনে বা রুচি-সংস্কারে আমাদিগের অধিকার নাই, জানিয়া সেরূপ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম না। রুচি প্রিয়েরা মার্জ্জনা করিবেন।

প্রসাদ-পদাবলী।

অর্থাৎ

রামপ্রসাদের সমগ্র রচনা সংগ্রহ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

সংগৃহীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৬ সাল।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা।